স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম

জেন্ডার এনজিও স্টেকহোল্ডার পার্টিসিপেশন ইউনিট (জিএনএসপিইউ)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

As a federal enterprise, GIZ supports the German Government in achieving its objectives in the field of international cooperation for sustainable development.

This curriculum has been developed under technical support to GNSPU in order to make gender sensitization training standardized. This document describes 12 sessions with detail methodology, materials and procedures of facilitation.

This document is developed by the support of GIZ Priority Area Health Project.

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ জেন্ডার সমতা আনয়নের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। নারী অধিকার রক্ষার মাধ্যমে জেন্ডার সমতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ফলশ্রুতিতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলের মধ্যে জেন্ডার বিষয়টি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। জেন্ডার সমতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকার নতুন আইন প্রণয়ন করেছে এবং এ সংক্রান্ত পুরনো আইনের সংস্কারও করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা, দাতা সংস্থা জেন্ডার বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। যদিও জেন্ডার বিষয়ক সমতা আনয়নে আমাদের আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

স্বাস্থ্যখাতে জেন্ডার ইস্যু নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার জেন্ডার, এনজিও স্টেকহোল্ডার পার্টিসিপেশন ইউনিট (জিএনএসপিইউ) নামে একটি ইউনিট স্থাপন করেছে যার মূল দায়িত্ব হলো স্বাস্থ্যখাতে জেন্ডার বিষয়কে বাস্তবায়ন করা। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় "এইচপিএনএসডিপি " সেক্টর প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করে চলেছে যেখানে জেএনএসপি ইউনিট তাদের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করেছে। কর্ম পরিকল্পনা অনুযায় জিএনএসপিইউ প্রতি বছরই দেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ব্যক্তিদের জেন্ডার বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, একটি স্ট্যান্ডাটাইজড প্রশিক্ষণ কারিকুলাম না থাকার ফলে প্রশিক্ষণটি উদ্দেশ্য অর্জনে সামর্থ হয় না। এই উপলবদ্ধিতে এবং এই প্রশিক্ষণকে আরো বেশী ফলপ্রসূ করার জন্য এইটি স্ট্যান্ডার্ড কারিকুলাম প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফলে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা নিয়মতান্ত্রিক ভাবে জেন্ডার বিষয়ে আরো বেশী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ আরো অনেক বেশী সংবেদনশীল হতে পারে, যা নারীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে অনেক ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

এই কারিকুলামে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক বিষয়গুলোকে বিশেষভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ৩ দিনের এই প্রশিক্ষণ কারিকুলামে মোট ১২ টি সেশন আছে, প্রতিদিন ৪ টি করে সেশন পরিচালনা করা যাবে। এই কারিকুলামের প্রতিটি সেশন তাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তিতে হলেও বাস্তব ও প্রায়োগিক উদাহরণ ও অভিজ্ঞতাকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তত্ত্বগত আলোচনার মধ্যে বিশেষ করে নারীদের স্বাস্থ্য অধিকার, বাংলাদেশ সংবিধানে নারীদের সমতা, সিডও সনদ, জাতীয় নারী নীতিমালা, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়াও জেন্ডারের মৌলিক বিষয়, জেন্ডার চাহিদা, জেন্ডার বৈষম্য, সামাজিকীকরন, পিতৃতান্ত্রিকতা, নারী-পুরুষের শ্রম বিভাজন ইত্যাদি বিষয়কেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য, এইচআইভি ও এইডস, প্রজনন স্বাস্থ্য, নারী বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা এ কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এই কারিকুলামের প্রতিটি সেশন ইন্টার-একটিভ পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে যা বয়স্ক শিক্ষণের ক্ষেত্রে উপযোগী হবে আশা করা যায়।

মোঃ আসাদুল ইসলাম
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়

সূচিপত্র

মডিউল পরিচিতি

প্রশিক্ষনসূচি ০৬
মডিউল ব্যাবহার বিষয়ক কিছু পরামর্শ ০৮
উদ্বোধন ও সূচনা পর্ব ১০

নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য সমতা ও অধিকার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তজার্তিক ভিত্তি ও বাধ্যবাধকতাসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য অধিকার ও সমতা ১৪
সিডো (CEDAW) সনদে নারী ও স্বাস্থ্য ১৭
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং নারী ও স্বাস্থ্য ১৮
জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এবং নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য সমতা ১৯

জেন্ডার বিষয়ক মৌলিক ধারণাসমূহ

জেন্ডার ও সেক্স ২৫
জেন্ডার বৈষম্য ও তার ফলাফল ৩০
সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ৩৫
পিতৃতান্ত্রিকতা ৪১
জেন্ডার চাহিদা ৪৪
জেন্ডার সমতা ও সাম্য ৪৮
জেন্ডার শ্রম বিভাগ ৫১
জেন্ডার সংবেদনশীলতা ৫৪

স্বাস্থ্য ও জেন্ডার

নারী ও পুরুষের স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা, অভিগম্যতা ও সুযোগ বিশ্লেষণ ৫৮
প্রজনন, গর্ভবর্তী ও প্রসূতি ময়ের স্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ ৬৪
পারিবারিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ ৭১
বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ ৭৩

এইচআইভি এইডস্ ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ ৭৬
জেন্ডার সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ৭৮

নারী নির্যাতন, কারণ ও প্রতিকারে সামাজিকভাবে করণীয়

নারী নির্যাতন ও পারিবারিক সহিংসতা ৮২
নারী নির্যাতন বিষয়ক কিছু তথ্য (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) ৮৭
নারী নির্যাতনের কারণ ৯১
নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিকভাবে করণীয় ৯৩

নারী নির্যাতন ও জনস্বাস্থ্য সমস্যা

নারী নির্যাতনের কুফল ও জনস্বাস্থ্য সমস্যা ৯৪
নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ও নির্যাতনের শিকার নারীর সেবায় স্বাস্থ্যখাত ৯৭

- নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে
- বাস্তবায়ন পর্যায়ে

নির্যাতিত নারী আদালতে সুবিচার প্রপ্তিতে স্বাস্থ্য কর্মকর্তার ভূমিকা

নির্যাতনের শিকার নারীর সুবিচার প্রাপ্তিতে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্তৃক- ৯৯

- রেকর্ড ও আলামত সংরক্ষণ এবং
- প্রতিবেদন প্রস্তুত।

সমাপনী

সারাদিনের আলোচনার পূণ:স্মরণ ১০৭
সমাপনি বক্তব্য

প্রশিক্ষনসূচি

অধিবেশন নং	সময়	মূল-আলোচ্য বিষয়	উপ-আলোচ্য বিষয়
১ম দিন			
০১	০৯:০০-১০:১৫	উদ্বোধন ও সূচনা পর্ব	- শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও উদ্বোধন - পরিচিতিকরণ - জড়তা মোচন - প্রত্যাশা জানা - প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণনা
	১০:১৫-১০:৩০	চা বিরতি	
০২	১০:৩০-১১:৩০	নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য সমতা ও অধিকার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তজার্তিক ভিত্তি ও বাধ্যবাধকতাসমূহ	- বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য অধিকার ও সমতা। - সিডো (CEDAW) সনদে নারী ও স্বাস্থ্য। - জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং নারী ও স্বাস্থ্য। - জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এবং নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য সমতা।
	১১:৩০-০১:০০	জেন্ডার বিষয়ক মৌলিক ধারণাসমূহ	- জেন্ডার ও সেক্স - জেন্ডার বৈষম্য ও তার ফলাফল
	০১:০০-০২:০০	মধ্যাহ্ন বিরতি	
০৩	০২:০০-০৩:৩০	জেন্ডার বিষয়ক মৌলিক ধারণাসমূহ	- সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া - পিতৃতান্ত্রিকতা
	০৩:৩০-০৩:৪৫	চা বিরতি	
০৪	০৩:৪৫-০৪:৩০	জেন্ডার বিষয়ক মৌলিক ধারণাসমূহ	- জেন্ডার চাহিদা - জেন্ডার সমতা ও সাম্য
২য় দিন			
০৫	০৯:০০-১০:৩০	ফিরে দেখা	- আগের দিনের আলোচনা পূণ:স্মরণ
	১০:৩০-১০:৪৫	চা বিরতি	
০৬	১০:৪৫-১১:০০	জেন্ডার বিষয়ক মৌলিক ধারণাসমূহ	- জেন্ডার শ্রম বিভাগ - জেন্ডার সংবেদনশীলতা
	১১:০০-১২:১৫	স্বাস্থ্য ও জেন্ডার	- নারী ও পুরুষের স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা, অভিগম্যতা ও সুযোগ বিশ্লেষণ
	১২:১৫-০১:০০	স্বাস্থ্য ও জেন্ডার	- প্রজনন, গর্ভবর্তী ও প্রসূতি ময়ের স্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ
	০১:০০-০২:০০	মধ্যাহ্ন বিরতি	
০৭	০২:০০-০৩:১৫	স্বাস্থ্য ও জেন্ডার	- পারিবারিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ - বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত

			জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ - এইচআইভি এইডস্ ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ
	০৩:১৫-০৩:৩০	চা বিরতি	
০৮	০৩:৩০-০৪:৩০	স্বাস্থ্য ও জেন্ডার	- জেন্ডার সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
৩য় দিন			
০৯	০৯:০০-১০:১৫	ফিরে দেখা	- আগের দিনের আলোচনা পূণ:স্মরণ
	১০:১৫-১০:৩০	চা বিরতি	
১০	১০:৩০-১২:০০	নারী নির্যাতন, কারণ ও প্রতিকারে সামাজিকভাবে করণীয়	- নারী নির্যাতন ও পারিবারিক সহিংসতা - নারী নির্যাতন বিষয়ক কিছু তথ্য (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক - নারী নির্যাতনের কারণ - নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিকভাবে করণীয়।
	১২:০০-০১:০০	নারী নির্যাতন ও জনস্বাস্থ্য সমস্যা	- নারী নির্যাতনের কুফল ও জনস্বাস্থ্য সমস্যা - নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ও নির্যাতনের শিকার নারীর সেবায় স্বাস্থ্যখাত- ○ নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে ○ বাস্তবায়ন পর্যায়ে।
	০১:০০-০২:০০	মধ্যাহ্ন বিরতি	
১১	০২:০০-০৩:৩০	নির্যাতিত নারী আদালতে সুবিচার প্রপ্তিতে স্বাস্থ্য কর্মকর্তার ভূমিকা	- চলমান (পূর্বের অধিবেশন) - নির্যাতনের শিকার নারীর সুবিচার প্রাপ্তিতে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্তৃক- ○ রেকর্ড ও আলামত সংরক্ষণ এবং ○ প্রতিবেদন প্রস্তুত।
	০৩:৩০-০৩:৪৫	চা বিরতি	
১২	০৩:৪৫-০৪:৩০	সমাপনী	- সারাদিনের আলোচনার পূণ:স্মরণ - সমাপনি বক্তব্য।

মডিউল ব্যাবহার বিষয়ক কিছু পরামর্শ

১. জেন্ডার একটি সামাজিক বিষয় যা নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের কথা বলানো কঠিন কিছু নয়। অংশগ্রহণকারীরা কথা বলার মত পরিবেশ পেলে অবশ্যই কথা বলবেন এই সত্যটি বিশ্বাস করতে হবে।

২. প্রশিক্ষণে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণের বিষয় অনুযায়ী এই নির্দেশিকায় দেয়া বিষয়সমূহ বার বার পড়ে নিতে হবে। প্রস্তুতি আত্মবিশ্বাস বাড়ায় আর প্রস্তুতির অভাব দক্ষ সাহায়ককেও সেশন সহায়তায় অদক্ষ করে পরিচিত করে তুলতে পারে। তাই প্রস্তুতির কোন বিকল্প নেই।

৩. কখনও কোন ভুল তথ্য দেয়া ঠিক হবে না। মনে রাখতে হবে একবার কোন ভুল প্রমাণিত হলে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে আপনার গ্রহণযোগ্যতা অনেক কমে যাবে। কোন বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা না থাকলে সঠিক তথ্য জেনে নিয়ে পরে তা অংশগ্রহণকারীদের জানাতে হবে।

৪. সকল অংশগ্রহণকারীর মানসিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কেন অনমনস্ক বা কেন চুপচাপ তার প্রকৃত কারণ খুঁজে তা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। সকলের মর্যাদা বজায় রেখে সেশন পরিচালনা করতে হবে।

৫. প্রশ্নোত্তর ও কথোপকথনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও প্রত্যাশিত ফলাফলে পৌছানোর চেষ্টা করতে হবে। সহজ ভাষায় কথা বলতে হবে। সহজ ভাষা ব্যবহার সেশনকে প্রানবন্ত করে।

৬. প্রশ্নোত্তর ও কথোপকথন দু'একজন অংশগ্রহণকরীর মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে তাতে যেন সবাই অংশ নিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। যারা বেশী কথা বলছেন তাদেরকে কৌশলে কম কথা বলাতে হবে এবং যারা চুপচাপ আছেন বা কম কথা বলছেন তাদেরকে কথা বলতে উৎসাহিত করতে হবে।

৭. আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও কথোপকথনের সময় আপনি নিজে অন্যমনস্ক হবেন না এবং অংশগ্রহণকারীদেরকেও অন্যমনস্ক হতে দেবেন না। অন্যমনস্ক অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে।

৮. প্রশিক্ষণের বিষয়ের সাথে মিল আছে এমন অতি পরিচিত উদাহরণ ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্য ও রসবোধ আনার চেষ্টা করতে হবে।

৯. নারী অংশগ্রহণকারীদের আলোচনায় সম্পৃক্ত করার জন্য বিশেষ উদ্দ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১০. প্রশিক্ষণ পরিবেশ প্রানবন্ত রাখতে হবে। নিজে হাসি খুশি থাকতে হবে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সহজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে।

১১. আপনি বলবেন কম শুনবেন বেশী। মনে রাখবেন আপনার শ্রবন দক্ষতাই পারে সকলের কথা বলা নিশ্চিত করতে। তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন না এমন মনে হলে তারা আর কথা বলতে চাইবে না। প্রশ্ন করার দক্ষতা ব্যবহার করুন। সুনির্দিষ্ট করে প্রশ্ন করুন যাতে তা আপনার নিজের অনেক কথার মাঝে হারিয়ে না যায়।

১২. প্রশিক্ষণের একঘেয়েমী দূর করতে মাঝে মধ্যে খেলা, গান, কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে আনন্দ দিতে পারেন। উল্লেখ্য যে, শিক্ষণ আছে এমন খেলা বয়স্ক শিক্ষায় বেশী ভাল ফলাফল বয়ে আনে।

১৩. প্রতিটি পাঠ শেষে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করে নিশ্চিত হবেন শিক্ষণগুলো অংশগ্রহণকারীগণ কতটা বুঝতে পারলেন। কোথাও দূর্বলতা আছে মনে হলে প্রয়োজনে পুনরায় সংক্ষেপে বিষয়টি আলোচনা করতে হবে।

১৪. প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু মুখস্ত রাখার চেয়ে যেন হৃদয়াঙ্গম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৫. প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং তাদের অভিজ্ঞতা আলোচনায় আনার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

১৬. দলীয় কাজ চলাকালীন সময়ে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন। দলীয় কাজ সঠিক দিকে প্রবাহিত করার জন্য সহায়তা করবেন। তবে কোন উত্তর বলে দিবেন না।

১৭. এই মডিউলে বিভিন্ন অধিবেশনের জন্য প্রয়োজনীয় নমুনা স্লাইড তৈরী করে দেয়া আছে। উপস্থাপনার সুবিধার্থে একটি স্লাইড ভেঙ্গে একাধিক স্লাইডে রূপান্তর করা যেতেই পারে।

অধিবেশনঃ এক

শিরোনামঃ সূচনা পর্ব।

উদ্দেশ্যঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ:

- পরস্পরের সাথে পরিচিত হবেন।
- প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা জানাবেন।
- প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্যাবলী জানবেন।

আলোচ্য বিষয়ঃ

- শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।
- পরস্পর পরিচিতিকরণ।
- জড়তা মোচন।
- প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা জানা।
- প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য জানানো।

সময়ঃ ৭৫ মিনিট

পদ্ধতিঃ বক্তৃতা, খেলা, মুক্ত আলোচনা ও উপস্থাপনা।

উপকরণঃ আর্ট লাইনার, ভিপ বোর্ড, গেমস্ সীট (অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অনুযায়ী), ফ্লিপচার্ট পেপার, স্লাইড।

প্রক্রিয়াঃ

১. শুভেচ্ছা জ্ঞাপন (সময় ২০ মিনিট)

- শুরুতেই অংশগ্রহণকারীদের এই প্রশিক্ষনে উপস্থিত থাকতে পারার জন্য শুভেচ্ছা জানান। বলুন এই প্রশিক্ষণটি আয়োজন করা হয়েছে মূলত: জেন্ডার সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়টিকে আরো বেশি জোরদার করার প্রত্যাশায়। যেহেতু জেন্ডার সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা বিষয়টি স্বাস্থ্যখাতে নতুন নয় সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি সকল অংশগ্রহণকারীরই এ বিষয়ে কিছু না কিছু ধারণা রয়েছে। আবার এটি এমন কোন জটিল বিষয়ও নয় যে এ বিষয়ে আগের থেকে কিছু জানা না থাকলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করা যাবে না। আর তাই আমরা বিশ্বাস করি এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা ও মতামতসমূহ আলোচিত হওয়া খুবই জরুরী। সুতারাং আশা করছি এই প্রশিক্ষণে আপনারাই শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় মূল

ভূমিকা পালন করবেন। এ পর্যায়ে উদ্বোধন ও শুভেচ্ছা বক্তব্য দেবার জন্য আগের থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানান।

২. পরস্পর পরিচিতিকরণ (সময় ২০ মিনিট)

- প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চান যে তারা পরিচয় পর্বে কি কি বিষয় সম্পর্কে জানতে চান (উত্তর আসতে পারে নাম, পদবী, কর্মস্থল, দেশের বাড়ি, ইত্যাদি)।
- প্রশিক্ষণার্থীদের উত্তরগুলি ফ্লিপচার্টে/ বোর্ডে লিখুন।
- প্রথমে নিজের পরিচয় দিন এবং তার পরে ডান দিক থেকে একজন একজন করে নিজের অবস্থানে বসে ফ্লিপচার্টে লিখিত বিষয়ে পরিচয় দিতে অনুরোধ করুন।
- সকলের পরিচয় দেয়া শেষ হলে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে এই পর্বের ইতি টানুন।

৩. জড়তা মোচন (সময় ১৫ মিনিট)

- এই পর্যায়ে বলুন এখন আমরা একটি মজার খেলা খেলবো। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে একটি করে অধিবেশন-১, গেইমস-১ শীট দিন। শীটে দেয়া নির্দেশনাগুলো পড়তে বলুন। তাদের পড়া হয়ে গেলে তারা কি বুঝেছে তা জানতে চান। প্রয়োজনে নিজে খেলার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করুন। এবারে খেলাটি সম্পন্ন করার জন্য ০৫ মিনিট সময় দিন। বলুন যিনি সর্বাধিক ঘর পূরণ করতে পারবেন তার জন্য একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে।
- খেলা শেষে কে সর্বাধিক ঘর পূরন করতে পেরেছে তা জানতে চান। যিনি সর্বাধিক ঘর পূরণ করছেন তাকে এক প্যাকেট চকলেট উপহার দিন। তিনি যেন সকলকে চকলেটগুলো বিতরন করে দেন সে ব্যপারে তাকে উৎসাহিত করুন। সকল অংশগ্রহণকাররীদের খেলায় অংশ নেবার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে পরের পর্বে প্রবেশ করুন।

৩. প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা জানা (সময় ১০ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের নিকট এই প্রশিক্ষণ হতে তারা কি কি প্রত্যাশা করছে তা জানতে চান। তাদের মতামতগুলো একটি ফ্লিপচার্ট পেপারে লিখুন। তাদের মতামত জানা হয়ে ফ্লিপচার্ট পেপারটি দেয়ালে বা ভিপ বোর্ডে ঝুলিয়ে দিন।

৪. প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য বর্ণনা (সময় ১০ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের সামনে অধিবেশন-১, স্লাইড-১ প্রদর্শন করুন এবং বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যাবলী জানিয়ে দিন।

এ পর্যায়ে সকলকে চা বিরতির জন্য আমন্ত্রণ জানান। চা পানের জন্য বরাদ্দকৃত সময় সম্পর্কে সকলকে অবশ্যই অবহিত করবেন।

গেমস সীট

নির্দেশনাবলী:

- নিম্নের বিষয়গুলোতে আপনার সাথে কার কোনটিতে মিল রয়েছে তাকে খুঁজে বের করুন এবং সেই ঘরে পছন্দটি কি ও কার সাথে মিলেছে তার নাম লিখুন।
- একজনের সাথে একের অধিক বিষয় মেলানো যাবে না।

বিষয়: পছন্দের ফুল ফুলের নাম: যার সাথে মিলেছে তার নাম	**বিষয়: পছন্দের ফল** ফলের নাম: যার সাথে মিলেছে তার নাম
বিষয়: পছন্দের সংগীত শিল্পী সংগীত শিল্পীর নাম: যার সাথে মিলেছে তার নাম:	**বিষয়: পছন্দের ঋতু** ঋতুর নাম: যার সাথে মিলেছে তার নাম
বিষয়: পছন্দের নাট্য শিল্পী নাট্য শিল্পীর নাম: যার সাথে মিলেছে তার নাম	**বিষয়: পছন্দের রং (কালার)** রং'য়ের নাম: যার সাথে মিলেছে তার নাম
বিষয়: পছন্দের কবি কবির নাম যার সাথে মিলেছে তার নাম	**বিষয়: পছন্দের ক্রিকেটার** ক্রিকেটারের নাম যার সাথে মিলেছে তার নাম

প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য

এই প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা:

- বাংলাদেশ সংবিধান, সিডো সনদ, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, ও জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ তে নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য অধিকার ও স্বাস্থ্য সমতা বিষয়গুলো বিশ্লেষন করতে পারবেন।
- জেন্ডার ও সেক্সের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করতে পারবেন।
- জেন্ডার বৈষম্যের সাধারণ ও স্বাস্থ্য প্রভাবগুলো নির্ণয় করতে পারবেন।
- সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া কিভাবে আমাদের জেন্ডার প্রভাবে প্রভাবিত করে তা বিশ্লেষন করতে পারবেন।
- জেন্ডার সমতা, সাম্য, চাহিদা, সম্পর্ক ও শ্রমবিভাগ কিভাবে নারী উন্নয়ন এবং নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য সমতার সাথে সম্পর্কিত তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পারিবারিকস্বাস্থ্য, প্রজননস্বাস্থ্য, মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুস্বাস্থ্য এবং বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য ও সেগুলোর জেন্ডার প্রেক্ষিতগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- নারী নির্যাতন সমস্যাটি কেন একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা তার কারণ নির্ণয় করতে পারবেন।
- জেন্ডার সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবার উপায় নিরূপণ ও ধারণ করতে পারবেন।

অধিবেশন-দুই (এক)

শিরোনাম: নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য সমতা ও অধিকার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তজার্তিক ভিত্তি ও বাধ্যবাধকতাসমূহ।

উদ্দেশ্য:

অংশগ্রহণকারীগণ:

- বাংলাদেশ সংবিধান, সিডো সনদ, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, ও জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ তে নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য অধিকার ও স্বাস্থ্য সমতা বিষয়গুলো বিশ্লেষন করতে পারবেন।

আলোচ্য বিষয়:

- বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য অধিকার ও সমতা।
- সিডো (CEDAW) সনদে নারী ও স্বাস্থ্য।
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং নারী ও স্বাস্থ্য।
- জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এবং নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য সমতা।

সময়: ৬০ মিনিট

পদ্ধতি: বড় দলে বিশ্লেষণ, উন্মুক্ত আলোচনা ও উপস্থাপনা।

উপকরণ: স্লাইড, মার্কার এবং বোর্ড।

প্রক্রিয়া:

১. বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য অধিকার ও সমতা (সময় ১৫ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে আমরা যেহেতু স্বাস্থ্যসেবায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ করছি তাই শুরুতেই আমাদের আলোচনা করে নেয়া উচিত নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তজার্তিক ভিত্তি ও বাধ্যবাধকতাগুলো কি কি। সময়ের স্বল্পতার কারণে হয়ত আমরা সবগুলো ভিত্তি ও বাধ্যবাধকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবো না কিন্তু একটি মৌলিক ধারণা তৈরীতে বাংলাদেশ সংবিধান, সিডো সনদ, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ তে নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য অধিকার ও সমতা বিষয়ে যা কিছু অঙ্গীকার করা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করতে পারি।
- এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের কাছে বাংলাদেশ সংবিধানে নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য অধিকার ও সমতার বিষয়ে কি বলা হয়েছে সে বিষয়ে জানতে চান।
- তাদের মতামতগুলো মনোযোগ সহকারে শুনুন। প্রয়োজনে বোর্ডে পয়েন্টাকারে নোট রাখুন।
- তাদের মতামত দেয়া শেষ হলে মাল্টিমিডিয়ায় অধিবেশন-২.১, স্লাইড-১ প্রদর্শন করুন এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে শিক্ষণ নিশ্চিত করুন।

২. সিডো সনদে নারী ও স্বাস্থ্য (সময় ১৫ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে সিডো সনদে নারী ও স্বাস্থ্য বিষয়ে কি বলা হয়েছে সে বিষয়ে জানতে চান।
- তাদের মতামতগুলো মনোযোগ সহকারে শুনুন। প্রয়োজনে বোর্ডে পয়েন্টাকারে নোট রাখুন।
- তাদের মতামত দেয়া শেষ হলে মাল্টিমিডিয়ায় অধিবেশন-২.১, স্লাইড-২ প্রদর্শন করুন এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে শিক্ষণ নিশ্চিত করুন।

৩. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং নারী ও স্বাস্থ্য (সময় ১৫ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তে নারী ও স্বাস্থ্যবিষয়ে কি বলা হয়েছে সে বিষয়ে জানতে চান।
- তাদের মতামতগুলো মনোযোগ সহকারে শুনুন। প্রয়োজনে বোর্ডে পয়েন্ট আকারে নোট রাখুন।
- তাদের মতামত দেয়া শেষ হলে মাল্টিমিডিয়ায় অধিবেশন-২.১, স্লাইড-৩ প্রদর্শন করুন এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে শিক্ষণ নিশ্চিত করুন।

৪. জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ এবং নারী ও স্বাস্থ্য (সময় ১৫ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ তে নারী ও স্বাস্থ্যবিষয়ে কি বলা হয়েছে সে বিষয়ে জানতে চান।
- তাদের মতামতগুলো মনোযোগ সহকারে শুনুন। প্রয়োজনে বোর্ডে পয়েন্টাকারে নোট রাখুন।
- তাদের মতামত দেয়া শেষ হলে মাল্টিমিডিয়ায় অধিবেশন-২.১, স্লাইড-৪ প্রদর্শন করুন এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে শিক্ষণ নিশ্চিত করুন।

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য অধিকার ও সমতা

অনুচ্ছেদ-১৫(ক):

নাগরিকদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব।

অনুচ্ছেদ-১৮(১):

জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য।

অনুচ্ছেদ-১৯(১):

সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবেন।

অনুচ্ছেদ-২৮(২):

রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।

সিডো (CEDAW) সনদে নারী ও স্বাস্থ্য

ধারাঃ ৫ (খ)

মাতৃত্বকে একটি সামাজিক কাজ এবং সন্তান প্রতিপালন ও উন্নয়নের জন্যে নারী-পুরুষের অভিন্ন দায়িত্বের স্বীকৃতির বিষয়টি যাতে পারিবারিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহা নিশ্চিত করা– এই ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই মূল বিবেচ্য বিষয় হইবে।

ধারা : ১০ (জ)

পারিবারিক স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও পরামর্শসহ নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি।

ধারা : ১১ (১চ)

কর্মক্ষেত্রের প্রকৃত পরিবেশ স্বাস্থ্যসুরক্ষামূলক ও নিরাপদ রাখা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ও হানিকর না হওয়ার পরিবেশ নিশ্চিত করা।

ধারা : ১১ (২ঘ)

গর্ভকালীন সময়ে যেইসব কাজ ক্ষতিকর সেইগুলি থেকে তাদেরকে বিরত রাখা।

ধারা : ১২ (১)

স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য রাষ্ট্র সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে করে নারী ও পুরুষ সমতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতার সুযোগ পায় এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত সেবা পাওয়ার সুবিধা ভোগ করতে পারেন।

ধারা : ১২ (২)

উল্লেখিত অনুচ্ছেদ (১) বর্ণিত ব্যবস্থাদি ছাড়াও শরিক রাষ্ট্রসমূহে নারীর গর্ভকালীন সময়ে এবং সন্তান জন্মদানের পরে উপযুক্ত ব্যবস্থাদিসহ গর্ভাবস্থায় ও শিশুকে মায়ের দুগ্ধদান চলাকালে পর্যাপ্ত পুষ্টির ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিনামূল্যে সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং নারী ও স্বাস্থ্য

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য-১৬.১৩:

নারীর স্বাস্থ্যের অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানি করা এবং নারী স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য-১৬.১৪:

নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

এছাড়া ৩৪ নং অনুচ্ছেদে নারী স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে বলা হয়েছে:

৩৪.১ নারীর জীবন চক্রের সকল পর্যায়ে যথা, শৈশব, কৈশোর, যৌবন গর্ভকালীন সময়ে এবং বৃদ্ধ বয়সে পুষ্টি, সর্বোচ্চ মানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা।

৩৪.২ নারীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা।

৩৪.৩ মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা।

৩৪.৪ এইডস রোগসহ সকল ঘাতক ব্যাধি প্রতিরোধ করা বিশেষত: গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসহ নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণা করা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৩৪.৫ নারীর পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩৪.৬ জনসংখ্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা।

৩৪.৭ বিশুদ্ধ নিরাপদ পানীয় জল ও পয়: নিস্কাশন ব্যবস্থায় নারীর প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

৩৪.৮ উল্লেখিত সকল সেবার পরিকল্পনা, বিতরণ এবং সংরক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩৪.৯ পরিবার পরিকল্পনা ও সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

৩৪.১০ নারীর স্বাস্থ্য, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, জন্ম-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য, কর্মস্থলে মা'র কর্মদক্ষতা বাড়ানো ও মাতৃবান্ধব কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মায়ের বুকের দুধের উপকারিতার পক্ষে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩৪.১১ মায়ের দুধ শিশুর অধিকার, এই অধিকার (ছয় মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশু প্রসবের সময় থেকে পরবর্তী ৬ মাস ছুটিভোগের জন্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং মাতৃত্বজনিত প্রয়োজনীয় ছুটি প্রদান করা।

(বি দ্র: এখনও পর্যন্ত নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর বাস্তবায়ন কার্যকর করা হয়নি।)

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এবং নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য সমতা

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-১:

সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-২:

সমতার ভিত্তিতে সেবাগ্রহীতা কেন্দ্রীক মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও বিস্তৃত করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-৩:

রোগ-প্রতিরোধ ও সীমিতকরণের জন্য অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য-৩:

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি ছয় হাজার জনগোষ্ঠির জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন নিশ্চিত করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য-৫:

শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস করা, বিশেষ করে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে এ হারকে যুক্তিসংগত হারে হ্রাস করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য-৬:

আগামী ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিস্থাপনযোগ্য জন-উর্বরতা অর্জন করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন ও স্বাস্থ্যসেবাকে আরো জোরদার ও গতিশীল করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য-৭:

মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও যথাসম্ভব প্রতিটি গ্রামে নিরাপদ প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য-৯: স্বাস্থ্যসেবায় লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা।
জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূলনীতি-১: জাতি, ধর্ম, গোত্র, আয়, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধি ও ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের এবং বিশেষ করে শিশু ও নারীর সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করে সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমতার ভিত্তিতে তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ভোগ করতে প্রাচার মাধ্যমের সহায়তায় সচেতন ও সক্ষম করে তোলা ও সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন-যাত্রা গ্রহণের জন্য আচরণের পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া।

সহায়কের নোট

নারীর স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তজার্তিক ভিত্তি ও বাধ্যবাধকতাসমূহ:

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য অধিকার ও সমতা

অনুচ্ছেদ-১৫ (ক):

নাগরিকদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব।

অনুচ্ছেদ-১৮ (১):

জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য।

অনুচ্ছেদ-১৯ (১):

সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবেন।

অনুচ্ছেদ-২৮ (২):

রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।

সিডো (CEDAW) সনদে নারী ও স্বাস্থ্য

ধারা: ৫ (খ)

মাতৃত্বকে একটি সামাজিক কাজ এবং সন্তান প্রতিপালন ও উন্নয়নের জন্যে নারী-পুরুষের অভিন্ন দায়িত্বের স্বীকৃতির বিষয়টি যাতে পারিবারিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহা নিশ্চিত করা–এই ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই মূল বিবেচ্য বিষয় হইবে।

ধারা : ১০ (জ)

পারিবারিক স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও পরামর্শসহ নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি।

ধারা : ১১ (১চ)

কর্মক্ষেত্রের প্রকৃত পরিবেশ স্বাস্থ্যসুরক্ষামূলক ও নিরাপদ রাখা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ও হানিকর না হওয়ার পরিবেশ নিশ্চিত করা।

ধারা : ১১ (২ঘ)

গর্ভকালীন সময়ে যেইসব কাজ ক্ষতিকর সেইগুলি থেকে তাদেরকে বিরত রাখা।

ধারা : ১২ (১)

স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য রাষ্ট্র সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে করে নারী ও পুরুষ সমতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতার সুযোগ পায় এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত সেবা পাওয়ার সুবিধা ভোগ করতে পারেন।

ধারা : ১২ (২)

উল্লেখিত অনুচ্ছেদ (১) বর্ণিত ব্যবস্থাদি ছাড়াও শরিক রাষ্ট্রসমূহে নারীর গর্ভকালীন সময়ে এবং সন্তান জন্মদানের পরে উপযুক্ত ব্যবস্থাদিসহ গর্ভাবস্থায় ও শিশুকে মায়ের দুগ্ধদান চলাকালে পর্যাপ্ত পুষ্টির ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিনামূল্যে সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং নারী ও স্বাস্থ্য

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য-১৬.১৩:

নারীর স্বাস্থ্যের অনুকুল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানি করা এবং নারী স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য-১৬.১৪:

নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

এছাড়া ৩৪ নং অনুচ্ছেদে নারী স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে বলা হয়েছে:

৩৪.১২ নারীর জীবন চক্রের সকল পর্যায়ে যথা, শৈশব, কৈশোর, যৌবন গর্ভকালীন সময়ে এবং বৃদ্ধ বয়েসে পুষ্টি, সর্বোচ্চ মানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা।

৩৪.১৩ নারীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা।

৩৪.১৪ মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা।

৩৪.১৫ এইডস রোগসহ সকল ঘাতক ব্যাধি প্রতিরোধ করা বিশেষত: গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসহ নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণা করা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৩৪.১৬ নারীর পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩৪.১৭ জনসংখ্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা।

৩৪.১৮ বিশুদ্ধ নিরাপদ পানীয় জল ও পয়: নিস্কাশন ব্যবস্থায় নারীর প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

৩৪.১৯ উল্লেখিত সকল সেবার পরিকল্পনা, বিতরণ এবং সংরক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩৪.২০ পরিবার পরিকল্পনা ও সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

৩৪.২১ নারীর স্বাস্থ্য, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, জন্ম-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য, কর্মস্থলে মা'র কর্মদক্ষতা বাড়ানো ও মাতৃবান্ধব কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মায়ের বুকের দুধের উপকারিতার পক্ষে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩৪.২২ মায়ের দুধ শিশুর অধিকার, এই অধিকার (ছয় মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশু প্রসবের সময় থেকে পরবর্তী ৬ মাস ছুটিভোগের জন্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং মাতৃত্বজনিত প্রয়োজনীয় ছুটি প্রদান করা।

(বি দ্রঃ এখনও পর্যন্ত নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর বাস্তবায়ন কার্যকর করা হয়নি।)

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এবং নারী-পুরুষ স্বাস্থ্য সমতা

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-১:

সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-২:

সমতার ভিত্তিতে সেবাগ্রহীতা কেন্দ্রীক মান সম্মত স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও বিস্তৃত করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-৩:

রোগ-প্রতিরোধ ও সীমিতকরণের জন্য অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য-৩:

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি ছয় হাজার জনগোষ্ঠির জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন নিশ্চিত করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য-৫:

শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস করা, বিশেষ করে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে এ হারকে যুক্তিসংগত হারে হ্রাস করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য-৬:

আগামী ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিস্থাপনযোগ্য জন-উর্বরতা অর্জন করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন ও স্বাস্থ্যসেবাকে আরো জোরদার ও গতিশীল করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য-৭:

মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও যথাসম্ভব প্রতিটি গ্রামে নিরাপদ প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য-৯:

স্বাস্থ্যসেবায় লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূলনীতি-১:

জাতি, ধর্ম, গোত্র, আয়, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধি ও ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের এবং বিশেষ করে শিশু ও নারীর সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করে সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমতার ভিত্তিতে তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ভোগ করতে প্রাচার মাধ্যমের সহায়তায় সচেতন ও সক্ষম করে তোলা ও সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন-যাত্রা গ্রহণের জন্য আচরণের পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া।

অধিবেশনঃ দুই

শিরোনাম: জেন্ডার ও সেক্স।

উদ্দেশ্য:

অংশগ্রহণকারীগণ:

- জেন্ডার ও সেক্স বিষয় দুটির পার্থক্য নিরুপন করতে পারবেন।
- জেন্ডার বৈষম্যের কুফল নিরুপন করতে পাবেন।

আলোচ্য বিষয়:

- জেন্ডার ও সেক্স।
- জেন্ডার বৈষম্য।
- জেন্ডার বৈষম্যের কুফল।

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: বড় দলে বিশ্লেষণ ও খোলামেলা আলোচনা।

উপকরণ: পোষ্টার পেপার, স্লাইড।

প্রক্রিয়া:

১. জেন্ডার ও সেক্স (সময় ৫০ মিনিট)

○ বোর্ডে নিম্নের ছকটি আঁকুন অথবা পূর্বে তৈরী করে রাখা নিম্নরূপ পোষ্টার পেপারটি প্রদর্শন করুন।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি, নীতি, বিধান ও চর্চা	
নারী	**পুরুষ**

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে আমাদের সমাজে নারীর জন্য কী কী সামাজিক ও সংস্কৃতিক রীতি, নীতি, বিধান ও চর্চা রয়েছে তা জানতে চান এবং সেটি নারীর জন্য নির্ধারিত ঘরে লিখুন। এবারে তার বিপরীতে পুরুষের জন্য কী কী সামাজিক ও সংস্কৃতিক রীতি, নীতি, বিধান বা চর্চা রয়েছে তা জনতে চান এবং সেটি পুরুষের জন্য নির্ধারীত ঘরে লিখুন। এভাবে যতক্ষণ অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন উদাহরন দিতে থাকবে ততক্ষন শুনুন এবং লিখুন।
- বোর্ডে/ পোষ্টার পেপারে লিখা পয়েন্টগুলো দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের নারীর জন্য একটি সংজ্ঞা বলতে বলুন। একইভাবে বোর্ডে/ পোষ্টার পেপারে লিখা পয়েন্টগুলো দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের পুরুষের জন্য একটি সংজ্ঞা বলতে বলুন।
- এবারে বলুন বোর্ডে/ পোষ্টার পেপারে লেখা পয়েন্টগুলো দিয়ে আমরা নারী ও পুরুষের জন্য সামাজিক ও সংস্কৃতিক সংজ্ঞা তৈরী করলাম এবং সংজ্ঞা দুটির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পেলাম। এই অসমতা বা পার্থক্য মূলত সমাজ ও সংস্কৃতিই সৃষ্টি করেছে। সমাজ ও সংস্কৃতি এইভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করার মাধ্যমে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা সংজ্ঞা বা পরিচয় নির্ধারন করে দিয়েছে। নারী ও পুরুষের এই সমাজিক ও সংস্কৃতিক সংজ্ঞা বা পরিচয়কেই জেন্ডার বলে।
- এবারে বলুন জেন্ডারের পাশাপাশি আমরা আরো একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই আর তা হলো সেক্স।
- বোর্ডে নিম্নের ছকটি আঁকুন অথবা পূর্বে তৈরী করে রাখা নিম্নরূপ পোষ্টার পেপারটি প্রদর্শন করুন।

শারীরিক পার্থক্য	
নারী	পুরুষ

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে নারী ও পুরুষের মধ্যে কী কী শারীরিক পার্থক্য আছে তা জানতে চান। তাদের দেয়া পয়েন্টসমূহ নির্ধারিত ঘরে লিখুন।
- বলুন নারী ও পুরুষের মধ্যে যে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা রয়েছে সেটা বোঝাতে সেক্স শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সেক্স হলো প্রকৃতির সৃষ্টি। একটি শিশু জন্ম নেবার পরে আমরা তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য দেখে সে ছেলে না মেয়ে তা বুঝতে পারি।
- এবারে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জেন্ডার এবং সেক্সের পার্থক্য জানতে চান। মাল্টিমিডিয়াতে অধিবেশন-২.২, স্লাইড-১ প্রদর্শন করুন এবং বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষণ নিশ্চিত করুন।
- এ পর্যায়ে অধিবেশন-২.২, স্লাইড-২ প্রদর্শণ করুন। প্রতিটি বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের উত্তর জানতে চান। কোন বিষয়ে অনৈক্যমত দেখা দিলে আলোচনার মাধ্যমে সঠিক শিক্ষণ নিশ্চিত করুন। প্রতিটি বিষয়ে উত্তর গ্রহণ শেষ হলে ধন্যবাদ দিয়ে পরের আলোচনায় প্রবেশ করুন।

২. জেন্ডার বৈষম্য (সময় ২৫ মিনিট)

- বলুন, এতক্ষন আমরা জেন্ডার ও সেক্স বিষয়ে জানলাম। এবারে আমরা জেন্ডার বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করতে চাই। বোর্ডে বা পোষ্টারে একজন নারীর মুখ আঁকুন। অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে নারীর জীবনের বিভিন্ন কাল নির্ণয় করুন। কালগুলো হবে শৈশবকাল, কৈশোরকাল, যৌবনকাল এবং বৃদ্ধকাল। নারীর ছবিটির উপর দুটি সোজা দাগ দিন যাতে করে ছবিটি চারভাগে বিভক্ত হয়। একটি ভাগে লিখুন শৈশবকাল, অপরটিতে লিখুন কৈশোরকাল, পরেরটিতে লিখুন যৌবনকাল এবং শেষভাগটিতে লিখুন বৃদ্ধকাল।

- এবারে অংশগ্রহণকারীদের এই চারটি কাল হতে এমন একটি কাল খুঁজে বের করতে বলুন যেখানে নারী কোন ধরনের বৈষম্যের শিকার হন না। স্বাভাবতই এমন কোন কাল খুঁজে পাওয়া যাবে না।
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন আমরা একটি একটি করে নারীর জীবনের বিভিন্ন কাল আলোচনায় নিয়ে আসবো এবং যেহেতু আমরা আগেই বলেছি এমন কোন কাল নেই যেখানে নারী কোন ধরনের বৈষম্যের শিকার হন না তাই প্রতিটি কালের আলোচনায় দুটি করে সাধারণ এবং দুটি করে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বৈষম্যের উদাহরণ জানবো।
- সবগুলো কালের উদাহরণ ও আলোচনা শেষে বলুন যদিও আমরা শৈশবকাল থেকে জেন্ডার বৈষম্য আলোচনায় এনেছি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই বৈষম্য শুরু হয়ে যায় আল্টাসনোগ্রামের পর থেকেই যেহেতু আল্টাসনোগ্রামের মাধ্যমে সন্তান মেয়ে না ছেলে হবে তা জানা যায়।
- এ পর্যায়ে ধন্যবাদ দিয়ে পরের আলোচনায় প্রবেশ করুন।

৩. জেন্ডার বৈষম্যর কুফল (সময় ১৫ মিনিট)

- এবারে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জেন্ডার বৈষম্যের সামাজিক ও জনস্বাস্থ্যের উপর ফলাফল জানতে চান। তাদের মতামতগুলো শুনুন।
- অধিবেশন-২.২, স্লাইড-৩ প্রদর্শন করুন। বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষণ নিশ্চিত করুন।
- পরিশেষে বলুন একথা সত্যি যে, নারীর প্রতি বৈষম্যগুলো যুগ-যুগ ধরে আমাদের সমাজে চলে আসছে। কিন্তু আমারা যদি আমাদের পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করি এবং তার সাথে যুগ-যুগ ধরে চলে আসা এই বৈষম্যেগুলোর ফলাফল নিয়ে ভাবি তবে দেখবো এই বৈষম্যগুলো আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করছে। পিছিয়ে রাখছে গোটা জাতিকে। তাই নারীর প্রতি আর বৈষম্য নয়। পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের উচিত নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ করে তাকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেয়া। তাতে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার সর্বক্ষেত্রেই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

সেক্স এবং জেন্ডারের পার্থক্য

সেক্স (Sex) জৈবলিঙ্গ	জেন্ডার (Gender) সামাজিক লিঙ্গ
○ নারী-পুরুষের জৈবিক সংজ্ঞা।	○ নারী-পুরুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংজ্ঞা।
○ একে প্রাকৃতিক লিঙ্গ বলা যায়।	○ একে সামাজিক লিঙ্গ বলা যায়।
○ শারিরিক ভাবে নির্ধারিত।	○ সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত।
○ অপরিবর্তনীয়।	○ পরিবর্তনীয়।
○ পৃথিবীর সকল দেশে, সকল সমাজে, সকল সময়ে একই রকম।	○ দেশ, সমাজ, সময়ভেদে পরিবর্তনশীল ও ভিন্নতা রয়েছে।

অধিবেশন-২.২, স্লাইড-২

নিচের বাক্যগুলোর মধ্যে কোনটি জেন্ডার এবং কোনটি সেক্স

○ নারীরা সন্তান ধারণ করতে পারে কিন্তু পুরুষেরা তা পারে না।
○ নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ কম।
○ নারীদের চুল থাকবে বড় আর ছেলেরা রাখবে ছোট চুল।
○ নারীরা তার সন্তানদের মায়ের দুধ পান করাতে পারে কিন্তু ছেলেরা পারে না।
○ নারীরা সন্তান লালন-পালনে নিয়োজিত থাকে বলে তাদের উচিত ঘরে থাকা।
○ সন্তানের অসুস্থতা নারীর কাজের চাপ আরো বাড়িয়ে দেয়।
○ নির্দিষ্ট বয়সের পর পুরুষের গোঁফ-দাঁড়ি হয় কিন্তু নারীদের তা হয় না।
○ পৃথিবীর মোট কাজের প্রায় ৬৭% কাজ করে নারীরা আর পুরুষেরা করে বাকী ৩৩%।
○ স্বাস্থ্যসেবার নিয়োজিত অনেকে নারী ও পুরুষ রোগীর সমস্যা শোনার বিষয়ে সমানভাবে মনোযোগী নন।
○ পুরুষেরা খাদ্যগ্রহণ করবে আগে আর নারীরা যেহেতু খাদ্য পরিবেশন করেন তাই তারা খাবেন পরে।
○ অনেক হাসপাতালে নারী ও পুরুষের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য জন্য আলাদা লাইন রয়েছে।
○ অনেক পরিবারের প্রধানরা নারী ও পুরুষের স্বাস্থ্যসেবার বিষয়ে সমানভাবে মনোযোগী নন।

নারীর প্রতি বৈষম্যের ফলাফল :

সামাজিক প্রভাবঃ-

- দারিদ্রতা দূরীকরণে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না ;
- অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলোতে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকছে না। ফলে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও নীতিসমূহ তাদের উপযোগী করে তোলা যাচ্ছে না ;
- দেশের প্রায় অর্ধেক নারী অথচ তাদেরকে মানব সম্পদে পরিণত করার সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি ;
- বর্হিবিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে ;
- নারী অনিশ্চয়তা ও অনিরাপত্তায় ভোগে ফলে সে তার ভেতরের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ করতে পারছে না ; ইত্যাদি।

জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাবঃ

- গর্ভবতী নারী, প্রসুতি নারী ও শিশুর পুষ্টিহীনতা;
- শিশু মৃত্যু হার রোধে ভাল অগ্রগতি হলেও এখনও মাতৃ মৃত্যু হার উচ্চ;
- অনেক ক্ষেত্রে নারীর সাধারণ স্বাস্থ্যসমস্যাগুলো পরিবারের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছেনা ফলে সেই সমস্যাগুলো একসময় বড় সমস্য হিসেবে দেখা দিচ্ছে;
- নারী-নির্যাতন বন্ধ করা যাচ্ছে না এবং এটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে;
- নিজ দেহের নিয়ন্ত্রণ (সন্তানধারণ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে) নিজের হাতে থাকছে না ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে;
- স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে অনেক নারীর স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে;
- জনস্বাস্থ্য বিষয়ে প্রত্যাশিত অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে;

সহায়ক তথ্য

জেন্ডার কাকে বলেঃ

জেন্ডার শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেন এন ওকলে ১৯৭০ সালে। তিনি নারী এবং পুরুষদের সামাজিকভাবে আরোপিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে বুঝাতে গিয়ে এই জেন্ডার শব্দটা ব্যবহার করেন।

সমাজ নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি করার মাধ্যমে নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাজ, পোষাক, চলাচলের সীমানা, ক্ষমতার তারতম্য, স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ ইত্যাদি নির্ধারন করে দিয়েছে। এইভাবে পার্থক্য তৈরী করার মাধ্যমে সমাজ নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছে। নারী ও পুরুষের এই সমাজিক ও সাংস্কৃতিক সংজ্ঞা বা পরিচয়কেই জেন্ডার বলে।

সেক্সঃ

নারী ও পুরুষের মধ্যে যে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা রয়েছে সেটা বোঝাতে সেক্স শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সেক্স হলো প্রকৃতির সৃষ্টি। একটি শিশু জন্ম নেবার পরে আমরা তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য দেখে সে ছেলে না মেয়ে তা বুঝতে পারি।

সেক্স এবং জেন্ডারের পার্থক্য

সেক্স (Sex) জৈবলিঙ্গ	জেন্ডার (Gender) সামাজিক লিঙ্গ
○ নারী-পুরুষের জৈবিক সংজ্ঞা	○ নারী-পুরুষের সামাজিক,সাংস্কৃতিক সংজ্ঞা
○ একে প্রাকৃতিক লিঙ্গ বলা যায়	○ একে সামাজিক লিঙ্গ বলা যায়
○ শারীরিক ভাবে নির্ধারিত	○ সামাজিক, সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত
○ অপরিবর্তনীয়	○ পরিবর্তনীয়
○ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট	○ সমাজ-সংস্কৃতি থেকে গৃহীত
○ পৃথিবীর সকল দেশে, সকল সমাজে, সকল সময়ে একই রকম।	○ দেশ, সমাজ, সময়ভেদে পরিবর্তনশীল ও ভিন্নতা রয়েছে।

জেন্ডার বৈষম্য

সিডও (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW, 1979)* সনদ অনুযায়ী 'যেকোনো ধরনের সেক্সভিত্তিক বিভাজন, বাদ দেয়া বা বাধা সৃষ্টি, যা উদ্দেশ্যগতভাবে নারীর স্বীকৃতি, পছন্দ বা চর্চাকে অবহেলা করে বা দূরে ঠেলে দেয়, নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতা বাড়িয়ে দেয় এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, নাগরিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে তাই বৈষম্য'।

বৈষম্য নারীর সারা জীবনের প্রতিটি ধাপে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে যা লালন করে চলেছে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, আইন ব্যবস্থাসহ আরো বিভিন্ন প্রভাবক। নিচে নারীর জীবনের বিভিন্ন ধাপে সে যে ধরণের বৈষম্যের শিকার হয় তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো।

জেন্ডার বৈষম্য : শৈশবকালে

অনেক সময় :

- মেয়ে সন্তান জন্মালে পরিবারের সদস্য বা আত্মীয়রা খুশি হয় না। এক্ষেত্রে পরিবার বা আত্মীয়দের দেয়া উপহার সামগ্রীর মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়;
- ছেলে সন্তান ও মেয়ে সন্তানভেদে সামাজিক আচার অনুষ্ঠান উদযাপনে পার্থক্য দেখা যায়;
- মেয়ে সন্তান অপেক্ষা ছেলে সন্তান পালনে পরিবারের সদস্যরা বেশি যত্নবান থাকে;
- অনেক ক্ষেত্রে খাবার প্রদানেও মেয়ে ও ছেলে সন্তানের মধ্যে পার্থক্য করা হয়;
- মেয়ে ও ছেলে সন্তানভেদে চিকিৎসার গুরুত্বের বিষয়টি হেরফের হয়।

এছাড়াও মেয়ে সন্তান জন্মদানের জন্য মাকে অনেক বঞ্চনা সইতে হয়। কখনও কখনও বারবার মেয়ে সন্তান জন্মদানের জন্য নারীকে বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনও সহ্য করতে হয় যা তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ।

জেন্ডার বৈষম্য : কৈশোরকালে

অনেক সময় :

- কিশোরীদের নিজের স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না। পিতা বা ভাইয়ের আদেশ অনুযায়ী চলতে হয়;
- কিশোরীদের গৃহস্থালি কাজের দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিশোররা তখন খেলাধুলা করে বা আয়-উপার্জনে নিজেকে নিয়োজিত করে। এতে করে ছেলেটি বাইরের জগতের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং উন্মুক্ত পরিবেশে তার ব্যাপ্তি ঘটতে থাকে;
- কিশোরীদের চলাফেরার স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়;

- বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগের সুযোগ কম থাকায় তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিশোরীরা পিছিয়ে পরে;
- কিছু পরিবারে খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা যায়;
- মতামত প্রকাশ ও পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কিশোরদের তুলনায় কিশোরীরা কম গুরুত্ব পায়;
- কিশোরীরা কিশোরদের তুলনায় বেশী যৌন হয়রানির শিকার হয়;
- অনেক পরিবারে এ সময় থেকেই কিশোরীদের একজন ভালো গৃহিনী হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এসময়ই তাকে শেখানো হয় তার দায়িত্ব কী, কাজ কী, কী করতে পারবে আর কী করতে পারবে না। এসময় থেকেই শ্বশুরবাড়িতে গৃহস্থালি কাজের মাধ্যমে সে প্রশংসিত হতে পারে এই জন্য তালিম দেয়া শুরু হয়।

জেন্ডার বৈষম্য : যৌবন ও বৃদ্ধকালে

অনেক সময়:

- ১৮ বছর বয়সের আগেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়;
- তাদের হাতে সম্পদের মালিকানা দেয়া হয় না এবং অনেক ক্ষেত্রে পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়;
- তাদের সাধারণত আয়-রোজগারের সুযোগ দেয়া হয় না;
- পরিবারের সদস্যদের ইচ্ছার ওপর নারীর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নির্ভর করে;
- নিজেদের পছন্দ গুরুত্ব পায় না। স্বামী-শ্বশুরের পছন্দে চলতে হয়;
- পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানে পুরুষদের তুলনায় কম গুরুত্ব পায়;
- দেরীতে সন্তান হলে বা সন্তান না হলে (নারীর বন্ধ্যাত্ব না থাকলেও) পারিবারিক ও সামাজিক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়;
- স্বামীর অবর্তমানে ছেলে, দেবর, নিজের ভাই কিংবা মেয়ে থাকলে জামাইয়ের নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে বাধ্য হয়;
- যেহেতু বৃদ্ধ বয়সে সম্পদের মালিকানা পুরুষ বৃদ্ধটির হাতে থাকে তাই নারী-পুরুষভেদে বৃদ্ধ বয়সে পরিবারের সদস্যদের নিকট হতে সেবা প্রাপ্তিতেও তারতম্য লক্ষ্য করা যায়; ইত্যাদি।

যদিও আমরা শৈশবকাল থেকে জেন্ডার বৈষম্য আলোচনায় এনেছি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই বৈষম্য শুরু হয়ে যায় আল্টাসনোগ্রামের পর থেকেই যেহেতু আল্টাসনোগ্রামের মাধ্যমে সন্তান মেয়ে না ছেলে হবে তা জানা যায়।

নারীর প্রতি বৈষম্যের ফলাফল :

সামাজিক প্রভাব:-

- দারিদ্রতা দূরীকরণে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না ;
- অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলোতে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকছে না। ফলে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও নীতিসমূহ তাদের উপযোগী করে তোলা যাচ্ছে না ;
- দেশের প্রায় অর্ধেক নারী অথচ তাদেরকে মানব সম্পদে পরিণত করার সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি ;
- বহির্বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে ;
- নারী অনিশ্চয়তা ও অনিরাপত্তায় ভোগে ফলে সে তার ভেতরের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ করতে পারছে না ; ইত্যাদি।

জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব:

- গর্ভবতী নারী, প্রসূতি নারী ও শিশুর পুষ্টিহীনতা;
- শিশু মৃত্যুহার রোধে ভাল অগ্রগতি হলেও এখনও মাতৃ মৃত্যুহার উচ্চ;
- অনেক ক্ষেত্রে নারীর সাধারণ স্বাস্থ্যসমস্যাগুলো পরিবারের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছেনা ফলে সেই সমস্যাগুলো একসময় বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে;
- নারী-নির্যাতন বন্ধ করা যাচ্ছে না এবং এটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে;
- নিজ দেহের নিয়ন্ত্রণ (সন্তানধারণ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে) নিজের হাতে থাকছে না ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে।
- স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে অনেক নারীর স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে;
- জনস্বাস্থ্য বিষয়ে প্রত্যাশিত অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে।

একথা সত্যি যে, নারীর প্রতি বৈষম্যগুলো যুগ-যুগ ধরে আমাদের সমাজে চলে আসছে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করি এবং তার সাথে যুগ-যুগ ধরে চলে আসা এই বৈষম্যগুলোর ফলাফল নিয়ে ভাবি তবে দেখবো এই বৈষম্যগুলো আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করছে। পিছিয়ে রাখছে গোটা জাতিকে। তাই নারীর প্রতি আর বৈষম্য নয়। পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের উচিত নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ করে তাকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেয়া। তাতে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার সর্বক্ষেত্রেই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

অধিবেশন-তিন

শিরোনাম: সামাজিকীকরন ও পিতৃতন্ত্র

উদ্দেশ্য:

অংশগ্রহণকারীগণ:

- জেন্ডার সৃষ্টিতে সামাজিকীকরন প্রক্রিয়ার প্রভাব নিরুপন করতে পারবেন
- পিতৃতন্ত্র এবং সমাজে নারীর উপর পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ নিরুপন করতে পারবেন।

আলোচ্য বিষয়:

- সামাজিকীকরন প্রক্রিয়ার এবং জেন্ডার
- পিতৃতন্ত্র এবং নারীর উপর পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

সময়: ৭৫ মিনিট

পদ্ধতি: খোলামেলা আলোচনা ও উপস্থাপনা।

উপকরণ: পোষ্টার পেপার, স্লাইড এবং মার্কার।

প্রক্রিয়া:

১. সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও জেন্ডার (সময় ৪৫ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন আগের অধিবেশনে আমরা আলোচনা করেছি নারী তার জীবনের বিভিন্ন কালে কি কি ধরণের বৈষম্যের শিকার হন। এ পর্যায়ে আমরা জানবো একজন মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন কালগুলোতে কি কি শিখে যা তাকে জেন্ডার প্রভাবে প্রভাবিত করে।
- পূর্বে তৈরী করে রাখা নিম্নরূপ পোষ্টার পেপারটি বোর্ডে টানিয়ে দিন।

নমুনা পোষ্টার

কাল	পরিচিত প্রতিষ্ঠান
শৈশবকাল	
কৈশোরকাল	
যৌবনকাল	
বৃদ্ধকাল	

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে একজন মানুষ তার শৈশবকালে কি কি প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচিত হন তা জানতে চান এবং তাদের মতামতগুলো পোষ্টার পেপারে লিখুন।
- এবারে জানতে চান কৈশোরকালে সে কি কি প্রতিষ্ঠানের সাথে নতুন করে পরিচিত হয়। তাদের মতামতগুলো শুনুন এবং পোস্টার পেপারে লিখুন।
- এবারে জানতে চান যৌবনকালে সে কি কি প্রতিষ্ঠানের সাথে নতুন করে পরিচিত হয়। তাদের মতামতগুলো শুনুন এবং পোস্টার পেপারে লিখুন।
- এবারে বলুন বৃদ্ধ বয়সে একজন মানুষ কি কি প্রতিষ্ঠানের সাথে নতুন করে পরিচিত হন। দেখা যাবে এ পর্যায়ে শুধুমাত্র ছেলের বৌ এবং নাতী-নাতনী ছাড়া নতুন করে তেমন কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে তার পরিচয় ঘটে না।
- এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের কাছে একে একে বিভিন্ন কালে প্রতিষ্ঠানসমুহের বিভিন্ন শিক্ষণগুলো কিভাবে আমাদের সামাজিকীকরন প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করার মাধ্যমে পাকাপোক্তভাবে আমাদের মধ্যে জেন্ডার প্রেষণা/শিক্ষণ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে তা জানতে চান। তাদের মতামতগুলো শুনুন এবং নিজে কিছু উদাহরন ব্যবহার করুন। সঠিক শিক্ষণ নিশ্চিত হয়েছে বলে মনে হলে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করুন।

২. পিতৃতন্ত্র এবং নারীর উপর পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (সময় ৩০ মিনিট)

- পিতৃতন্ত্র সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিন।
- নারীর উপর কি ধরণের পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ দেখা যায় সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানুন।
- নারীর উপর পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ধরণের উপর অধিবেশন-৩, স্লাইড-১ প্রদর্শন করুন এবং আলোচনা করুন।
- নারীরা কেন পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা মেনে নেয় সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানুন।
- অধিবেশন-৩, স্লাইড-২ প্রদর্শন করুন এবং আলোচনা করুন এবং আলোচনা করুন।
- কি এমন কারণ রয়েছে যার জন্য পুরুষরা পিতৃতন্ত্র বজায় রাখতে চায় সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানুন।
- অধিবেশন-৩, স্লাইড-৩ প্রদর্শন করুন এবং আলোচনার মাধ্যমে সঠিক শিক্ষনটি নিশ্চিত করুন।
- শিক্ষণ নিশ্চিত হয়েছে বলে মনে হলে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করুন।

অধিবেশন-৩, স্লাইড-১

নারীর উপর পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ধরণসমূহ

- নারীর উৎপাদন ক্ষমতা বা শ্রমশক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ
- নারীর সন্তান জন্মদানের উপর নিয়ন্ত্রণ
- নারীর যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণ
- নারীর গতিশীলতার উপর নিয়ন্ত্রণ
- সম্পত্তি ও অনান্য অর্থনৈতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ

অধিবেশন-৩, স্লাইড-২

নারীরা কেন পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা মেনে নেয় বা মেনে নিতে বাধ্য হয়

- মানুষ জন্মলাভের পর থেকে কিছু শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বড় হয়। Socialization, Internalization, Enculturation, Internalization- এর মত প্রক্রিয়াগুলো নারীকে বেড়ে ওঠার সময়ই ভাবতে শেখায়, নারীর অধস্তনতা ও পুরুষের আধিপত্য একটি স্বাভাবিক ঘটনা। পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের বিস্তৃতিই এর অন্যতম কারণ।
- নারী অর্থনৈতিকভাবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল, যদিও পৃথিবীর ২/৩ ভাগ কাজ নারীই সম্পাদন করে থাকে।
- ক্ষমতার প্রশ্নে পুরুষরা একটা Common understanding - এর মধ্যে থাকে। শিশু ও নারীরা ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণীভেদে বিভাজিত।
- শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান পশ্চাদপদ। প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করে সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে সচেতনতা তৈরিতে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।
- নারী সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল ।
- নারীর কাজের চাপ তাকে আলাদা করে নিজের অধিকার নিয়ে ভাবনার সময় দেয় না।
- এরপরও যারা পিতৃতন্ত্রের আধিপত্যকে অনুভব করতে পারে, পুরুষের সাথে দ্বন্দ্বে প্রত্যক্ষ শাস্তির ভয়ে তাদের পক্ষে পিতৃতন্ত্রের কাঠামোকে ভাঙ্গার চেষ্টা করা সম্ভব হয়না।

যেসব কারণে পুরুষরা পিতৃতন্ত্র বজায় রাখতে চায়

- পুরুষরা অর্থাৎ পৃথিবীর মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৫০% নিয়ন্ত্রণ করছে ৯৯% সম্পদ ।
- সমস্ত কাজের মাত্র ৩০%-৩৫% করছে পুরুষরা ।
- পুরুষরা অধিকার করেছে পৃথিবীর ৯০% সংসদ আসন, উন্নয়ন সংস্থার কেন্দ্রীয় পদের ৯৯% এবং ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সকল পদের ৭৬% ।
- পুরুষরা ভোগ করছে নারীর গৃহকর্ম বিনামূল্যে। অথচ অর্থনৈতিক মূল্যমান দিলে প্রতিবছর নারীর গৃহকর্মের মোট মূল্য দাঁড়াতো ১১ ট্রিলিয়ন ডলার।
- পিতৃতন্ত্রকে ভাঙ্গার জন্য যুদ্ধ ব্যবস্থাটির বিরুদ্ধে, পুরুষের বিরুদ্ধে নয়। অবশ্য ব্যবস্থাটি টিকিয়ে রাখছে পুরুষরাই। আবার, কিছু পুরুষও রয়েছে যারা পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

সহায়ক তথ্য

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও জেন্ডার

মানুষ জন্মের পর একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে যেভাবে/যে প্রক্রিয়ায় বেড়ে ওঠে এবং শিক্ষণ লাভ করে তাকে সামাজিকীকরণ বলা হয়।

প্রতিটি মানুষই (নারী-পুরুষ) জন্মের পর কয়েকটি সাধারণ কাল বা পর্যায়ের মধ্যে (শৈশবকাল, কৈশোরকাল, যৌবনকাল, বৃদ্ধকাল) দিয়ে যায় এবং প্রতিটি পর্যায়েই ঘরে বাইরে বিভিন্ন পরিসরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচিতি ঘটে। যা তাকে ধারণা দেয়/শেখায় সমাজে নারী-পুরুষের ভূমিকা কি হওয়া উচিত আর কি নয়, কোনটা নারী-পুরুষের জন্য কাম্য আর কোনটা নয়। সমাজে নারী-পুরুষের এই শিখে ওঠা এবং এই ধারণাগুলোকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান (নিজ পরিবার, সমাজ, বিয়ে, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান- মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা, বৌদ্ধ মঠ; অফিস-আদালত; সেবাদানকারি প্রতিষ্ঠান, গনমাধ্যম- রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা ইত্যাদি)। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশু বয়স থেকেই আমাদের মনন তৈরি হয় এবং তার প্রতিফলন ঘটে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

সামাজিকীকরণের প্রাথমিক ধাপ শুরু হয় হচ্ছে পরিবার থেকেই। একজন ব্যক্তি পারিবারিক নানা মূল্যবোধ ও অনুশাসনের মধ্য দিয়ে বড় হয় এবং পরিবারের বিভিন্ন চর্চার মাধ্যমে শিখতে শুরু করে কি কাম্য, আর কি কাম্য নয় এবং যা প্রায়শই নারী-পুরুষভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন: মেয়েশিশু ও ছেলে শিশুভেদে পোশাক, খেলনা, নিয়ম-কানুন, স্বাধীনতা, পছন্দসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্নতা মেনে নিয়েই একজন ব্যক্তি কৈশোরে পা রাখে এবং মনে করে মেয়ে ও ছেলের মধ্যে এই ভিন্নতা বুঝি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। যেমন: ছেলে সন্তানকে বলা হয় ছেলেরা মেয়েদের মত কান্নাকাটি করে নাকি? বা তুমিতো ছেলে তুমি কেন মেয়েদের মত ভয় পাও। আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে বলা হয় তুমি বড় হচ্ছো এখন আর যখন তখন বাইরে বেরুবে না বা সবসময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাক কেন বা মেয়েদের জোরে জোরে কথা বলতে নেই ইত্যাদি। আরো বলা হয় মেয়েরা হচ্ছে ঘরের শোভা বা ঘরের কাজতো মেয়েদের কাজ ইত্যাদি। আর পরিবারে বাবার ভূমিকা দেখে ছেলেরা শিখে পরিবার বা সমাজে তার কি ভূমিকা হওয়া উচিত আর মা এর ভূমিকা দেখে মেয়েটি শিখে পরিবার বা সমাজে তার ভূমিকা কি হবে। এভাবে পরিবার আমাদের মধ্যে জেন্ডার ধারণা তৈরিতে সাহায্য করে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা) আমাদের সামাজিকীকরণে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিবারের বাইরে আমাদের যে প্রতিষ্ঠানটির সাথে সবচাইতে বেশি যোগাযোগ ঘটে তা হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পাঠ্য বই থেকে শুরু করে খেলাধুলা, শিক্ষকদের আচরণ, স্কুলের কাঠামো যা প্রতিনিয়ত নারী-পুরুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে যা আমাদের কাছে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলেই মনে হয়। শৈশবে আমরা যে পাঠ্য বই পড়ি সেখানে সমাজে প্রচলিত নারী-পুরুষের ভূমিকারই চিত্র দেখতে পাই। যেমন, পরিবারে মা রান্না করে-বাবা অফিসে যায়, আবু মাঠে খেলতে যায় - আনু মাকে ঘরের কাজে সাহায্য করে ইত্যাদি। স্কুলে খেলাধুলার ক্ষেত্রেও মেয়ে ও ছেলেদের মধ্যে

বিভাজন করা হয়। যেমন: স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মেয়েদের জন্য রাখা হয় ইনডোর গেইম, কম শারীরিক পরিশ্রম হয় এমন খেলাধূলা (গোল্লাছুট) আর ছেলেরা খেলে ফুটবল ও ক্রিকেট। পাঠ্য বিষয় হিসেবে ছেলেদের জন্য নির্ধারণ করা হয় কৃষি বিজ্ঞান আর মেয়েদের গার্হস্থ্য বিজ্ঞান। কোন কোন স্কুলে পাঠ্য বিষয় হিসেবে মেয়েরা কৃষি বিজ্ঞান নিলেও কোন স্কুলেই ছেলেরা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পাঠ্য বিষয় হিসেবে নির্বাচন করে না।

গণমাধ্যমের সাথে কোন ধরণের যোগাযোগ নাই আজকের যুগে এরকম মানুষের সংখ্যা খুবই নগন্য। অর্থাৎ গণমাধ্যম আমাদের সামাজিকীকরণে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদ থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন অনেকক্ষেত্রেই নির্ধারণ করে দেয় প্রতিনিয়ত আমরা কি করব, কি খাব, কি পরব, কোথায় যাব ইত্যাদি। জন্মের পর থেকেই শিশুর বেড়ে ওঠাতে টেলিভিশনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক শিশু বিজ্ঞাপনের জিঙ্গেল চালু না করলে খেতেও চায়না। কিন্তু এই গণমাধ্যমও সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বাইরে নয়। গণমাধ্যমে সবচাইতে বেশি প্রচারিত হয় বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন প্রতিনিয়ত নারী-পুরুষের উপস্থাপনা তা সমাজে প্রচলিত গদবাধা ধারণারই প্রতিফলন। বেশির ভাগ বিজ্ঞাপনে নারীকে দেখানো হয় ঘর-গৃহস্থালি, রান্নাবান্না, সন্তানের দেখাশোনা, সাজ-পোশাক এইসব ভূমিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিপরীতে পুরুষকে উপস্থাপন করা হয় সারাদিনের অফিসের কর্মব্যস্ততা, নেতৃত্বে পুরুষ, পরিবারে এবং অফিসের সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষ ইত্যাদি। গণমাধ্যমে প্রচারিত প্রসাধনীর বিজ্ঞাপন থেকে বোঝার উপায় নেই পুরুষরাও প্রসাধনী ব্যবহার করে বা মনে হয় কিশোরী/ বা তরুণ প্রজন্মের মেয়েদের প্রধান কাজ সাজগোজ, স্বামীর মনোরঞ্জন করা। সংবাদ পরিবেশনে নারী উপস্থাপকের উপস্থিতি যথেষ্ট হলেও এখনও নিউজ তৈরি বিশেষভাবে যেগুলোকে হার্ড নিউজ বলা হয় তা তৈরিতে নারীর উপস্থিতি খুবই কম।

যৌবনকালে যে প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে কর্মক্ষেত্র, বিয়ে, সংসার অন্যতম । সরকারী-বেসরকারী সকল ধরণের চাকুরীতে নারীদের সংখ্যা এখনও অনেক কম। বিশেষ বিশেষ কিছু চাকুরীর জন্য নারীদের বেশি উপযোগি ভাবা হয় এবং চ্যালেঞ্জিং পেশাতে নারীদের খুব বেশি উৎসাহিত করা হয়না। যেমন; শিক্ষকতা, নার্স, প্রাইভেট সেক্রেটারী, কেবিন ক্রু ইত্যাদি পেশাকে নারীর পেশা হিসেবে দেখা হয়। বিয়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পছন্দ-অপছন্দ, স্বাধীনতা সকল ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন: আমাদের দেশে প্রচলিত আছে ছেলেরা বিয়ে করে আর মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয়। একইভাবে সংসারে নারী-পুরুষের কাম্য আচরণেও রয়েছে ভিন্নতা। প্রায়ই এমন কথা শোনা যায় মেয়ে মানুষের এত মেজাজ থাকা ভাল না বা এত মেজাজ থাকলে কি পরের ঘর করা যায়। বিয়ের জন্য ভাল পাত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ভাল চাকুরী, বাড়ী- গাড়ী ইত্যাদির বিপরীতে বিয়ের পাত্রী হিসেবে তার শারীরিক সৌন্দর্যকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। তবে ভাল স্ত্রী হতে হলে অবশ্যই ভাল গৃহিনী হতে হবে বিপরীতে কখনোই ঘর-জামাইকে ইতিবাচক হিসেবে দেখা হয়না।

তবে বৃদ্ধকালে সাধারনত আমরা আর তেমন কোন নতুন পরিসরের সাথে পরিচিত হইনা বরং এই বয়সে আমরা আমাদের পুরাতন শিক্ষণগুলো টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করি অর্থাৎ আমরা জেন্ডারকে স্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করে যাই।

পিতৃতন্ত্র এবং নারীর উপর পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

পিতৃতন্ত্র (Patriarchy) মানে পুরুষের প্রভূত্ব। যেখানে পুরুষ তার স্বার্থে বিভিন্নভাবে জবরদস্তি, নির্যাতন বা একপেশে আইনকানুনের মাধ্যমে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করে বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালায়। Elizabath Cady Stanton তাঁর রচিত The woman's Bible গ্রন্থে পিতৃতন্ত্রের মূল মতাদর্শ সম্পর্কে বলেছেন, নারী পুরুষের পরে, পুরুষ থেকে এবং পুরুষের জন্য সৃষ্ট পুরুষের অধীন একটি নিকৃষ্ট জীব (Woman was made after man, of man and for man, an inferior being subject to man)। সৃষ্টির আদিতে নারী পুরুষের দৈহিক ভিন্নতা ছাড়া অন্য কোন বৈষম্য ছিল না, ছিল না পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্র। জমি বা ভূমির কোন মালিকানা বা পরিবার প্রথা ছিল না। সে সময়কার গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে নারী-পুরুষের জৈবিক চাহিদাপূরণে ছিল না কোন বাধা।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধাতুর ব্যবহার, গবাদি পশু পালন, কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ ব্যক্তি মালিকানাধীন সমাজে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে পুরুষ কর্তা সেজে বসে। সম্পত্তি, সম্পদ এবং সন্তানের ওপর তার একক কর্তৃত্ব জন্মায়। নানা ধরনের শোষন-নির্যাতন-নিপীড়নের মাঝে নারীকে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলে, পুরুষের তুলনায় নারীরা কম বুদ্ধি এবং যোগ্যতাসম্পন্ন, তারা হীন, দুর্বল, পুরুষরাই কেবল অধিকতর স্বাধীনতা, অধিকার এবং ক্ষমতা ভোগ করতে পারে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিয়ন্ত্রকরা এসব তত্ত্ব আদিমকাল থেকেই নারীর মস্তিস্কের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে নানা কৌশলে।

নারীর জীবনে পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে নারীর জীবনে পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়।

নারীর উৎপাদনশীলতা ও শ্রম শক্তিতে পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণঃ

ঘরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রে পুরুষেরা নারীর উৎপাদনশীলতার উপর নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা যদি ঘরের কথা বলি তবে দেখবো সেখানে নারীরা বাচ্চাদের সব ধরনের সেবা প্রদান করে এমনকি স্বামী বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও নারীরদেরকে সেবা প্রদান করে যেতে হয়। এটাকে ‘‘পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রনে উৎপাদন’’ বলা যায় যেখানে নারীর সমস্ত শ্রম গ্রাস করে তার স্বামী বা ওই পরিবারে আরো অন্য যারা থাকেন তারা। নারীরা একটি পরিবার /পরিবারের সদস্যদেরকে বাঁচিয়ে রাখে কিন্তু স্বামীরা তাদের এই কষ্ট, পরিশ্রম, সেবা, চেষ্টাকে কোন কাজই মনে করে না এবং তাদেরকে (নারীদেরকে) স্বামীর উপর নির্ভরশীল করে রাখে।

ঘরের বাইরেও নারীর শ্রমকে পুরুষরা বিভিন্ন উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে। কখনও বা তারা নারীদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য করে আবার কখনও বা বাইরের কর্ম থেকে বিরত রাখে। কখনও বা খন্ডকালীন কাজ করতে অনুমতি দেয়। এর ফলে দেখা যায় নারীরা সেই সমস্ত কাজ যেখানে ভাল আর্থিক সুবিধা রয়েছে তার থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে কম মুজুরীর কাজে যোগদান করতে বাধ্য হতে হয়। কখনও বা দেখা যায় ‘‘বাড়ী ভিত্তিক’’ উৎপাদনমূলক কাজ করতে হচ্ছে যা মূলতঃ একটি অপ্রগতিশীল ব্যবস্থায় তাদেরকে (নারীদেরকে) পতিত করে।

এই ব্যবস্থা মূলতঃ পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যা তাদেরকে (পুরুষদেরকে) লাভবান করে এবং এটা এমনই একটি প্রক্রিয়া যা নারীকে অধস্তন করার মাধ্যমে পুরুষের লাভ নিশ্চিত করে।

নারীর প্রজনন ভূমিকায় পুরুষের নিয়ন্ত্রণঃ

পুরুষেরা নারীর প্রজনন ভূমিকাকেও নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক সমাজে নারীরা কতগুলি সন্তান নিবে, কখন নিবে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন অংশগ্রহণ বা স্বাধীনতা পায় না। বেশিরভাগ দেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীর প্রজনন সম্পর্কিত নীতিমালা তৈরীর দায়িত্ব থাকে পুরুষদের নিয়ন্ত্রণে। বস্তুতঃ বিভিন্ন দেশে এই অধিকার অর্জনের যে আন্দোলন পরিলক্ষিত হচ্ছে তা থেকে বোঝা যায় যে, কত শক্তভাবে সমাজে এই নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান এবং কেন পুরুষেরা এই নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে নারাজ। অধিকন্তু পিতৃতান্ত্রিকতা শুধু মা হতেই বাধ্য করে না এটা মাতৃকালীন সময়ের শর্তগুলি ও প্রতিষ্ঠিত করে। মাতৃত্বের এই বিশেষ ধারণা মূলতঃ নারীকে অধস্তন করে রাখার জন্যই এবং এই ব্যবস্থা নারীর চলাফেরা ও বিকাশের উপর পুরুষেরই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

নারীর যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণঃ

নারীকে অধস্তন করে রাখার এটা আরো একটি অন্যান্য উপায় হল নারীর যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণ। নারীরা তাদের স্বামীদের খেয়ালখুশি মত যৌন সেবা দিতে বাধ্য হয়। পুরুরাই নারীদেরকে বাধ্য করে তাদের দেহ বিক্রি করতে এবং পতিতা বৃত্তি গ্রহণ করতে। ধর্ষণ এবং ধর্ষণের হুমকি হল আরো একটি উপায় যা দ্বারা নারীর সম্মান হানি ঘটিয়ে আবার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তাকে ছোট করে রাখার চেষ্টা করা হয়। নারীর সেক্সকে নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় আচার ইত্যাদি নির্ধারণ করে দেয় নারীর পরিধেয় বস্ত্র কিরূপ হবে, সে কোথায় যেতে পারবে এবং কোথায় যেতে পারবে না ও তার যৌন আচরণ কিরূপ হবে।

নারীর চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণঃ

নারীর শ্রম, উৎপাদন, প্রজনন ও যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটি বড় হাতিয়ার হলো নারীর চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাই করে থাকে। ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, পর্দা প্রথার অপব্যবহার, বাড়ীর ভেতরে আবদ্ধ করে রাখা, ছেলেমেয়ে ভেদে নির্দেশনার পার্থক্য সবকিছুই নারীর চলাফেরা ও স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

সম্পদ ও সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণঃ

একটি পরিবারের বেশির ভাগ সম্পদ বা সম্পত্তি পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং তা এক পুরুষ হতে অন্য পুরুষের নিকট বংশ পরমপরা হস্তান্তরিত হয় । যেমন; বাবার সম্পত্তি ছেলেরা পায়। যে সমস্ত জায়গায় পিতার সম্পত্তির উপর মেয়েদের আইনগত অধিকার দেয়া হয়েছে সেখানেও দেখা যায় যে, চিরচায়িত চর্চা, আবেগ, সামাজিক প্রত্যাশা ইত্যাদি তাদের সেই সম্পত্তির ভোগ থেকে বঞ্চিত করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দেশের আইনও তাদের অধিকার খর্ব করেছে। মুলতঃ সবক্ষেত্রেই নারীরা সুবিধা বঞ্চিত।

ইউএন এর তথ্যানুয়ায়ী ‘‘নারীরা দিনের ৬০ ভাগ সময়ই কাজ করে কিন্তু তারা মোট বিশ্ব আয়ের মাত্র ১০ ভাগ আয়ের এবং মোট বিশ্ব সম্পদের মাত্র ১ ভাগ সম্পত্তির মালিক।’’

নারীরা কেন পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা মেনে নেয় বা মেনে নিতে বাধ্য হয়

- মানুষ জন্মলাভের পর থেকে কিছু শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বড় হয়। Socialization, Internalization, Enculturation, Internalization- এর মত প্রক্রিয়াগুলো নারীকে বেড়ে ওঠার সময়ই ভাবতে শেখায়, নারীর অধস্তনতা ও পুরুষের আধিপত্য একটি স্বাভাবিক ঘটনা। পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের বিস্তৃতিই এর অন্যতম কারণ।
- নারী অর্থনৈতিকভাবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল, যদিও পৃথিবীর ২/৩ ভাগ কাজ নারীই সম্পাদন করে।
- ক্ষমতার প্রশ্নে পুরুষরা একটা Common understanding-এর মধ্যে থাকে। শিশু ও নারীরা ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণীভেদে বিভাজিত।
- শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান পশ্চাদপদ। প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করে সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে সচেতনতা তৈরিতে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।
- নারী সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল ।
- নারীর কাজের চাপ তাকে আলাদা করে নিজের অধিকার নিয়ে ভাবনার সময় দেয় না।
- এরপরও যারা পিতৃতন্ত্রের আধিপত্যকে অনুভব করতে পারে, পুরুষের সাথে দ্বন্দ্বে প্রত্যক্ষ শাস্তির ভয়ে তাদের পক্ষে পিতৃতন্ত্রের কাঠামোকে ভাঙ্গার চেষ্টা করা সম্ভব হয়না।

যেসব কারণে পুরুষরা পিতৃতন্ত্র বজায় রাখতে চায়

- পুরুষরা অর্থাৎ পৃথিবীর মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৫০% নিয়ন্ত্রণ করছে ৯৯% সম্পদ ।
- সমস্ত কাজের মাত্র ৩০%-৩৫% করছে পুরুষরা ।
- পুরুষরা অধিকার করেছে পৃথিবীর ৯০% সংসদ আসন, উন্নয়ন সংস্থার কেন্দ্রীয় পদের ৯৯% এবং ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সকল পদের ৭৬%।
- পুরুষরা ভোগ করছে নারীর গৃহকর্ম বিনামূল্যে। অথচ অর্থনৈতিক মূল্যমান দিলে প্রতিবছর নারীর গৃহকর্মের মোট মূল্য দাঁড়াতো ১১ ট্রিলিয়ন ডলার।
- পিতৃতন্ত্রকে ভাঙ্গার জন্য যুদ্ধ ব্যবস্থাটির বিরুদ্ধে, পুরুষের বিরুদ্ধে নয়। অবশ্য ব্যবস্থাটি টিকিয়ে রাখছে পুরুষরাই। আবার, কিছু পুরুষও রয়েছে যারা পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

অধিবেশনঃ চার

শিরোনাম: জেন্ডার এবং এর সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয়।

উদ্দেশ্য:

অংশগ্রহণকারীগণ:

- নারীর জেন্ডার চাহিদাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- জেন্ডার সমতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন।

আলোচ্য বিষয়:

- নারীর জেন্ডার চাহিদাসমূহ।
- জেন্ডার সমতা ও সাম্য।

সময়: ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি: বড় দলে আলোচনা, ছোট দলে কাজ, খোলামেলা আলোচনা ও উপস্থাপনা।

উপকরণ: পোষ্টার পেপার, মার্কার, বোর্ড

প্রক্রিয়া:

১. নারীর জেন্ডার চাহিদাসমূহ (সময় ২৫ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন এতক্ষন আমরা জেন্ডার এবং সামাজিকীকরন প্রক্রিয়ার সাথে এর সম্পর্ক দেখলাম। এখন আমারা জেন্ডার-এর সাথে সম্পর্কিত আরো কিছু বিষয় সম্পর্কে জানবো। প্রথমেই আমরা নারীর জেন্ডার চাহিদা সম্পর্কে জানবো। সেটা জানার আগে আমাদের একমত হয়ে নেয়া উচিত চাহিদা কাকে বলে।
- এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের কাছে চাহিদা সম্পার্কে তাদের ধারনা জানতে চান। তাদের মতামতগুলো শুনুন। পরিশেষে জেন্ডার চাহিদা সম্পর্কে নিচের তথ্যটি দিয়ে তাদের শিক্ষণ নিশ্চত করুন।

"সাধারণ অর্থে চাহিদা বলতে কোন ব্যক্তির সেই সমস্ত প্রয়োজনকে বোঝায় যা তার বেঁচে থাকা, দৈনন্দিন জীবন-যাপন, অর্পিত দায়ীত্ব পালন এবং মর্যাদাপূর্ন জীবন-যাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত।"

- এ পর্যায়ে একটি নারীর মুখ আঁকুন এবং অংশগ্রহণকারীদের বলুন আসুন আমরা একজন নারীর কি কি চাহিদা রয়েছে তা লিখি। অংশগ্রহণকারীদের কাছে নারীর বিভিন্ন চাহিদা সম্পর্কে জানতে চান এবং ছবিটির চারপাশ দিয়ে সেগুলো লিখুন। তারা যতক্ষন বলতে থাকবে ততক্ষন তা লিখতে থাকুন।
- এ পর্যায়ে বলুন এবারে আমরা আমাদের লেখা চাহিদাগুলো হতে সেই সমস্ত চাহিদা খুঁজে বের করবো যা একজন নারীর বেঁচে থাকা ও তার অর্পিত দায়ীত্ব পালনের সাথে সম্পর্কিত। বোর্ডে **"বেঁচে থাকা ও তার উপর অর্পিত দায়ীত্ব পালনের সাথে সম্পর্কিত চাহিদা"** কথাটি লিখুন। এবারে অংশগ্রহণকারীদের ছবিটির চারিপাশে লিখা চাহিদাগুলো হতে বোর্ডে লিখা বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত চাহিদাগুলো খুঁজে বের করুন এবং লাল কালি দিয়ে সেগুলো গোল করুন। এবারে বলুন এইগুলোকে বলা হয় নারীর সাধারণ জেন্ডার চাহিদা অর্থাৎ নারীর বেঁচে থাকা ও তার উপর অর্পিত দায়ীত্ব পালনের সাথে সম্পর্কিত চাহিদাগুলোকে ভলা হয় নারীর সাধারণ জেন্ডার চাহিদা।
- এ পর্যায়ে বোর্ডে **"মর্যাদাপূর্ন জীবন-যাপন এবং অবস্থানগত পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত চাহিদা"** কথাটি লিখুন। এবারে অংশগ্রহণকারীদের ছবিটির চারিপাশে লিখা চাহিদাগুলো হতে বোর্ডে লিখা বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত চাহিদাগুলো খুঁজে বের করুন এবং কাল কালি দিয়ে সেগুলো গোল করুন। এবারে বলুন এইগুলোকে বলা হয় নারীর কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা অর্থাৎ নারীর মর্যাদাপূর্ন জীবন-যাপন এবং অবস্থানগত পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত চাহিদাগুলোকে বলা হয় নারীর কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা।
- এবারে বলুন, এই চাহিদাগুলো যেমন নারীর রয়েছে তেমনি একজন পুরুষেরও রয়েছে। নারী এবং পুরুষের মধ্যে কে এই চাহিদাগুলো পূরণে বেশি সুবিধা ভোগ করছে অংশগ্রহণকারীদের কাছে তা জানতে চান। উত্তর আসবে পুরুষ।
- এবারে প্রশ্ন করুন, নারীর অবস্থানগত পরিবর্তনের জন্য সাধারণ জেন্ডার চাহিদা এবং কৌশলগত জেন্ডার চাহিদাগুলোর মধ্যে কোনটি পূরণ হওয়া বেশী জরুরী এবং কেন। অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো শুনুন। সবশেষে বলুন, দুই ধরনের চাহিদা পূরণই অত্যাবশ্যকীয় তবে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও অবস্থানগত পরিবর্তনের জন্য কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা পূরণ হওয়া বেশি জরুরী কেননা এটি ছাড়া নারী পুরুষের অধ:স্তনতা থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না।

২. জেন্ডার সমতা ও জেন্ডার সাম্য (সময় ২০ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে নারী-পুরুষ সমতা সম্পর্কে তাদের ধারণা জানতে চান। তাদের মতামতগুলো শুনুন। এবারে অংশগ্রহণকারীদের কাছে নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্যতা বা জেন্ডার সাম্যতা সম্পর্কে তাদের ধারণা জানতে চান। তাদের মতামতগুলো শুনুন।
- এবারে প্রথমে সমতা সম্পর্কে তাদের ধারনা দিন। বলুন আমরা আগেই জেনেছি যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন দিকে অসমতা বিরাজমান আবার আমরা এটাও জেনেছি যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছু শারীরিক পার্থক্য রয়েছে। আর তাই দ্রুততার সাথে অসমতা কমানো, সামাজ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব এবং শারীরিক পার্থক্যের প্রতি সংবেদনশীল থেকে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে শুধু সমবন্টন যথেষ্ট হবে না বরং সমানের চেয়ে কিছু বেশি বা বিতরণের প্রক্রিয়াই পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হতে পারে। এই যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমানের চেয়ে কিছু বেশি বা বিতরন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এটাকেই সাম্য বা ন্যায়সংগত সমতা বলা হয়।
- বিষয়টি পরিস্কার করার জন্য নিম্নের উদাহরনটি ব্যবহার করুন।

ধরা যাক আপনার কাছে দেবার মত একটি চাদর কেনার টাকা ও দুজনের খাবার আছে। আপনার কাছে দুজন ব্যক্তি এলো যাদের দুজনই সমভাবে ক্ষুধার্ত। তবে একজনের পরনে রয়েছে একটি সোয়েটার আর অন্যজনের পরনে শুধু মাত্র জামা। আপনি দুভাবে তাদের মধ্যে আপনার দেবার জন্য রাখা টাকা ও খাবার বন্টন করতে পারেন।

১. চাদর কেনার টাকা ও খাবার সমানভাবে দুজনের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারেন।
২. যেহেতু দুজনই ক্ষুধার্ত সুতরাং খাবারগুলো দুজনের মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দিতে পারেন আর চাদর কেনার টাকাটি দিতে পারেন তাকে যার গায়ে কোন গরম কাপড় নেই।

- এবারে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন কোনটি অধিক যুক্তিসংগত বিতরণ। তাদের মতামতগুলো শুনুন। বলুন প্রথম অবস্থাটি সমতা কিন্তু দেখুন সেটাকে আমরা যুক্তিসংগত বলছি না কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থাটি সাম্য এবং সেটাকেই আমরা যুক্তিসংগত বলছি। সুতরাং সবসময় সমবন্টন সঠিকভাবে সমতা প্রতিষ্টা নাও করতে পারে। এবারে আরো একটি উদাহরণ দিন। উদাহরণটি হবে নিম্নরূপ।

ধরা যাক একটি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলো নারী ও পুরুষ উভয়কে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকে। এবং তাদের সেবা প্রক্রিয়াটি আগে আসতে আগে ভিত্তিতে দেয়া হয়। কিন্তু নারীরা তাদের পরিবার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যেমন: সকালের নাস্তা তৈরী ও পরিবেশনসহ বিভিন্ন কাজ শেষ করে তার পরে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যেতে অনেক দেরী হয়ে যায় এবং লম্বা লাইনের পেছনে দাঁড়াতে হয়। এর ফলে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে ফিরে আসতে অনেক দেরী হয়ে যায় এবং বসতবাড়ির অন্যন্য কাজগুলোও পিছিয়ে পরে বলে পরিবারের সদস্যদের নিকট নানা কথা শুনতে হয়। কিন্তু সেই গ্রামেই অন্য আরো একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র রয়েছে যেখানে নারীদের জন্য আলাদা লাইনের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনার মতে কোন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রটি যুক্তিসংগতভাবে সেবা প্রদান করছে। উত্তর আসবে দ্বিতীয়টি।

- অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন আপনাদের মতে কোন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রটি যুক্তিসংগতভাবে সেবা প্রদান করছে। তাদের মতামতগুলো শুনুন। বলুন প্রথম অবস্থাটি সমতা কিন্তু দেখুন সেটাকে আমরা যুক্তিসংগত বলছি না কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থাটি সাম্য এবং সেটাকেই আমরা যুক্তিসংগত বলছি। সুতরাং সবসময় নারী ও পুরুষের জন্য একই ধরণের ব্যবস্থা রাখলে সেটা সঠিকভাবে সমতা প্রতিষ্ঠা নাও করতে পারে। দ্বিতীয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রটি এই যে প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন করে সমতা প্রতিষ্ঠা করেছে এটাই সাম্য। সুতরাং সমতা হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা, স্বাধীনতা ইত্যাদির সম-বন্টন আর সাম্য হলো কৌশলগত বা প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন করার মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা, স্বাধীনতা ইত্যাদির বন্টন যা ফলপ্রসুভাবে সমতা প্রতিষ্টা করার জন্য করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সাম্য হলো সমতা প্রতিষ্ঠা করার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া বা উপায়।

সহায়কের নোট

জেন্ডার চাহিদা:

সাধারণত চাহিদা বলতে আমরা মানুষের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণের প্রয়োজনীয়তাকে বুঝি। আর একটু ব্যাখ্যা করে বললে চাহিদা বলতে কোন ব্যক্তির সেই সমস্ত প্রয়োজনকে বোঝায় যা তার বেঁচে থাকা, দৈনন্দিন জীবন-যাপন, অর্পিত দায়িত্ব পালন এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

তবে সাধারণ ভাষায় চাহিদা বলতে যা বোঝায় তার সাথে নারীর জেন্ডার চাহিদার সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নারীর জেন্ডার চাহিদা কেবলমাত্র নারীদের। দেশ-কাল-পাত্রভেদে অবস্থানগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও, বিশ্বব্যাপী এখনও নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে এবং বেঁচে আছে পুরুষের অধিনস্ততা মেনে নিয়ে। সেই সাথে রয়েছে নারী এবং পুরুষের মধ্যে শারীরিক পার্থক্য। পুরুষের সাথে নারীর এই শারীরিক পার্থক্য এবং সমাজে ও পরিবারে নারীর এই অধঃস্তন অবস্থার কারণেই নারীর জেন্ডার চাহিদা পুরুষের থেকে ভিন্ন।

সাধারণ জেন্ডার চাহিদা

নারীর বেঁচে থাকা, প্রাত্যহিক জীবনযাপন ও তার কাজকর্ম সম্পাদনের সাথে সম্পর্কিত চাহিদা থেকে উদ্ভুত হয় সাধারণ জেন্ডার চাহিদা।

যেমন: দূর থেকে খাবার পানি সংগ্রহের কষ্ট লাঘবের জন্য বাড়িতে টিউবয়েল বা পাকা কুয়া স্থাপন, উন্নত চুলণ্টী সরবরাহের মাধ্যমে জ্বালানী ও শ্রমের সাশ্রয় করা, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, নারীকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে স্বাক্ষরতা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, নারীর প্রাত্যহিক ব্যয় নির্বাহ করার জন্য কিছু নগদ টাকা পয়সার সংস্থান ইত্যাদি হলো সাধারণ জেন্ডার চাহিদার কিছু উদাহরণ।

কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা

সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর অধঃস্তন অবস্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন থেকে নারীর কৌশলগত জেন্ডার চাহিদার উদ্ভব। পুরুষের তুলনায় নারীর অধঃস্তন অবস্থান বিশ্লেষণ এবং তা মোকাবেলা করার জন্য কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা চিহ্নিত করা হয় এবং এই চাহিদাগুলো পূরণের উপর প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকার পরিবর্তন নির্ভরশীল।

নারীর এই জেন্ডার চাহিদা সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর অধঃস্তন বা পরনির্ভরশীল অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে। মোট কথা ক্ষমতা, অধিকার, মর্যাদা, সিদ্ধান্তগ্রহণ, পছন্দ, সুযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান অসমতা বা বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে যে চাহিদার উদ্ভব হয় সেটা হলো কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা। জেন্ডার শ্রমবিভাগ, ক্ষমতা, মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ, আইনগত অধিকার অর্জন, সমান মজুরী প্রাপ্তি, সম্পদে মালিকানা ও নিজ আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ, নিজ দেহ ও প্রজননের উপর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, পারিবারিক নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ ইত্যাদি কৌশলগত জেন্ডার চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সাধারণ জেন্ডার চাহিদা ও কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা দু'টোই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে নারীর অবস্থার উন্নয়ন ঘটলেও তা কিন্তু সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে না অর্থাৎ নারী পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান অসমতা দূরীকরন, নারীর অধঃস্তন অবস্থান পরিবর্তনে সহায়তা কিংবা প্রচলিত জেন্ডার শ্রমবিভাগকে পরিবর্তন করে না। সাধারণ জেন্ডার চাহিদা পূরণ হলে একজন নারী বেঁচে থাকে ঠিকই কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে বাঁচার মত বাঁচে না। আমরা অনেক সময় নারীর সাধারণ জেন্ডার চাহিদা পূরণ হলে নারী ভাল আছে বলে মনে করি কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে একজন মানুষ হিসেবে বাঁচার জন্য একজন নারীর কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা অবশ্যই পূরণ হওয়া উচিত কারণ এর সাথে জড়িয়ে আছে তার আত্মনির্ভরশীলতার বিষয়টি।

জেন্ডার সমতা (Equality) ও জেন্ডার সাম্য (Equity)

জেন্ডার সমতা (Equality)

জেন্ডার সমতা বলতে এমন একটি অবস্থা বুঝায় যেখানে নারী-পুরুষ ভেদে সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা, স্বাধীনতা, সম্পদ ও সেবার বন্টনের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য থাকবে না। অর্থাৎ সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা, স্বাধীনতা, সম্পদ ও সেবার বন্টনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে সমান ভাবে দেখা হবে।

জেন্ডার সাম্য (Equity)

জেন্ডার সাম্য বলতে এমন একটি অবস্থা বুঝায় যেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব বন্টিত হবে শুধু সমতার ভিত্তিতে নয় বরং ন্যায়সঙ্গত ও যৌক্তিকভাবে। এটা নারী ও পুরুষের মধ্যে চাহিদা ও ক্ষমতার যে পার্থক্য তা খুঁজে বের করে এবং এমন ভাবে তা সমাধানের দিকে নিয়ে যায় যেন তা সেক্স বা জেন্ডার ভিত্তিক সৃষ্ট অসমতা দুরীকরণে সামর্থ হয়।

শারীরিক পার্থক্য, সামাজিক রীতি ও চর্চা ইত্যাদির কারণে নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। এখন যদি সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে সবক্ষেত্রে সমান সমান করে চিন্তা করলে সমতা প্রতিষ্ঠা হবে না বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীকে সমানের চেয়ে বেশী দিতে হতে পারে (যেমন : চাকুরীতে নারীর জন্য আলাদা কোটা দিলে তবেই না কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ অনুপাত একসময় সমান হবে)। আবার অনেক সময় নারীর জন্য কিছু অতিরিক্ত উদ্যোগ নিতে হতে পারে যাতে করে তার সুযোগ-সুবিধা ভোগের জন্য অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হয় (যেমন : কর্মক্ষেত্রে যদি ডে-কেয়ার সেন্টার থাকে তবে প্রসূতি মায়েদের তার সন্তানটিকে [মায়ের বুকের দুধ] খাওয়ানোর কথা চিন্তা করে চাকুরী ছাড়তে হত না)। এগুলো সবই সাম্যের উদাহরণ যা আসলে সমতাই প্রতিষ্ঠা করছে। সুতরাং বলা যায় সাম্য হচ্ছে সমতা প্রতিষ্ঠার একটি অনন্য উপায়।

নিচে আরো কয়েকটি সাম্যের মাধ্যমে সমতার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো :-

- বাসে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ;
- স্বাস্থ্যবাজেটে নারীর অতিরিক্ত স্বাস্থ্যচাহিদা বিবেচনায় নিয়ে নারীর স্বাস্থ্য উন্নয়নে অতিরিক্ত বরাদ্দ।

- নারীর মাতৃকালীন ছুটি;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (যেমন : হাসপাতালের আউটডোরে) নারীর জন্য আলাদা সেবা লাইন;
- চাকুরীর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা শিথিল করা; ইত্যাদি।

অধিবেশনঃ পাঁচ

শিরোনাম: ফিরে দেখা।

উদ্দেশ্য:

অংশগ্রহণকারীগণ:

- আগের দিনের আলোচিত বিষয়গুলোর পূণ:স্মরণ করবেন।
- আগের দিনের আলোচিত বিষয়গুলো বুঝতে কোথাও কোন সমস্যা থাকলে সেই বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাবেন।

আলোচ্য বিষয়:

- আগের দিনের আলোচিত বিষয়গুলোর পূণ:স্মরণ

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: খোলামেলা আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর।

উপকরণ: পোষ্টার পেপার, মার্কার, বোর্ড, ভিপ কার্ড।

প্রক্রিয়া:

১. আগের দিনের আলোচিত বিষয়গুলোর পূণ:স্মরণ (সময় ৯০ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেক্যের কাছে একটি করে ভিপ কার্ড দিন এবং অংশগ্রহণকারী হিসেবে গত দিনের আলোচনায় সবচেয়ে ভাল বুঝেছেন এমন একটি বিষয় এবং বুঝতে সবচেয়ে বেশী সমস্যা হয়েছে এমন একটি বিষয় লিখতে বলবেন।
- তাদের লেখা হয়ে গেলে ডান দিক থেকে আলোচনা শুরু করুন। প্রথমে অংগ্রহণকারীদেরকে তিনি গত দিনের আলোচনায় সবচেয়ে যে বিষয়টি ভাল বুঝেছেন তা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিতে বলুন। এরপর গত দিনের আলোচনায় যে বিষয়টি বুঝতে তার সবচেয়ে বেশী সমস্যা হয়েছে সে বিষয়টি বলতে বলুন।
- এবারে সকল অংশগ্রহণকারীর উদ্দ্যেশে বলুন সেই বিষয়টি সবচেয়ে ভাল বুঝেছেন বলে কে তার ভিপকার্ডে লিখেছেন। যিনি সবচেয়ে ভাল বুঝেছেন বলে ভিপকার্ডে লিখেছেন তাকে সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিতে অনুরোধ করুন। তবে যদি কেউ বিষয়টি না লিখে থাকে সেক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে নিজে বিষয়টি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
- এভাবে সকল অংশগ্রহণকারীর আলোচনা শেষ হলে ধন্যবাদ দিয়ে এই অধিবেশনের ইতি টানুন।

অধিবেশনঃ ছয় (এক)

শিরোনাম: জেন্ডার এবং এর সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয়।

উদ্দেশ্য:

অংশগ্রহণকারীগণ:

- নারীর শ্রমবিভাগ ও তার ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- জেন্ডার সংবেদনশীলতা ধারণ করতে পারবেন।

আলোচ্য বিষয়:

- জেন্ডার শ্রমবিভাজন।
- জেন্ডার সংবেদনশীলতা।

সময়: ৭৫ মিনিট

পদ্ধতি: মুক্ত চিন্তার ঝড়, বড় দলে আলোচনা ও উপস্থাপনা।

উপকরণ: পোষ্টার পেপার, আর্টলাইনার, মার্কার, স্লাইড।

প্রক্রিয়া:

১. জেন্ডার শ্রম-বিভাজন (সময় ৪৫ মিনিট)

- এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মুক্ত চিন্তার ঝড় পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে একটি পোষ্টার পেপারে নারীর সারা দিনের কাজ এবং অন্য একটি পোষ্টার পেপারে পুরুষের সারাদিনের কাজ তালিকাভূক্ত করুন। উল্লেখ্য এমন আনেক কাজ আসতে পারে যা নারী ও পুরুষ উভয়েই করে থাকেন। সেক্ষেত্রে বেশীরভাগ নারী না বেশীরভাগ পুরুষ সেই কাজটি করে সে বিষয়টি বিবেচনায় এনে নারী বা পুরুষের পোষ্টার পেপারে সেটি লিখতে হবে।
- পোষ্টার পেপারে কাজের তালিকা প্রস্তুত সম্পন্ন হয়ে গেলে সেগুলো দেয়ালে টানিয়ে দিন।
- এ পর্যায়ে কী কী গুনাবলী একজন মানুষকে সমাজে বেশী মর্যাদাশীল করে তোলে তা জানতে চান। তাদের মতমতগুলো শুনুন এবং মতামত শোনা হয়ে গেলে অধিবেশন-৬.১, স্লাইড-১ উপস্থাপন করুন।
- বলুন, আমরা স্লাইডের মধ্যে কিছু গুনাবলী সম্পর্কে জানলাম যা একজন ব্যক্তিকে মর্যাদাশীল করে তুলতে সাহায্য করে। আসুন এবারে আমরা আমাদের পোষ্টার পেপারগুলোর দিকে তাকাই এবং দেখি কাদের কাজের মধ্যে দিয়ে ওই সমস্ত গুনাবলী অর্জন করা সহজ।
- এ পর্যায়ে দেখা যাবে নারীদের কাজের তুলনায় পুরুষের কাজের মধ্যে দিয়ে ওই সমস্ত গুনাবলী অর্জন করা অনেক সহজ।
- এ পর্যায়ে বলুন জেন্ডার শ্রমবিভাগ এইভাবেই নারী এবং পুরুষের কাজের মধ্যে বিভাজন তৈরী করে পুরুষের হাতে সেই সমস্ত কাজের দায়িত্ব দিয়েছে যার মাধ্যমে সে সমাজের সামনে নিজেকে তুলনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও

মর্যাদাশীল করে উপস্থাপন করতে পারছে। আর যেহেতু আয়-রোজগার ও সম্পদের মালিকানা তার হাতে থাকছে ফলে সে ক্ষমতা সম্পর্কের গোটা ক্ষমতাটুকু নিজের হাতে কুক্ষিগত করে প্রতিষ্ঠা করছে নারীর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। সুতরাং জেন্ডার ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজন সমাজ সৃষ্ট জেন্ডার শ্রমবিভাগ ভেঙ্গে ফেলা যেখানে নারী ও পুরুষের জন্য কোন কাজের বিভাজন থাকবে না।

২. জেন্ডার সংবেদনশীলতা (সময় ৩০ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে জেন্ডার সংবেদনশীলতা সম্পর্কে তাদের ধারণা জানতে চান। একটি খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো শুনুন।
- মাল্টিমিডিয়ায় অধিবেশন-৬.১, স্লাইড-২ উপস্থাপন করুন। সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান ও গ্রহনের মাধ্যমে শিক্ষণ নিশ্চিত করুন।
- এ পর্যায়ে প্রশ্ন করুন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কোথায় কোথায় জেন্ডার সংবেদনশীল হতে পারি। অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো শুনুন।
- মাল্টিমিডিয়ায় অধিবেশন-৬.১, স্লাইড-৩ উপস্থাপন করুন। সঠিক ব্যাখ্যা এবং উদাহরণ প্রদান ও গ্রহনের মাধ্যমে শিক্ষণ নিশ্চিত করুন।
- এ পর্যায়ে বলুন, রাষ্ট্রিয় পর্যায়ে আমাদের সকলের হয়ত কাজ করার সুযোগ হয় না। কিন্তু কর্মক্ষেত্র ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে আমরা সবাই কাজ করতে পারি। তবে একথা সত্যি আমরা যদি কর্মক্ষেত্র, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীল হতে পারি তবে সামগ্রীকভাবে তা সমাজ ও রাষ্ট্রকেই প্রভাবিত করবে কেননা কয়েকজন ব্যক্তি নিয়ে একটি পরিবার, কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি সমাজ আর অনেকগুলো সমাজ নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। আমাদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা শুরু করতে হবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও কর্মক্ষেত্র পর্যায় থেকেই যা কিনা সামগ্রীকভাবে একটি বৈষম্যহীন সমাজ তথা রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রাখবে।

যে সমস্ত গুনাবলী একজন মানুষকে পরিবারে ও সমাজে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাশীল করে তোলে
• যার আর্থিক সক্ষমতা রয়েছে।
• যিনি সম্পদের মালিক।
• যিনি রোগমূক্ত ও সুস্থ স্বাস্থ্যের অধিকারী।
• যার বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।
• যার যোগাযোগ দক্ষতা ভাল।
• যিনি নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্বে রয়েছেন।
• যার হাতে কর্তৃত্ব রয়েছে।
• যিনি সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষমতা রাখেন বা যার সিদ্ধান্ত দেবার দক্ষতা রয়েছে।
• যিনি তথ্যে সমৃদ্ধ বা তথ্যে অবাধ অভিগম্যতা রয়েছে।
• যার উপর অন্যের নিরাপত্তা বিধান করার দায়িত্ব রয়েছে।
• ইত্যাদি

জেন্ডার সংবেদনশীলতা

সংক্ষেপে জেন্ডার সংবেদনশীলতা হলো জেন্ডার সমতার নীতির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নিজ আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন।

অর্থাৎ নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজ পার্থক্য ও বৈষম্য সৃষ্টি করে রেখেছে এবং এর ফলে নারী তার অবস্থা ও অবস্থানগত দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে তা বিশ্বাস করা এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে এই সমস্ত পার্থক্য ও বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করে যাওয়াকেই জেন্ডার সংবেদনশীলতা বলে।

জেন্ডার সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রসমূহ

- ব্যক্তিগত পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীলতা
- পারিবারিক পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীলতা
- সামাজিক পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীলতা
- কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা
- রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীলতা

সহায়কের নোট

জেন্ডার শ্রমবিভাগ (Gender Division of Labour)ঃ

জেন্ডার ডিভিশন অব লেবার বা জেন্ডার শ্রমবিভাগ বলতে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বা চর্চার উপর ভিত্তি করে নারী ও পুরুষের মধ্যে বন্টিত ভূমিকা, দায়-দায়িত্ব ও কর্মকান্ডকে বুঝায়। একটি সমাজে নারীরা কোন কাজ করবে বা করতে পারবে, পুরুষরা কোন কাজ করবে বা করতে পারবে তা সেই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বা চলমান চর্চার উপর ভিত্তি করে বন্টিত হয়। এখানে নারীর ব্যক্তিগত পছন্দ বা সামর্থ্যের বিচারে তার কাজ নির্ধারিত হয় না বরং তা নির্ধারিত হয় সে যেই সমাজে বাস করে সেই সমাজের চলমান ধারা বা চর্চার মাধ্যমে।

যেমন আমাদের সমাজে বেশিরভাগ নারীরা গৃহস্থালির কাজ, সন্তানদের লালন-পালন, বয়স্কদের সেবা যত্ন ইত্যাদিসহ বাড়ির ভেতরের প্রায় সকল কাজের দায়িত্ব পেয়ে থাকে আর পুরুষেরা পেয়ে থাকে আয়-রোজগার, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও বাইরের কাজগুলোর দায়িত্ব। এর ফলে নারীকে মেনে নিতে হচ্ছে পরনির্ভরশীলতা। অন্যদিকে পুরুষেরা থাকছে আত্মনির্ভরশীল ফলে ক্ষমতা থাকছে তার হাতে কেন্দ্রীভূত। অন্যদিকে বিভিন্ন ধরণের কাজের চাপে নারীরা এত ব্যস্ত যে নিজের অবস্থান, ক্ষমতা, মর্যাদা ও কর্তৃত্ব ইত্যাদি নিয়ে ভাববার মত সময়ও তাদের নেই।

এর ফলে :

- নারীর অর্থনৈতিক দূর্বলতা রয়েই যাচ্ছে;
- নির্যাতিত হবার পরেও প্রতিবাদ করতে পারছে না;
- স্ব-উন্নয়ন ও বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে না;
- বিভিন্ন ধরণের বৈষম্যের শিকার হচ্ছে; ইত্যাদি।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, নারীর স্ব-উন্নয়ন ও বিকাশ হলে সে কিন্তু যে পরিবারে বসবাস করে সেই পরিবারই লাভবান হতো। অথচ আমরা তাদের নানা ধরণের পারিবারিক কাজ চাপিয়ে ঘরের কোনে আটকে রেখে পরিবারটির সামগ্রিক দরিদ্রতা দূরীকরণের সুযোগ হতে নিজেরাই বঞ্চিত হচ্ছি।

জেন্ডার সংবেদনশীলতাঃ

সংক্ষেপে জেন্ডার সংবেদনশীলতা হলো জেন্ডার সমতার নীতির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নিজ আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজ পার্থক্য ও বৈষম্য সৃষ্টি করে রেখেছে এবং এর ফলে নারী তার অবস্থা ও অবস্থানগত দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে তা বিশ্বাস করা এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে এই সমস্ত পার্থক্য ও বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করে যাওয়াকেই জেন্ডার সংবেদনশীলতা বলে।

জেন্ডার সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রসমূহ:

ব্যক্তিগত পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীলতা

সমাজ নারীর ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য ও বৈষম্য সৃষ্টি করেছে তা নিজে বিশ্বাস করা এবং নিজের অবস্থানে থেকে সম্ভব এমন সামাজসৃষ্ট পার্থক্য ও বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করে যাওয়া।

পারিবারিক পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীলতা

পরিবারে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য ও বৈষম্য করা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা এবং কোন পার্থক্য ও বৈষম্য করা হচ্ছে বা হয়েছে বলে চিহ্নিত হলে সেই সমস্ত পার্থক্য ও বৈষম্য এবং তার ফলাফল দূরীকরণে কাজ করে যাওয়া।

সামাজিক পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীলতা

সামাজিক কোন নীতি, চর্চা বা সিদ্ধান্ত ইত্যাদির ফলে নারীর ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য ও বৈষম্য করা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা এবং কোন পার্থক্য ও বৈষম্য করা হচ্ছে বা হয়েছে বলে চিহ্নিত হলে সেই সমস্ত পার্থক্য ও বৈষম্য এবং তার ফলাফল দূরীকরণে কাজ করে যাওয়া।

কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা

কর্মক্ষেত্রের কোন নীতি, পলিসী, চর্চা বা সিদ্ধান্ড় ইত্যাদির ফলে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য ও বৈষম্য করা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা এবং কোন পার্থক্য ও বৈষম্য করা হচ্ছে বা হয়েছে বলে চিহ্নিত হলে সেই সমস্ত পার্থক্য ও বৈষম্য এবং তার ফলাফল দূরীকরণে কাজ করে যাওয়া।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীলতা

রাষ্ট্রিয় কোন কোন নীতি, পলিসী, চর্চা বা সিদ্ধান্ত ইত্যাদির ফলে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য ও বৈষম্য করা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা এবং কোন পার্থক্য ও বৈষম্য করা হচ্ছে বা হয়েছে বলে চিহ্নিত হলে সেই সমস্ত পার্থক্য ও বৈষম্য এবং তার ফলাফল দূরীকরণে কাজ করে যাওয়া।

রাষ্ট্রিয় পর্যায়ে আমারা সবাই কাজ করতে পারিনা। কিন্তু কর্মক্ষেত্র ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক পর্যায়ে আমরা কাজ করতে পারি। তবে একথা সত্যি আমরা যদি কর্মক্ষেত্র, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীল হতে পারি তবে সামগ্রীকভাবে তা সমাজ ও রাষ্ট্রকেই প্রভাবিত করবে কেননা কয়েকজন ব্যক্তি নিয়ে একটি পরিবার, কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি সমাজ আর অনেকগুলো সমাজ নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। আমাদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা শুরু করতে হবে কর্মক্ষেত্র, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায় থেকেই যা কিনা সামগ্রীকভাবে একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখবে।

অধিবেশনঃ ছয় (দুই)

শিরোনাম: স্বাস্থ্য ও জেন্ডার।

উদ্দেশ্য:

অংশগ্রহণকারীগণ:

- নারী ও পুরুষের স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা, অভিগম্যতা ও সুযোগ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আলোচ্য বিষয়:

- নারী ও পুরুষের স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা, অভিগম্যতা ও সুযোগ

সময়: ৭৫ মিনিট

পদ্ধতি: ছোট দলে কাজ, খোলামেলা আলোচনা ও উপস্থাপনা।

উপকরণ: পোষ্টার পেপার, আর্টলাইনার, মার্কার ও স্লাইড।

প্রক্রিয়া:

১. নারী ও পুরুষের স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা, অভিগম্যতা ও সুযোগ (সময় ৭৫ মিনিট)

- এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের বলুন, লিঙ্গ ও জেন্ডার দুটি কারণেই নারী ও পুরুষের স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা ও তা পূরণের সুযোগের মধ্যে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। আর তাই জেন্ডার সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে এই ভিন্নতাগুলো গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করা জরুরী যাতে করে জনস্বাস্থ্যসেবায় সঠিক এবং যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এখন আমরা ছোট দলে ভাগ হয়ে লিঙ্গ ও জেন্ডার বৈষম্যের কারণে নারীর বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা চাহিদাগুলো নির্ণয় করবো।
- উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের চারটি ছোট দলে ভাগ করুন। দুটি দলকে লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্যের কারণে নারীর বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা এবং অন্য দুটি দলকে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যের কারণে নারীর বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা নির্ণয় করতে বলুন। প্রয়োজনে বোর্ডে লিখে দিন।
- দলগুলোকে প্রয়োজনীয় পোষ্টার পেপার ও আর্টলাইনার সরবরাহ করুন। দলগত কাজের জন্য নির্ধারিত জায়গা দেখিয়ে দিন এবং ২০ মিনিট সময় বরাদ্দ করুন।
- দলীয় কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে দেখুন যে দলগুলো সঠিকভাবে কাজটি করতে পারছে কি-না। প্রয়োজনে দলের গতিশীলতা আনায়নে এবং কাজটি সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে সহায়তা করুন। প্রয়োজনে তাদের বিবেচনার জন্য দু-একটি উদাহরণ দিন।
- দলীয় কাজ শেষ হলে সেগুলো উপস্থাপন করান।

- এ পর্যায়ে প্রথমে অধিবেশন-৬.২, স্লাইড-১ এবং পরবর্তিতে অধিবেশন-৬.২, স্লাইড-২ উপস্থাপন করুন এবং প্রতিটি বিষয়ে সহায়কের নোটে দেয়া তথ্য মাথায় নিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করুন। সঠিক শিক্ষণ নিশ্চিত হয়েছে বলে মনে হলে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করুন।

নারী ও পুরুষের স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা

- নারী ও পুরুষের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য যেমন: মাসিক, সন্তান গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব নারীর মোট স্বাস্থ্য ঝুঁকিকে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয়।
- অনেক সময় নারী মেয়ে সন্তান গর্ভধারনের ফলে অবহেলা, কটুকথা এমনকি নির্যাতনের শিকার হওয়ার কারনে গর্ভবতী মায়ের এবং তার গর্ভের মেয়ে সন্তানটির স্বাস্থ্য ঝুঁকি অনেকগুন বেড়ে যায়।
- অনেক পরিবারে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সচেতনতা ও জ্ঞনের অভাব রয়েছে। আবার অনেক ধরণের কুসংস্কার তারা মেনে চলেন।
- অনেক পরিবারে জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাবে এবং দারিদ্রতার কারনে ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর মধ্যে খাদ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয় যা মেয়ে শিশুটির শারীরিক ও মানসিক সঠিক বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করে।
- বয়সন্ধিকালে কিশোর ও কিশোরী উভয়েরই বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা সৃষ্টি হয়।
- অনেক পারিবারে নারীরা পরে খাদ্য গ্রহনের ফলে অনেক সময় তারা প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে তাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়।
- নারী নির্যাতন যা বর্তমানে জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

নারী ও পুরুষের স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা ও সেবা প্রাপ্তির সুযোগ

- সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা নারী ও পুরুষের সমান হলেও জেন্ডার বৈষম্যের কারনে নারীর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগ পুরুষের তুলনায় কম।
- পুরুষের তুলনায় নারীর চলাচলের গন্ডি ও স্বাধীনতা সীমিত এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও সামাজিক নিরাপত্ত কম।
- পারিবারিক কাজের চাপে নারীরা নিজেরাও ছোট-খাট স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো বিশেষ বিবেচনায় নেন না অন্যদিকে পরিবারের সদস্যরাও সেগুলো খুব বেশি গুরুত্ব দেননা।
- চিকিৎসা কেন্দ্রে নারীর বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে বিশেষজ্ঞ নারী চিকিৎসক, প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ও আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি এবং কারিগরি দক্ষতার অভাব রয়েছে।
- চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মনোযোগের ভিন্নতা এবং জেন্ডার সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবার অভাব।
- স্বাস্থ্যকর্মী বাড়িতে যেয়ে নারীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা/ পরামর্শ প্রদান এবং কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাগুলো নারীর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির পথ অনেক সহজ করে দিয়েছে।

সহায়কের নোট

নারী ও পুরুষের স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা, স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগের তুলনামূলক চিত্রঃ

লিঙ্গ ও জেন্ডার দুটি কারণেই নারী ও পুরুষের স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা ও তা পূরণের সুযোগের মধ্যে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। আর তাই জেন্ডার সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে এই ভিন্নতাগুলো গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করা জরুরী যাতে করে জনস্বাস্থ্যসেবায় সঠিক এবং যুগোপযোগি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। আর এই জন্য যে বিষয়গুলো আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে সেগুলো হলো:

স্বাস্থ্যসেবা চাহিদাঃ

- নারী ও পুরুষের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্যের কারনে মাসিক, সন্তান গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব এবং সন্তানকে মায়ের দুধ পান করানো কেবল মাত্র নারীর জন্যই প্রযোজ্য। আর এই বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত সকল প্রকার স্বাস্থ্য ঝুঁকি নারীর মোট স্বাস্থ্য ঝুঁকিকে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং এক্ষেত্রে নারীর বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা রয়েছে।
- জেন্ডার বৈষম্যের কারণে কিছু কিছু পরিবার নারীর গর্ভের সন্তানটি মেয়ে সন্তান জানবার পরে তার প্রতি আর যত্নবান থাকেন না বরং অবহেলা, কটুকথা এমনকি কেউ কেউ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলেও আমরা জানি। এতে গর্ভবতি মা'য়ের এবং তার গর্ভের মেয়ে সন্তানটির স্বাস্থ্য ঝুঁকি অনেকগুন বেড়ে যায় এবং নারীর বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা আরো বেড়ে যায়। উল্লেখ্য যে, ওই পরিবারগুলো এব্যপারে পুরুষটির প্রতি কোন বৈরী আচরণ করেছেন এমনটি কিন্তু শোনা যায় না। নারী এবং পুরুষ কারো প্রতি এই বিষয়ে বৈরী আচরণ কাম্য নয় কেননা সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে সেটি সম্পূর্ণরুপে একটি শারীরিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ হয় যেখানে নারী বা পুরুষ কারোরই কোন ভূমিকা থাকে না।
- অনেক পরিবারে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সচেতনতা ও জ্ঞনের অবার রয়েছে। আবার অনেক ধরণের কুসংস্কার তারা মেনে চলেন। ফলে অনেক গর্ভবতি ও প্রসুতি মা এবং তার শিশুর মধ্যে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। সুতরাং এক্ষেত্রে নারী ও তার শিশুর বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা সৃষ্টি হয়।
- যদিও এখন অনেক কমে গেছে তার পরেও এখনও কিছু পরিবার জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাবে এবং দারিদ্রতার কারনে ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর মধ্যে খাদ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে বৈষম্য সৃষ্টি করে যা মেয়ে শিশুটির শারীরিক ও মানসিক সঠিক বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করে। সুতরাং এক্ষেত্রে মেয়ে শিশুর বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা সৃষ্টি হয়।
- বয়:সন্ধিকালে কিশোর ও কিশোরী উভয়েরই বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা সৃষ্টি হয়। আমাদের সমাজে যদিও কিশোরীরা তাদের মায়েদের কাছ থেকে কিছু পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা পান কিন্তু এক্ষেত্রে কিশোররা তেমন কোন পারিবারিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা পাননা। ফলে তারা বন্ধুদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে থাকেন। কিশোর ও

কিশোরী উভয়েরই পরামর্শ প্রাপ্তির এই সমস্ত উৎসগুলো কিন্তু সবসময় নির্ভূল পরামর্শ ও তথ্য দিতে পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রে কিশোর ও কিশোরী উভয়েরই বিশেষ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা রয়েছে।

- অনেক পরিবারের নারীরা পরিবারের পুরুষদের খাবার খাওয়ানোর পরে নিজেরা খায়। এর ফলে অনেক সময় তারা প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে তাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয় যা তাদের বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা সৃষ্টি করে।
- জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাবে আমাদের সমাজে নারী নির্যাতন একটি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। নির্যাতনের শিকার নারীর উপর নারী নির্যাতনের শারীরিক ও মানষিক প্রভাব প্রকট ও দীর্ঘমেয়াদী। বর্তমানে নারী নির্যাতন জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। নির্যাতনের ফলে নির্যাতনের শিকার নারীর বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা সৃষ্টি হয়।

স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা ও সেবা প্রাপ্তির সুযোগঃ

- সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা (বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা চাহিদাগুলো ছাড়া) নারী ও পুরুষের সমান হলেও অনেক পরিবারে পারিবারিক সামাজিক বৈষম্য, রীতি, নীতি, চর্চা, কুসংস্কার ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার ভিন্নতার কারনে নারীর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগ পুরুষের তুলনায় কম।
- অনেক পরিবারে পুরুষের তুলনায় নারীর চলাচলের গন্ডি ও স্বাধীনতা সীমীত এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও সামাজিক নিরাপত্ত না থাকার কারনে নারীরা স্বাধীনভাবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিজ উদ্যোগে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যেতে পারেন না।
- সমাজ কর্তৃক অর্পিত পারিবারিক কাজের চাপে অনেক সময় নারীরা নিজেরাও একদিকে যেমন ছোট-খাট স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো বিশেষ বিবেচনায় নেন না অন্যদিকে পরিবারের সদস্যরাও সেগুলো খুব বেশি গুরুত্ব দেননা ফলে সেগুলো একসময় বড় ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়।
- অনেক হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে নারীর বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে বিশেষজ্ঞ নারী চিকিৎসক, প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ও আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি এবং কারিগরি দক্ষতার অভাব রয়েছে।
- এখনও চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত অনেক নারী ও পুরুষ উভয় ধরণের চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে নারী-পুরুষ রোগীভেদে আচরণ ও মনোযোগের তারতম্য লক্ষ্য করা যায় যা জেন্ডার সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবার পরিপন্থি।
- তবে স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়িতে যেয়ে নারীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা/ পরামর্শ প্রদান এবং কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাগুলো নারীর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির পথ অনেক সহজ করে দিয়েছে যদিও কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো আরো ফলপ্রসুভাবে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

অধিবেশনঃ ছয় (তিন)

শিরোনাম: স্বাস্থ্য ও জেন্ডার

উদ্দেশ্য:

অংশগ্রহণকারীগণ:

- প্রজননস্বাস্থ্য, মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতগুলো বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আলোচ্য বিষয়:

- প্রজননস্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ।
- মাতৃস্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ।
- শিশুস্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ।

সময়: ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি: খোলামেলা আলোচনা ও উপস্থাপনা।

উপকরণ: পোষ্টার পেপার, বোর্ড, মার্কার, স্লাইড।

প্রক্রিয়া:

১. প্রজননস্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ (সময় ১৫ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে নারীর প্রজননস্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ সম্পর্কে জানতে চান এবং তাদের মতামতগুলো মনোযোগ সহকারে শুনুন।
- তাদের মতামত শোনা শেষ হলে অধিবেশন-৬.৩, স্লাইড-১ উপস্থাপন করুন এবং প্রতিটি বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করুন। সঠিক শিক্ষণ নিশ্চিত হয়েছে বলে মনে হলে পরের আলোচনায় প্রবেশ করুন।

২. মাতৃস্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ (সময় ১৫ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে নারীর মাতৃস্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ সম্পর্কে জানতে চান এবং তাদের মতামতগুলো মনোযোগ সহকারে শুনুন।
- তাদের মতামত শোনা শেষ হলে অধিবেশন-৬.৩, স্লাইড-২ উপস্থাপন করুন এবং প্রতিটি বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করুন। সঠিক শিক্ষণ নিশ্চিত হয়েছে বলে মনে হলে পরের আলোচনায় প্রবেশ করুন।

৩. শিশুস্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ (সময় ১৫ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে শিশুস্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ সম্পর্কে জানতে চান এবং তাদের মতামতগুলো মনোযোগ সহকারে শুনুন।
- তাদের মতামত শোনা শেষ হলে অধিবেশন-৬.৩, স্লাইড-৩ উপস্থাপন করুন এবং প্রতিটি বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করুন। সঠিক শিক্ষণ নিশ্চিত হয়েছে বলে মনে হলে ধন্যবাদ দিয়ে এই অধিবেশনের ইতি টানুন।

প্রজননস্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ

- প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নারীদেরই বেশী কেননা নিরাপদ শরীরিক সম্পর্ক ও এর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাদের ।
- নিরাপদ শারীরিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ নারীর হাতে থাকে না কারণ অনেক ক্ষেত্রে পুরুষেরা জন্মনিয়ন্ত্রণে কনডম ব্যবহার করতে রাজী থাকে না। অন্যদিকে নারীর উপর প্রয়োগ করা যায় এমন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সবগুলো কিন্তু পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ামুক্ত নয়। ফলে সেগুলো অনেক সময় নারীর শারীরিক সুস্থতা ও উর্বরতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না।
- প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগে আক্রান্ত হলে অনেক নারী সমাজ বা পরিবারের কটাক্ষের ভয়ে মুখ খোলে না। ফলে সে আরও বড় ধরনের শারীরিক সমস্যায় পরে। অন্যদিকে নারীর এই ধরনের অসুস্থতায় চিকিৎসা সিদ্ধান্ত ও খরচের জন্য পুরুষের উপর নির্ভর করে করতে হয়।
- নারীরাই ধর্ষণ ও অপহরণের শিকার হন যা তাদের শরীরে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, যৌনরোগ ও এইচআইভি/ এইডস এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দেয়।
- এই ধরনের রোগ নারীর ও পুরুষ উভয়েরই পারিবারিক ও উৎপাদনমূলক কর্মক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- এ অবস্থায় গর্ভধারণ নারীর জীবনকে আরো ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে। আবার অনেক সময় জরায়ু কেটে ফেলার কারণে নারীর সন্তান ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে যায়।
- যৌনকর্মী হিসেবে যেহেতু নারীরাই কাজ করে থাকে তাই তাদের প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। অন্যদিকে যেসমস্ত পুরুষেরা যৌনসেবা গ্রহণে নারী যৌনকর্মীদের কাছে যায় তারাও কিন্তু এই ধরণের ঝুঁকির বাইরে নন।
- এই ধরনের রোগ কখনও কখনও বহুবিবাহ, বিবাহিত নারীর তালাকের বা নির্যাতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মাতৃস্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ

- অনেক ক্ষেত্রে নারী তার বয়স, মন ও শরীর সন্তান জন্মদানের জন্য প্রস্তুত কি-না তা বিবেচনায় না নিয়েই শুধুমাত্র পুরুষের নিজের ইচ্ছায় বা শশুর শাশুরীর ইচ্ছায় সন্তান গর্ভধারণে বাধ্য হয়।
- আমাদের সমাজে এমন অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে যা নারীকে তার গর্ভধারণ ও প্রসুতিকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা হতে বঞ্চিত করে। ফলে নারী ও শিশুর মধ্যে পুষ্টিহীনতা বিরাজ করে। যেমন : অনেক সমাজে পরিবারগুলো মনে করে যে গর্ভাবস্থায় নারী অতিরিক্ত খাবার খেলে গর্ভের সন্তান বেশি বড় হয়ে যাবে যা প্রসবকালিন সময়ে জটিলতা সৃষ্টি করবে।
- অনেক পরিবার গর্ভকালীন সময়েও নারীকে তার দৈনন্দিন বাড়ির কাজের সাথে ভারি কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য করে যার কারণে সে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেবার সুযোগ পায় না ফলে গর্ভকালীন বা প্রসবকালীন সময়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়।
- অনেক পরিবার মেয়ে সন্তান গর্ভে রয়েছে এমনটি জানার পরে গর্ভকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় সেবা বিষয়ে খুব বেশী দায়িত্বশীল থাকেন না ফলে সেই পরিবারের নারী গর্ভকালীন স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে থাকেন।
- অনেক নারী গর্ভকালীন সময়ে নির্যাতনের শিকার হবার কারণে গর্ভকালীন স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়েন।
- অনেক পরিবার গর্ভে মেয়ে সন্তান জানার পরে গর্ভপাতে বাধ্য করে যা তার মানষিক ও শারিরিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে।
- অনেক নারীকে পর পর মেয়ে সন্তান জন্ম দেবার কারণে নানা ধরণের পারিবারিক নির্যাতন সহ্য করতে হয় এমনকি কখনও কখনও পুরুষের বহুবিবাহ বা নারীর জীবনে তালাকের মত ঘটনাও ঘটে।

নবজাতক/শিশুস্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ

- শিশুর সাধারণ রোগ ব্যাধি নারীর প্রতিদিনের কাজের চাপ আরো বাড়িয়ে দেয়। ফলে উৎপাদনমূলক কাজে ব্যয় করার মত সময় কমে যায়। অন্যদিকে নিজের স্বাস্থ্য পরিচর্যায় মনোযোগ কমে যায়।
- শিশুর সাধারণ রোগ ব্যাধি প্রতিরোধের সাথে যে কাজগুলো জড়িয়ে আছে তা নারীকে তার পরিবারে একাই সম্পাদন করতে হয়।
- শিশুর সাধারণ রোগ ব্যাধির কারণ ও প্রতিকার এবং প্রতিরোধ বিষয়ে নারীরা স্বাস্থ্য কর্মীর নিকট হতে কিছু তথ্য ও পরামর্শ পায়। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য কর্মীর নিকট হতে পুরুষের তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ তুলনামূলক কম।
- শিশুর অসুস্থতা নারী ও পুরুষ উভয়কেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
- আনেক সময় নবজাতক বা শিশুমৃত্যু নারীর তালাকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সহায়কের নোট

প্রজননস্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ :

- প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নারীদেরই বেশী কেননা নিরাপদ শরীরিক সম্পর্ক ও এর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাদের তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ পুরুষের তুলনায় কম।
- নিরাপদ শারীরিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ নারীর হাতে থাকে না কারণ অনেক ক্ষেত্রে পুরুষেরা জন্মনিয়ন্ত্রণে কনডম ব্যবহার করতে রাজী থাকে না। অন্যদিকে নারীর উপর প্রয়োগ করা যায় এমন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সবগুলো কিন্তু পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ামুক্ত নয়। ফলে সেগুলো অনেক সময় নারীর শারীরিক সুস্থতা ও উর্বরতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না।
- প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগে আক্রান্ত হলে অনেক নারী সমাজ বা পরিবারের কটাক্ষের ভয়ে মুখ খোলে না। ফলে সে আরও বড় ধরনের শারীরিক সমস্যায় পরে। অন্যদিকে তার এই ধরনের অসুস্থতায় চিকিৎসা সিদ্ধান্ত ও খরচের জন্য পুরুষের উপর নির্ভর করে করতে হয়।
- নারীরাই ধর্ষণ ও অপহরণের শিকার হন যা তাদের শরীরে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, যৌনরোগ ও এইচআইভি/ এইডস এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দেয়।
- এই ধরনের রোগ নারীর ও পুরুষ উভয়েরই পারিবারিক ও উৎপাদনমূলক কর্মক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- এ অবস্থায় গর্ভধারণ নারীর জীবনকে আরো ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে। আবার অনেক সময় জরায়ু কেটে ফেলার কারণে নারীর সন্তান ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে যায়।
- যৌনকর্মী হিসেবে যেহেতু নারীরাই কাজ করে থাকে তাই তাদের প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। অন্যদিকে যেসমস্ত পুরুষেরা যৌনসেবা গ্রহণে যৌন কর্মীদের কাছে যায় তারাও কিন্তু এই ধরণের ঝঁকির বাইরে নন।
- এই ধরনের রোগ কখনও কখনও সেই পরিবারে পুরুষের বহুবিবাহ অথবা বিবাহীত নারীর তালাকের বা নির্যাতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যা মোটেও কাম্য নয়।

মাতৃস্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ:

- অনেক ক্ষেত্রে নারী তার বয়স, মন ও শরীর সন্তান জন্মদানের জন্য প্রস্তুত কি-না তা বিবেচনায় না নিয়েই শুধুমাত্র পুরুষের নিজের ইচ্ছায় বা শশুর-শাশুরীর ইচ্ছায় সন্তান গর্ভধারণে বাধ্য হয়।
- আমাদের সমাজে এমন অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে যা নারীকে তার গর্ভধারণ ও প্রসুতিকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা হতে বঞ্চিত করে। ফলে নারী ও শিশুর মধ্যে পুষ্টিহীনতা বিরাজ করে। যেমন : অনেক সমাজে পরিবারগুলো মনে করে যে গর্ভাবস্থায় নারী অতিরিক্ত খাবার খেলে গর্ভের সন্তান বেশী বড় হয়ে যাবে যা প্রসবকালীন সময়ে জটিলতা সৃষ্টি করবে।
- অনেক পরিবার গর্ভকালীন সময়েও নারীকে তার দৈনন্দিন বাড়ির কাজের সাথে ভারি কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য করে যার কারণে সে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেবার সুযোগ পায় না ফলে গর্ভকালীন বা প্রসবকালীন সময়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

- অনেক পরিবার মেয়ে সন্তান গর্ভে রয়েছে এমনটি জানার পরে গর্ভকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় সেবা বিষয়ে খুব বেশী দায়িত্বশীল থাকেন না ফলে সেই পরিবারের নারী গর্ভকালীন স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে থাকেন।
- অনেক নারী গর্ভকালীন সময়ে নির্যাতনের শিকার হবার কারণে গর্ভকালীন স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়েন।
- অনেক পরিবার গর্ভে মেয়ে সন্তান জানার পরে গর্ভপাতে বাধ্য করে যা তার মানষিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে।
- অনেক নারীকে পর পর মেয়ে সন্তান জন্ম দেবার কারণে নানা ধরণের পারিবারিক নির্যাতন সহ্য করতে হয় এমনকি কখনও কখনও কোন কোন নারীর জীবনে এর জন্য তালাকের মত ঘটনাও ঘটে। আবার কখনও কখনও এটিকে কারণ হিসেবে দাঁড় করিয়ে কোন কোন পুরুষ অন্য নারীকে বিবাহ করে যা কোন মতেই কাম্য নয়।

নবজাতক/ শিশুস্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ :

- শিশুর সাধারণ রোগ ব্যাধি নারীর প্রতিদিনের কাজের চাপ আরো বাড়িয়ে দেয়। ফলে উৎপাদনমূলক কাজে ব্যয় করার মত সময় কমে যায়। অন্যদিকে নিজের স্বাস্থ্য পরিচর্যায় মনোযোগ কমে যায়।
- শিশুর সাধারণ রোগ ব্যাধি প্রতিরোধের সাথে যে কাজগুলো জড়িয়ে আছে তা নারীকে তার পরিবারে একাই সম্পাদন করতে হয়।
- শিশুর সাধারণ রোগ ব্যাধির কারণ ও প্রতিকার এবং প্রতিরোধ বিষয়ে নারীরা স্বাস্থ্য কর্মীর নিকট হতে কিছু তথ্য ও পরামর্শ পায়। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য কর্মীর নিকট হতে পুরুষের তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ তুলনামূলক কম।
- শিশুর অসুস্থতা নারী ও পুরুষ উভয়কেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে এবং তাদের মানষিক স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
- আনেক সময় নবজাতক বা শিশুমৃত্যু নারী নির্যাতন, বহুবিবাহ বা তালাকের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

অধিবেশনঃ সাত

শিরোনাম: স্বাস্থ্য ও জেন্ডার

উদ্দেশ্য:

অংশগ্রহণকারীগণ:

- পারিবারিকস্বাস্থ্য, বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য ও এইচআইভি/এইডসের সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতগুলো বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আলোচ্য বিষয়:

- পারিবারিকস্বাস্থ্য ও পুষ্টি ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ।
- বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ।
- এইচআইভি/এইডস ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ।

সময়: ৭৫ মিনিট

পদ্ধতি: খোলামেলা আলোচনা ও উপস্থাপনা।

উপকরণ: স্লাইড, বোর্ড, মার্কার

প্রক্রিয়া:

১. পারিবারিকস্বাস্থ্য ও পুষ্টি ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ (সময় ২৫ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে পারিবারিকস্বাস্থ্য ও পুষ্টি ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ সম্পর্কে জানতে চান এবং তাদের মতামতগুলো মনোযোগ সহকারে শুনুন।
- তাদের মতামত শোনা শেষ হলে অধিবেশন-৭, স্লাইড-১ উপস্থাপন করুন এবং প্রতিটি বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করুন। সঠিক শিক্ষণ নিশ্চিত হয়েছে বলে মনে হলে পরের আলোচনায় প্রবেশ করুন।

২. বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ (সময় ৩০ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ সম্পর্কে জানতে চান এবং তাদের মতামতগুলো মনোযোগ সহকারে শুনুন।
- তাদের মতামত শোনা শেষ হলে অধিবেশন-৭, স্লাইড-২ উপস্থাপন করুন এবং প্রতিটি বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করুন। সঠিক শিক্ষণ নিশ্চিত হয়েছে বলে মনে হলে পরের আলোচনায় প্রবেশ করুন।

৩. এইচআইভি/এইডস ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ (সময় ২০ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে এইচআইভি/এইডস ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ সম্পর্কে জানতে চান এবং তাদের মতামতগুলো মনোযোগ সহকারে শুনুন।
- তাদের মতামত শোনা শেষ হলে অধিবেশন-৭, স্লাইড-৩ উপস্থাপন করুন এবং প্রতিটি বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করুন। সঠিক শিক্ষণ নিশ্চিত হয়েছে বলে মনে হলে ধন্যবাদ দিয়ে এই অধিবেশনের ইতি টানুন।

পারিবারিকস্বাস্থ্য ও পুষ্টি ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ

- পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের অভাবে যে সমস্ত রোগ-বালাই হয় তা নারীর প্রতিদিনের কাজের চাপ আরো বাড়িয়ে দেয়।
- স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের মধ্যে একমাত্র পরিশ্রম ছাড়া বিশ্রাম, ঘুম, স্বাস্থ্য সম্মত খাবার, ও বিনোদন ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই নারী সুযোগ কম। প্রচন্ড সাংসারিক কাজের চাপ তার বিশ্রাম, ঘুম ও বিনোদনের সুযোগ কমিয়ে দেয় এবং সংসারের সবার খাবার দেবার পরে যা অবশিষ্ট থাকে তাই খায়। ফলে নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়টি হুমকির মুখে থাকে।
- সঠিক পুষ্টির অভাবে পুরুষেরও উৎপাদনশীল কাজ করার ক্ষমতা কমে যায় এবং রোগ-বালাই বেশি হয় ফলে তার অসুস্থতা সেই সংসারটির আয়-রোজগার ও প্রতিদিনের খাবারের সংস্থানের উপর নেতীবাচক প্রভাব বিস্তার করে।
- পুষ্টিহীন পুরুষ খিটখিটে মেজাজের হয় ফলে অনেক সময় সংসারে দাম্পত্য কলহ দেখা দেয়।

বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ

- এই বয়সের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন কিশোর ও কিশোরীর মনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের জন্ম দেয় কিন্তু সেই সময়ে কিশোরীরা মা ছাড়া এমন কোন নির্ভরযোগ্য উৎস পায় না যেখান থেকে সে তথ্য পেতে পারে। আবার এক্ষেত্রে কিশোররা পরিবারের কারো কাছ থেকে তথ্য পায়না ফলে বন্ধুদের উপর নির্ভর করে। এই সমস্ত উৎস কিন্তু র্নিভুল নয় ফলে তারা আধুনিক তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়।
- এ বয়সে কিশোরীরা আবেগপ্রবণ থাকে ফলে অন্যেরা তার সে দূর্বলতার সুযোগ নিতে চায়। এ বয়সে কেউ কেউ ধর্ষণসহ নানা ধরণের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। ফলে তার মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
- এ বয়সে তার শারীরিক পরিবর্তন অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় ফলে তার প্রতি অন্যেরা আকর্ষণ বোধ করে এবং তাকে উত্ত্যাক্ত করে। এটিও তার মানষিক স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।
- এ বয়স হতেই সমাজ ও সংসার কিশোরীদের পুরোপুরিভাবে নারী হতে শেখায়। সংসারের নানা প্রকার কাজ কর্মের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়। অধিক কর্মদায়িত্ব তার পুষ্টি চাহিদা বাড়িয়ে দেয়।
- তার সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পায় এবং তার চলাফেরা, অচরণ, স্কুলে যাওয়া ইত্যাদির উপর পাকা-পোক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এটি অনেক সময় তার মানসিক স্বাস্থ্যহানির কারন হয়ে দাঁড়াতে পারে।
- এ বয়েসে কিশোরী ও কিশোর উভয়ই খিটমিটে মেজাজের হয়। তাদের মধ্যে বিষন্নতা কাজ করে। তাই তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি পরিবারের সদস্যদের বিশেষ যন্নবান থাকা উচিত। চিকিৎসা সেবা কেন্দ্রগুলোতে কর্মরত চিকিৎসকগণের উচিত তাদের সমস্যাগুলো ভাল করে জানা এবং যত্নসহকারে প্রয়োজনীয় শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা প্রদান করা।

এইচআইভি/এইডস ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ

- যৌনকর্মী হিসেবে যেহেতু নারীরাই কাজ করে থাকে তাই তাদের এইচআইভি/ এইডস এ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। অন্যদিকে যেসমস্ত পুরুষেরা যৌনসেবা গ্রহণে নারী যৌন কর্মীদের কাছে যায় তারাও কিন্তু এই ধরণের ঝঁকির বাইরে নন। আবার সমকামীতার মাধ্যমেও এই রোগের সংক্রমণ হতে পারে।
- নিরাপদ শারীরিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ নারীর হাতে থাকে না কারন অনেক ক্ষেত্রে পুরুষেরা কনডম ব্যবহার করতে রাজী থাকে না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েই এইচআইভি/ এইডস ঝুঁকির মধ্যে থাকে।
- এইচআইভি/ এইডস সম্পর্কিত বিষয়ে পুরুষের তুলনায় নারীর তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ তুলনামুলক কম।
- কোন পরিবারে এই রোগী দেখা গেলে সেই পরিবারের নারীরাই তার সব ধরনের সেবার দায়িত্বভার পায় ফলে তার কাজের চাপ আরও বেড়ে যায়।
- সূঁচ দ্বারা ব্যবহার করা হয় এমন মাদকদ্রব্য সেবনকারী যেহেতু পুরুষেরাই বেশী তাই সূঁচ দ্বারা মাদকদ্রব্য গ্রহণকালে এই রোগের সংক্রমণ সম্ভাবনা পুরুষেরই বেশী।
- এইচআইভি/ এইডস আক্রান্ত নারীর জীবনে সামাজিক ও পারিবারিক অবজ্ঞা, অবহেলা ও তাকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী।

সহায়কের নোট

পারিবারিকস্বাস্থ্য ও পুষ্টি ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ

- পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের অভাবে যে সমস্ত রোগ-বালাই হয় তা নারীর প্রতিদিনের কাজের চাপ আরো বাড়িয়ে দেয়।
- স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের মধ্যে একমাত্র পরিশ্রম ছাড়া বিশ্রাম, ঘুম, স্বাস্থ্য সম্মত খাবার, ও বিনোদন ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই নারী সুযোগ কম। প্রচন্ড সাংসারিক কাজের চাপ তার বিশ্রাম, ঘুম ও বিনোদনের সুযোগ কমিয়ে দেয় এবং সংসারের সবার খাবার দেবার পরে যা অবশিষ্ট থাকে তাই খায়। ফলে নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়টি হুমকির মুখে থাকে।
- সঠিক পুষ্টির অভাবে পুরুষেরও উৎপাদনশীল কাজ করার ক্ষমতা কমে যায় এবং রোগ-বালাই বেশী হয় ফলে তার অসুস্থতা সেই সংসারটির আয়-রোজগার ও প্রতিদিনের খাবারের সংস্থানের উপর ঋনাত্বক প্রভাব বিস্তার করে।
- পুষ্টিহীন পুরুষ খিটখিটে মেজাজের হয় ফলে অনেক সময় সংসারে দাম্পত্য কলহ দেখা দেয়।

বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ

- এই বয়সের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন কিশোর ও কিশোরীর মনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের জন্ম দেয় কিন্তু সেই সময়ে কিশোরীরা মা ছাড়া এমন কোন নির্ভরযোগ্য উৎস পায়না যেখান থেকে সে তথ্য পেতে পারে। আবার এক্ষেত্রে কিশোররা পরিবারের কারো কাছ থেকে তথ্য পায়না ফলে বন্ধুদের উপর নির্ভর করে। এই সমস্ত উৎস কিন্তু নির্ভুল নয় ফলে তারা আধুনিক তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়।
- এ বয়সে কিশোরীরা আবেগপ্রবণ থাকে ফলে অন্যেরা তার সে দূর্বলতার সুযোগ নিতে চায়। এ বয়সে কেউ কেউ ধর্ষণসহ নানা ধরণের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। ফলে তার মানষিক স্বাস্থ্যেহানি ঘটে।
- এ বয়সে তার শারীরিক পরিবর্তন অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় ফলে তার প্রতি অন্যেরা আকর্ষণ বোধ করে এবং তাকে উত্ত্যাক্ত করে। এটিও তার মানসিক স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।
- এ বয়স হতেই সমাজ ও সংসার কিশোরীদের পুরোপুরিভাবে নারী হতে শেখায়। সংসারের নানা প্রকার কাজ কর্মের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়। অধিক কর্মদায়িত্ব তার পুষ্টি চাহিদা বাড়িয়ে দেয়।
- তার সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পায় এবং তার চলাফেরা, অচরণ, স্কুলে যাওয়া ইত্যাদির উপর পাকা-পোক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এটি অনেক সময় তার মানষিক স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।
- এ বয়েসে কিশোরী ও কিশোর উভয়ই খিটমিটে মেজাজের হয়। তাদের মধ্যে বিষন্নতা কাজ করে। তাই তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি পরিবারের সদস্যদের বিশেষ যত্নবান থাকা উচিত। চিকিৎসা সেবা কেন্দ্রগুলোতে কর্মরত চিকিৎসকগণের উচিত তাদের সমস্যগুলো ভাল করে জানা এবং যত্নসহকারে প্রয়োজনীয় শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা প্রদান করা।

এইচআইভি/এইডস ও তার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার প্রেক্ষিতসমূহ

- যৌনকর্মী হিসেবে যেহেতু নারীরাই কাজ করে থাকে তাই তাদের এইচআইভি/ এইডস এ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। অন্যদিকে যেসমস্ত পুরুষেরা যৌনসেবা গ্রহণে নারী যৌন কর্মীদের কাছে যায় তারাও কিন্তু এই ধরণের ঝঁকির বাইরে নন। আবার সমকামীতার মাধ্যমেও এই রোগের সংক্রমণ হতে পারে।
- নিরাপদ শারীরিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ নারীর হাতে থাকে না কারণ অনেক ক্ষেত্রে পুরুষেরা জন্মনিয়ন্ত্রণে কনডম ব্যবহার করতে রাজী থাকে না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েই এইচআইভি/ এইডস ঝুঁকির মধ্যে থাকে।
- এইচআইভি/ এইডস সম্পর্কিত বিষয়ে পুরুষের তুলনায় নারীর তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ তুলনামুলক কম।
- কোন পরিবারে এই রোগী দেখা গেলে সেই পরিবারের নারীরাই তার সব ধরনের সেবার দায়িত্বভার পায় ফলে তার কাজের চাপ আরও বেড়ে যায়।
- সূঁচ দ্বারা ব্যবহার করা হয় এমন মাদকদ্রব্য সেবনকারী যেহেতু পুরুষেরাই বেশী তাই সূঁচ দ্বারা মাদকদ্রব্য গ্রহণকালে এই রোগের সংক্রমণ সম্ভাবনা পুরুষেরই বেশী।
- এইচআইভি/ এইডস আক্রান্ত নারীর জীবনে সামাজিক ও পারিবারিক অবজ্ঞা, অবহেলা ও তাকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী।

অধিবেশনঃ আট

শিরোনাম: স্বাস্থ্য ও জেন্ডার

উদ্দেশ্য:

অংশগ্রহণকারীগণ:

- জেন্ডার সংবেদনশীল চিকিৎসা কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আলোচ্য বিষয়:

- জেন্ডার সংবেদনশীল চিকিৎসা কেন্দ্র

সময়: ৬০ মিনিট

পদ্ধতি: ছোট দলে কাজ, খোলামেলা আলোচনা ও উপস্থাপনা।

উপকরণ: পোষ্টার পেপার, আর্টলাইনার, মার্কার ও স্লাইড।

প্রক্রিয়া:

১. জেন্ডার সংবেদনশীল চিকিৎসা কেন্দ্র (সময় ৬০ মিনিট)

- এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের বলুন, প্রায়ই এমনটি শোনা যায় যে একটি হাসপাতাল বা ক্লিনিককে জেন্ডার সংবেদনশীল সেবাদানকারী প্রতিষ্টানে পরিণত করতে হলে কি কি করতে হবে। এখন আমরা ছোট দলে ভাগ হয়ে আমাদের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোকে কিভাবে জেন্ডার সংবেদনশীল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায় তা নির্ণয় করবো। প্রয়োজনে দলীয় কাজের বিষয়টি বোর্ডে লিখে দিন।
- উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের চারটি ছোট দলে ভাগ করুন। দলগুলোকে প্রয়োজনীয় পোষ্টার পেপার ও মর্কার সরবরাহ করুন। দলগত কাজের জন্য নির্ধারিত জায়গা দেখিয়ে দিন এবং দলীয় কাজের জন্য ২০ মিনিট সময় বরাদ্দ করুন।
- দলীয় কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে দেখুন যে তার সঠিকভাবে কাজটি করতে পারছে কি-না। প্রয়োজনে দলের গতিশীলতা আনয়নে এবং কাজটি সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে সহায়তা করুন তবে নিজে কোন উত্তর বা পয়েন্ট বলে দিবেন না।
- দলীয় কাজ শেষ হলে সেগুলো উপস্থাপন করান।
- এ পর্যায়ে অধিবেশন-৮, স্লাইড-১ উপস্থাপন করুন এবং প্রতিটি বিষয়ে সহায়কের নোটে দেয়া তথ্য মাথায় নিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করুন। সঠিক শিক্ষণ নিশ্চিত হয়েছে বলে মনে হলে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করুন।

জেন্ডার সংবেদনশীল হাসপাতাল ও ক্লিনিক

- চিকিৎসা কেন্দ্রের চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নারী ও পুরুষ রোগী ও তাদের সাথে যারা হাসপাতালে এসেছেন সকলের সাথে জেন্ডার সংবেদনশীল আচরণ করতে হবে।
- নারী রোগীর চিকিৎসায় একটি আলাদা ইউনিট (নারী রোগী চিকিৎসা ইউনিট) যা নারী চিকিৎসক ও নারী কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত তার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।
- চিকিৎসা কেন্দ্রের চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যাতে জেন্ডার সংবেদনশীল চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে পারেন এই জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করতে হবে।
- চিকিৎসা কেন্দ্রে নারী রোগীর বিশেষ রোগের চিকিৎসায় প্রয়োজনমত নারী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকতে হবে।
- নারী রোগীর বিভিন্ন ধরণের বায়োলজিক্যাল পরীক্ষা নারী চিকিৎসক বা নারী চিকিৎসক না থাকলে নার্সের সহায়তায় সম্পন্ন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- চিকিৎসা কেন্দ্রে আউটডোর নারী-পুরুষ রোগীর জন্য আলাদা আলাদা অপেক্ষা স্থান, টয়লেট, সেবাগ্রহণ লাইন ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- অনেক নারী রোগী বা তার সাথে আসা নারী মায়ের দুধ পান করছে এমন শিশুসহ চিকিৎসা কেন্দ্রে আসেন। তারা যেন তাদের শিশুকে মায়ের দুধ পান করাতে পারেন তার জন্য একটি ঘেরা কক্ষের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- চিকিৎসা কেন্দ্রে নারী-পুরুষ রোগীর জন্য কি কি সাধারণ ও বিশেষায়িত সেবার সুযোগ রয়েছে এবং সেগুলোর জন্য কি কি খরচ লাগবে তার তালিকা তথ্যবোর্ডে প্রকাশ করতে হবে যাতে করে সেগুলো সবার দৃষ্টিগোচর হয়।
- আধুনিক গর্ভকালীন সেবা ও প্রসুতিসেবার জন্য প্রয়োজন এমন সবকিছুর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার নারীর জন্য বিশেষ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই লক্ষ্যে চিকিৎসা কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ নারী চিকিৎসক ও নারী কাউন্সেলর থাকতে হবে এবং ওসিসি, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ও স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাদের (বিশেষ করে নারী পুলিশ) সাথে একযোগে এ বিষয়ে কাজ করার মত সম্পর্ক/ যোগাযোগ থাকতে হবে।
- তুলনামূলকভাবে নারী রোগীরা খুব সহজেই দালালদের খপ্পড়ে পড়েন। চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো দালাল মুক্ত রাখতে হবে এবং নারী রোগীদের দালালদের ব্যাপারে সাবধান করতে হবে।
- চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে জেন্ডার সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক অভিযোগ/পরামর্শ বক্স রাখতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর সেগুলো রিভিউ করতে হবে।
- সর্বপোরি নীতি নির্ধারক পার্যয়ে চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোর জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক নির্দেশিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং তার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করতে হবে।

সহায়কের নোট

জেন্ডার সংবেদনশীল হাসপাতাল ও ক্লিনিক:

প্রায়ই এমনটি শোনা যায় যে একটি হাসপাতাল বা ক্লিনিককে জেন্ডার সংবেদনশীল সেবাদানকারী প্রতিষ্টানে পরিণত করতে হলে কি কি করতে হবে। একটি হাসপাতাল বা ক্লিনিককে জেন্ডার সংবেদনশীল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে নিম্নের পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে।

- চিকিৎসা কেন্দ্রের চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নারী ও পুরুষ রোগী ও তাদের সাথে যারা হাসপাতালে এসেছেন সকলের সাথে জেন্ডার সংবেদনশীল আচরণ করতে হবে।
- নারী রোগীর চিকিৎসায় একটি আলাদা ইউনিট (নারী রোগী চিকিৎসা ইউনিট) যা নারী চিকিৎসক ও নারী কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হয় এমন ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।
- চিকিৎসা কেন্দ্রের চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যাতে জেন্ডার সংবেদনশীল চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে পারেন এই জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করতে হবে।
- চিকিৎসা কেন্দ্রে নারী রোগীর বিশেষ রোগের চিকিৎসায় প্রয়োজনমত নারী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকতে হবে।
- নারী রোগীর বিভিন্ন ধরণের বায়োলজিক্যাল পরীক্ষা নারী চিকিৎসক বা নারী চিকিৎসক না থাকলে নার্সের সহায়তায় সম্পন্ন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- চিকিৎসা কেন্দ্রে আউটডোর নারী-পুরুষ রোগীর জন্য আলাদা আলাদা অপেক্ষা স্থান, টয়লেট, সেবা গ্রহণ লাইন ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- অনেক নারী রোগী বা তার সাথে আসা নারী মা'য়ের দুধ পান করছে এমন শিশুসহ চিকিৎসা কেন্দ্রে আসেন। তারা যেন তাদের শিশুকে মা'য়ের দুধ পান করাতে পারেন তার জন্য একটি ঘেরা কক্ষের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- চিকিৎসা কেন্দ্রে নারী-পুরুষ রোগীর জন্য কি কি সাধারণ ও বিশেষায়িত সেবার সুযোগ রয়েছে এবং সেগুলোর জন্য কি কি খরচ লাগবে তার তালিকা তথ্যবোর্ডে প্রকাশ করতে হবে যাতে করে সেগুলো সবার দৃষ্টিগোচর হয়।
- আধুনিক গর্ভকালীন সেবা ও প্রসুতিসেবার জন্য প্রয়োজন এমন সবকিছুর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার নারীর জন্য বিশেষ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই লক্ষ্যে চিকিৎসা কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ নারী চিকিৎসক ও নারী কাউন্সেলর থাকতে হবে এবং ওসিসি, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ও স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাদের (বিশেষ করে নারী পুলিশ) সাথে একযোগে এ বিষয়ে কাজ করার মত সম্পর্ক/ যোগাযোগ থাকতে হবে।
- তুলনামূলকভাবে নারী রোগীরা খুব সহজেই দালালদের খপ্পরে পড়েন। চিকিৎসা কেন্দ্রেগুলো দালাল মুক্ত রাখতে হবে এবং নারী রোগীদের দালালদের ব্যাপারে সাবধান করতে হবে।
- চিকিৎসা কেন্দ্রেগুলোতে জেন্ডার সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক অভিযোগ/পরামর্শ বক্স রাখতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর সেগুলো রিভিউ করতে হবে।
- সর্বপোরি নীতি নির্ধারক পার্যয়ে চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোর জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক নির্দেশিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং তার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করতে হবে।

অধিবেশনঃ নয়

শিরোনাম: ফিরে দেখা

উদ্দেশ্য:

অংশগ্রহণকারীগণ:

- আগের দিনের আলোচিত বিষয়গুলোর পূণ:স্মরণ করবেন।
- আগের দিনের আলোচিত বিষয়গুলো বুঝতে কোথাও কোন সমস্যা থাকলে সেই বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাবেন।

আলোচ্য বিষয়:

- আগের দিনের আলোচিত বিষয়গুলোর পূণ:স্মরণ

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: খোলামেলা আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর।

উপকরণ: পোষ্টার পেপার, মার্কার, বোর্ড, ভিপ কার্ড।

প্রক্রিয়া:

১. আগের দিনের আলোচিত বিষয়গুলোর পূণ:স্মরণ (সময় ৯০ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেক্যের কাছে একটি করে ভিপ কার্ড দিন এবং অংশগ্রহণকারী হিসেবে গত দিনের আলোচনায় সবচেয়ে ভাল বুঝেছেন এমন একটি বিষয় এবং বুঝতে সবচেয়ে বেশী সমস্যা হয়েছে এমন একটি বিষয় লিখতে বলবেন।
- তাদের লেখা হয়ে গেলে ডান দিক থেকে আলোচনা শুরু করুন। প্রথমে অংগ্রহণকারীদেরকে তিনি গত দিনের আলোচনায় সবচেয়ে যে বিষয়টি ভাল বুঝেছেন তা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিতে বলুন। এরপর গত দিনের আলোচনায় যে বিষয়টি বুঝতে তার সবচেয়ে বেশী সমস্যা হয়েছে সে বিষয়টি বলতে বলুন।
- এবারে সকল অংশগ্রহণকারীর উদ্দ্যেশে বলুন সেই বিষয়টি সবচেয়ে ভাল বুঝেছেন বলে কে তার ভিপকার্ডে লিখেছেন। যিনি সবচেয়ে ভাল বুঝেছেন বলে ভিপকার্ডে লিখেছেন তাকে সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিতে অনুরোধ করুন। তবে যদি কেউ বিষয়টি না লিখে থাকে সেক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে নিজে বিষয়টি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
- এভাবে সকল অংশগ্রহণকারীর আলোচনা শেষ হলে ধন্যবাদ দিয়ে এই অধিবেশনের ইতি টানুন।

সেশন নং: দশ (এক)

শিরোনাম: নারী নির্যাতন, কারণ ও প্রতিকারে সামাজিকভাবে করণীয়

উদ্দেশ্য:

প্রশিক্ষণার্থীগণ

১. নারী নির্যাতনের কারণ চিহ্নিত করতে পারবেন।
২. নারী নির্যাতনের কারণ নির্ণয় করতে পারবেন।
৩. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিক পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

আলোচ্য বিষয়:

- নারী নির্যাতন ও পারিবারিক সহিংসতার সংজ্ঞা।
- নারী নির্যাতন সম্পর্কিত কিছু তথ্য।
- নারী নির্যাতনের কারণ।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিকভাবে করণীয়।

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: খোলামেলা আলোচনা, মুক্ত চিন্তার ঝড় ও উপস্থাপনা।

উপকরণ: ভিপকার্ড; আর্টলাইনার, স্লাইড

প্রক্রিয়া:

১. নারী নির্যাতন ও পারিবারিক সহিংসতার সংজ্ঞা (সময় ২০ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে নারী নির্যাতন বলতে কি বোঝায় এ বিষয়ে তাদের ধারনা জানতে চান। তাদের মতামতগুলো শুনুন। মাল্টি মিডিয়ায় অধিবেশন-১০.১, স্লাইড-১ প্রদর্শন করুন এবং বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষণ নিশ্চিত করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের কাছে পারিবারিক সহিংসতা (ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স) বলতে কি বোঝায় এ বিষয়ে তাদের ধারনা জানতে চান। তাদের মতামতগুলো শুনুন। মাল্টি মিডিয়ায় অধিবেশন-১০.১, স্লাইড-২ প্রদর্শন করুন এবং বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষণ নিশ্চিত করুন।

২. নারী নির্যাতন সম্পর্কিত কিছু তথ্য (সময় ১০ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আসুন আমরা কিছু তথ্য জেনে নিই যা সারা বিশ্বে এবং বাংলাদেশে নারী নির্যাতন সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা তৈরী করে দেবে। মাল্টিমিডিয়ায় প্রথমে অধিবেশন-১০.১, স্লাইড-৩ এবং তারপর অধিবেশন-১০.১, স্লাইড-৪ প্রদর্শন করুন। প্রদর্শিত তথ্যগুলোর উপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষণ নিশ্চিত করুন।

৩. নারী নির্যাতনের কারণ (সময় ৩৫ মিনিট)

- এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের বলুন এতক্ষন আমরা সারা পৃথিবীতে এবং বাংলাদেশে নারী নির্যাতন সম্পর্কে কিছু তথ্য জানলাম। এবারে আমরা নারী নির্যাতনের কারণ সম্পর্কে জানবো। অংশগ্রহণকারীদের কাছে নারী নির্যাতনের কারণ সম্পর্কে জানতে চান। তাদের মতামতগুলো পোষ্টার পেপারে লিখুন। হ্যান্ডআউটে এ বিষয়ে দেয়া কোন পয়েন্ট না এলে নিজে তা বলুন এবং পোষ্টার পেপারে লিখুন।
- সবার মতামত দেয়া শেষ হলে পোষ্টার পেপারে লিখিত প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন। আলোচনার সময় বিষয়টি কেন এবং কিভাবে তা নারী নির্যাতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা বিশ্লেষণ করুন।

৪. নারীর নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিকভাবে করণীয় (সময় ২৫ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিকভাবে কি কি করা যেতে পারে তা জানতে চান। তাদের মতামতগুলো শুনুন এবং বোর্ডে লিখুন। তাদের মতামত দেয়া শেষ হলে মাল্টিমিডিয়ায় অধিবেশন-১০.১, স্লাইড-৫ প্রদর্শন করুন এবং বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষণ নিশ্চিত করুন।

নারী নির্যাতন

PFA বা বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ‘‘যে কোন ধরণের জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতন যার ফলে নারীর শারীরিক, যৌন বা মানসিক ক্ষতি বা ভোগান্তি হয় সেগুলোই নারী নির্যাতন। এখানে যে কোন প্রকার হুমকি অথবা এমন কোন আচরণ যা নারীর স্বাধীনতার প্রতি বাধা স্বরূপ সেটিও জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতনের আওতায় নেয়া হয়েছে’’।

অধিবেশন-১০.১, স্লাইড-২

পরিবারিক সহিংসতা

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ অনুযায়ী:

পরিবারিক সহিংসতা বলতে পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিবারের অপর কোন নারী বা শিশু সদস্যের উপর শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন অথবা আর্থিক ক্ষতি বুঝাইবে।

- **শারীরিক নির্যাতন** বলতে এমন কোন কাজ বা আচরন করা যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির জীবন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা শরীরের কোন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হয় অথবা হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে অপরাধমূলক কাজ করিতে বাধ্য করা বা প্ররোচনা প্রদান করা বা বলপ্রয়োগও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।
- **মানসিক নির্যাতন** বলতে
  - মৌখিক নির্যাতন, অপমান, অবজ্ঞা, ভীতি প্রদর্শন বা এমন কোন উক্তি করা, যার দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়;
  - হয়রানি; অথবা
  - ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অর্থাৎ স্বাভাবিক চলাচল, যোগাযোগ ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মতপ্রকাশের উপর হস্তক্ষেপ;
- **যৌন নির্যাতন** বলতে যৌন প্রকৃতির এমন আচরনও অন্তর্ভূক্ত হইবে, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্ভ্রম, সম্মান ও সুনামের ক্ষতি হয়;
- **আর্থিক ক্ষতি** বলতে
  - আইন বা প্রথা অনুযায়ী বা কোন আদালত বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যে সকল আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ বা সম্পত্তি লাভের অধিকারী উহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা অথবা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান;
  - সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে তাহার নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র প্রদান না করা;
  - বিবাহের সময় প্রাপ্ত উপহার বা স্ত্রীধন বা অন্য কোন দান বা উপহার হিসেবে প্রাপ্ত কোন সম্পদ হইতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা বা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান;
  - সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির মালিকানাধীন যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে হস্তান্তর করা বা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান;
  - পারিবারিক সম্পর্কের কারণে যে সকল সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধাদিতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির ব্যবহার বা ভোগদখলের অধিকার রয়েছে উহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা বা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান।

নারী নির্যাতন সম্পর্কিত কিছু তথ্য

প্রেক্ষিত: বিশ্ব

- সারাবিশ্বে প্রতি তিন (৩) জনে অন্তত এক (১) জন নারী তার সারা জীবনে কখনও না কখনও হয় শারীরিক নির্যাতন (বিশেষ করে মার খাওয়া) না হয় যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে । তথ্য সূত্র -UN Commission on the Status of Women, 2000

- প্রতি বছর চার (৪) মিলিয়ন নারী নারী ও কিশোরী পাচার হয়। তথ্য সূত্র -United Nation

- প্রতি বছর এক (১) মিলিয়ন শিশু যাদের বেশীরভাগই মেয়ে শিশু যৌন ব্যবসায় প্রবেশ করে। তথ্য সূত্র –UNICEF

- ইউরোপে প্রতিদিন প্রতি পাঁচ (৫) জনে একজন (১) নারী নির্যাতনের শিকার হন।

নারী নির্যাতন সম্পর্কিত কিছু তথ্য

প্রেক্ষিত: বাংলাদেশ

- ICDDR,B এবং নারীপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে শহরে ৩৭.৪% এবং গ্রামে ৪৯.৭% নারী তার সারা জীবনে কখনও না কখনও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।
- ৪০%-৬০% বিবাহিত নারী তাদের স্বামীদের দ্বারা শারীরিক, মৌখিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার। তথ্য সূত্র - (WHO, ২০০৫).
- আজিম তার একটি ষ্টাডিতে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, ৬৩% ভিকটিম বাড়িতে, ১৮% অন্যের বাড়িতে, ১৫% সাধারণ স্থানে (যেখানে জনসাধারনের চলাচল বা সমাগম হয়) এবং ৪% তার কর্মক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে।
- শহরে ৭৫% এবং গ্রামে ৮৬% নির্যাতিত নারী (মোটামুটি ধরণের নির্যাতন) কখনই তাদের নির্যাতনের কথা কাউকে বলেনি।
- ২০০২ সালে মোট ১৪৩৪টি ধর্ষণের মামলা লিপিবদ্ধ হয়েছে যার মধ্যে ৩৫% গণধর্ষণ এবং ১০% ধর্ষণের পর খুনের শিকার। তথ্য সূত্র- বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি'র প্রতিবেদন (২০০২), ভায়োলেন্স এগেইনেস্ট উইমেন ইন বাংলাদেশ, ২০০২।
- বাংলাদেশে প্রতি তিন (৩) জন নারীর মধ্যে দুই (০২) জন নারীর জীবনে নির্যাতনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। (ইউএনএফপিএ ওয়েবসাইট);
- ৪৩%-৫১% নারী নির্যাতনকারীর মধ্যে নারী নির্যাতন করার পরে কোন প্রকার অনুশোচনা বা প্রতিক্রিয়া নেই। (ICDDR,B & UNFPA Bangladesh, 2012);
- শুরু থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ওসিসি'তে সেবা নিতে আসা মোট ১৭০৪৪ জন নারীর মধ্যে ৭৪% ছিলেন শারীরিক নির্যাতনের শিকার, ২৪% ছিলেন যৌন নির্যাতনের শিকার এবং ২% ছিলেন আগুনে পোড়া। (MSP-VAW Website)

অধিবেশন-১০.১, স্লাইড-৫

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিকভাবে করণীয়

- শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর প্রতি সংবেদনশীল মনোভাব গড়ে তোলা।
- নারী নির্যাতনকে সামাজিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা।
- নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বি হয়ে গড়ে উঠতে সহায়তা করা।
- নারী নির্যাতনকারীকে সামাজিকভাবে প্রতিহত করা।
- নারী নির্যাতনকারী যেই হোক না কেন তাকে আইনের হাতে সৌপর্দ করা;
- আইন ও আইন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা যাতে নারী নির্যাতনকারী আইনের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে।
- বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ করা।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারে নারীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা।
- নির্যাতনের শিকার নারীকে তার অধিকার, আইনগত সুযোগ এবং তার প্রতি ঘটে যাওয়া নির্যাতনের ইস্যুতে তাকে সহায়তা করতে পারে এমন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংস্থা সম্পর্কে সচেতন করা।
- পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে জনসচেতনা সৃষ্টি; ইত্যাদি।

সহায়ক তথ্য

জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতন:

জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতন বলতে নারী ও পুরুষের মধ্যে ঘটে যাওয়া সকল ধরণের নির্যাতনকে বোঝান হয়েছে যার উৎপত্তি নারী ও পুরুষের মধ্যকার অসম ক্ষমতা সম্পর্ক থেকে। জেন্ডার হল একটি প্রভাবক যা নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা স্থাপন করে। একটি সমাজের নারী নির্যাতন মুলত সেই সমাজের নীতি, মূল্যবোধ বিশ্বাস ইত্যাদি দ্বারা সমর্থিত এবং নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের ধারণা থেকে আসে। অনেক সমাজে বাচ্চারা ছেলেবেলা থেকেই শেখে যে পুরুষেরা নারীর উপর প্রভাবক বা ক্ষমতাশীল এবং নির্যাতন হল সেই ক্ষমতা প্রকাশের একটি মাধ্যম যা সমাজ মেনে নেয়। অনেক সমাজে নারীরা নিজেরাও এই নির্যাতনের ধারক কেননা তারা তাদের মেয়েদের এটা মেনে নেয়ার শিক্ষা দেয়।

নারী নির্যাতন:

PFA বা বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ''যে কোন ধরণের জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতন যার ফলে নারীর শারীরিক, যৌন বা মানসিক ক্ষতি বা ভোগান্তি হয় সেগুলোই নারী নির্যাতন। এখানে যে কোন প্রকার হুমকি অথবা এমন কোন আচরণ যা নারীর স্বাধীনতার প্রতি বাধা স্বরূপ সেটিও জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতনের আওতায় নেয়া হয়েছে।''

পরিবারিক সহিংসতা:

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ অনুযায়ী:

পারিবারিক সহিংসতা বলতে পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিবারের অপর কোন নারী বা শিশু সদস্যের উপর শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন অথবা আর্থিক ক্ষতি বুঝাইবে।

- **শারীরিক নির্যাতন** বলতে এমন কোন কাজ বা আচরণ করা যাহা দ্বারা সংক্ষুব্দ ব্যক্তির জীবন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা শরীরের কোন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হয় অথবা হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং সংক্ষুব্দ ব্যক্তিকে অপরাধমূলক কাজ করিতে বাধ্য করা বা প্ররোচনা প্রদান করা বা বলপ্রয়োগও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।
- **মানসিক নির্যাতন** বলতে
    - মৌখিক নির্যাতন, অপমান, অবজ্ঞা, ভীতি প্রদর্শন বা এমন কোন উক্তি করা, যার দ্বারা সংক্ষুব্দ ব্যক্তি মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়;
    - হয়রানি; অথবা
    - ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অর্থাৎ স্বাভাবিক চলাচল, যোগাযোগ ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মতপ্রকাশের উপর হস্তক্ষেপ;
- **যৌন নির্যাতন** বলতে যৌন প্রকৃতির এমন আচরণও অন্তর্ভূক্ত হইবে, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্ভ্রম, সম্মান ও সুনামের ক্ষতি হয়;

- **আর্থিক ক্ষতি** বলতে
  - আইন বা প্রথা অনুযায়ী বা কোন আদালত বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যে সকল আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ বা সম্পত্তি লাভের অধিকারী উহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা অথবা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান;
  - সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে তাহার নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র প্রদান না করা;
  - বিবাহের সময় প্রাপ্ত উপহার বা স্ত্রীধন বা অন্য কোন দান বা উপহার হিসেবে প্রাপ্ত কোন সম্পদ হইতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা বা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান;
  - সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির মালিকানাধীন যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে হস্তান্তর করা বা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান;
  - পারিবারিক সম্পর্কের কারণে যে সকল সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধাদিতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির ব্যবহার বা ভোগদখলের অধিকার রয়েছে উহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা বা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান।

নারী নির্যাতন সম্পর্কিত কিছু তথ্য:

বর্তমানে নারী নির্যাতন সারা বিশ্বে একটি অতি পরিচিত বিষয় যা সমগ্র বিশ্ববাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং চুক্তিও হয়েছে। বিভিন্ন দেশে নারী নির্যাতন বিষয়ক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রণয়ন করা আইনগুলো আরো শক্তিশালী করার চেষ্টা চলছে। জনসচেতনতা নারী নির্যাতন বন্ধের একটি কার্যকরী উপায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং জনসচেতনতা তৈরীর বিভিন্ন উদ্যোগও চোখে পড়ে। কিন্তু এত কিছুর পরেও নারী নির্যাতন কি বন্ধ হয়েছে? নারী নির্যাতন সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা অত্যন্ত হতাশাজনক এবং চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিম্নে বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত নারী নির্যাতন সম্পর্কিত কিছু তথ্য দেয়া হলো।

প্রেক্ষিত: বিশ্ব

- সারাবিশ্বে প্রতি তিন (৩) জনে অন্ততঃ এক (১) জন নারী তার সারা জীবনে কখনও না কখনও হয় শারীরিক নির্যাতন (বিশেষ করে মার খাওয়া) না হয় যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে । তথ্য সূত্র -UN Commission on the Status of Women, 2000
- প্রতি বছর চার (৪) মিলিয়ন নারী ও কিশোরী পাচার হয়। তথ্য সূত্র -United Nation
- প্রতি বছর এক (১) মিলিয়ন শিশু যাদের বেশিরভাগই মেয়ে শিশু যৌন ব্যবসায় প্রবেশ করে। তথ্য সূত্র -UNICEF
- ইউরোপে প্রতিদিন প্রতি পাঁচ (৫) জনে একজন (১) নারী নির্যাতনের শিকার হন।

প্রেক্ষিত: বাংলাদেশ

- ICDDR,B এবং নারীপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে শহরে ৩৭.৪% এবং গ্রামে ৪৯.৭% নারী তার সারা জীবনে কখনও না কখনও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

- ৪০%-৬০% বিবাহিত নারী তাদের স্বামীদের দ্বারা শারীরিক, মৌখিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার। তথ্য সূত্র - (WHO, ২০০৫).
- আজিম তার একটি ষ্টাডিতে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, ৬৩% ভিকটিম বাড়িতে, ১৮% অন্যের বাড়িতে, ১৫% সাধারণ স্থানে (যেখানে জনসাধারনের চলাচল বা সমাগম হয়) এবং ৪% তার কর্মক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে।
- শহরে ৭৫% এবং গ্রামে ৮৬% নির্যাতিত নারী (মোটামোটি ধরণের নির্যাতন) কখনই তাদের নির্যাতনের কথা কাউকে বলেনি।
- ২০০২ সালে মোট ১৪৩৪টি ধর্ষণের মামলা লিপিবদ্ধ হয়েছে যার মধ্যে ৩৫% গণধর্ষণ এবং ১০% ধর্ষণের পর খুনের শিকার। তথ্য সূত্র- বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি'র প্রতিবেদন (২০০২), ভায়োলেন্স এগেইনেস্ট উইমেন ইন বাংলাদেশ, ২০০২।
- বাংলাদেশে প্রতি তিন (৩) জন নারীর মধ্যে দুই (০২) জন নারীর জীবনে নির্যাতনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। (ইউএনএফপিএ ওয়েবসাইট);
- ৪৩%-৫১% নারী নির্যাতনকারীর মধ্যে নারী নির্যাতন করার পরে কোন প্রকার অনুশোচনা বা প্রতিক্রিয়া নেই। (ICDDR,B & UNFPA Bangladesh, 2012);
- শুরু থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ওসিসি'তে সেবা নিতে আসা মোট ১৭০৪৪ জন নারীর মধ্যে ৭৪% ছিলেন শারীরিক নির্যাতনের শিকার, ২৪% ছিলেন যৌন নির্যাতনের শিকার এবং ২% ছিলেন আগুনে পোড়া; (MSP-VAW Website)

নির্যাতনের কারণঃ

নিম্নে নারী নির্যাতনের কয়েকটি মূল কারণ ও তার উদাহরণ দেয়া হলো।

কারণ	ব্যাখ্যা
শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব এবং নারীর প্রতি অসংবেদনশীল মনোভাব	শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি এবং নারীর প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার মত প্রয়োজনীয় সামাজিক শিক্ষাও অনেক ক্ষেত্রেই আমরা পাই না। ফলে আমাদের মধ্যে নারীর প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার মত প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাব রয়েই যাচ্ছে। এতে করে অনেক সময় আমরা নিজের অজান্তেও নারী নির্যাতন করে বসি কারণ আমরা জানি না যে কোনটা নারী নির্যাতন আর কোনটা নারী নির্যাতন নয়।
দরিদ্রতা ও কর্মসংস্থানের অভাব	মুলতঃ কর্মসংস্থানের অভাব দরিদ্রতার একটি বড় কারণ। দরিদ্রতার ফলে মানসিক প্রশান্তির অভাব সৃষ্টি হয়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এখনও বেশিরভাগ পরিবারের আয়ের সংস্থান ছেলেরাই করে থাকেন। আয়ের সংস্থান না হওয়া এবং পরিবারের চাহিদাগুলো ভালোভাবে মেটাতে না পারার ব্যর্থতা তদের মানসিক প্রশান্তির ব্যাঘাত ঘটায়। আর সেই মানসিক প্রশান্তির অভাব তাদেরকে নারী নির্যাতনের দিকে ধাবিত করে যা মোটেও কাম্য নয়।
মাদকাসক্তি ও জুয়া	মাদকাসক্তি ও জুয়া একদিকে যেমন: সুস্থ চিন্তাশক্তি নষ্ট করে দেয় অন্যদিকে তা অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন সৃষ্টি করে। সুস্থ

	চিন্তাশক্তি নষ্ট হওয়ার ফলে সে বিভিন্ন ধরণের নারী নির্যাতন (যেমন: প্রহার করা, গালি-গালাজ করা, খেতে না দেয়া, মায়ের সামনে সন্তানকে প্রহার করা ইত্যাদি) করে থাকে। অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন মেটাতে অযৌক্তিকভাবে নারীর গহনা বিক্রী করে দেয়া, নারীর সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়াসহ পরিবারের নিয়মিত খরচের টাকাও খরচ করে ফেলে। ফলে নারীকে হতে হয় সম্পদহারা এবং এমনকি বাঁচতে হয় প্রয়োজনীয় খাবার ছাড়া।
ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ	পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ চলে যায় পুরুষের হাতে। সে নারীর ভূমিকা, পছন্দ, চলাচলের সীমারেখা সবই নির্ধারণ করে দেয়। এর কোন ব্যতিক্রম হলেই নারীর উপর নেমে আসে বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন।
বাল্যবিবাহ ও যৌতুক	যেহেতু বাল্যবিবাহগুলো মেয়ে ও ছেলের কোন মতামত ছাড়াই হয়ে থাকে এবং কোন ধরণের দায়িত্ব নেবার মত বয়স হওয়ার আগেই তাদের (মেয়ে ও ছেলে উভয়েরই) দায়িত্ব নিতে হয় যা পালনে অনেকক্ষেত্রেই তারা ব্যর্থ হয় এবং নেমে আসে তাদের জীবনে (বিশেষ করে মেয়েটির জীবনে) নানা ধরণের নির্যাতন। যৌতুক প্রদানে ব্যর্থ হলে অনেকক্ষেত্রে নারীকে স্বামীর বাড়ি ছাড়তে হয়, তালাকবরণসহ বিভিন্ন প্রকার নির্যাতনের শিকার হতে হয়।
ছেলে সন্তানের অগ্রাধিকার	আমাদের বেশিরভাগ সমাজ ও পরিবারগুলো এখনও ছেলে সন্তান বেশি পছন্দ করে। ভবিষ্যত বংশধর এবং বুড়ো বয়সে জীবন-যাত্রার নিশ্চয়তার একটি বড় ভিত্তি হিসেবে বেশিরভাগ পরিবারগুলোর কাছে এখনও ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তান অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। ফলে একদিকে যেমন মেয়ে সন্তান বিভিন্ন ধরণের বৈষম্যের শিকার হয় অন্যদিকে বছরের পর বছর ছেলে সন্তান না হওয়ার ফলে সেই নারীকে নানা ধরণের নির্যাতনের শিকার হতে হয় যদিও সন্তান মেয়ে না ছেলে হবে তা নির্ধারণে নারীর কোন একক ভূমিকা নেই।
দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির অভাব	নারী নির্যাতন সম্পর্কিত যে পরিমান মামলা হয় তার বেশিরভাগই প্রমাণের অভাবে বা আইনের ফাঁক- ফোঁকড় দিয়ে খারিজ হয়ে যায়। ফলে বেশিরভাগ মামলাগুলোর কোন দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি হয় না। মামলা চলাকালীন সময়ে টাকা-পয়সা বা প্রভাবশালীদের চাপে পড়ে মামলা তুলে নেয়াও মামলাগুলোর দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি না হওয়ার একটি কারণ।
বহুবিবাহ	বহুবিবাহের ফলে আগের স্ত্রীর প্রতি উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয় এবং অনেকক্ষেত্রে তাকে সেই বাড়ি থেকে নির্বাসিত করার একটি চেষ্টা চলে। ফলে শারীরিক ও মানসিকসহ নানা ধরণের নির্যাতন তার উপর নেমে আসে।
সন্তান না হওয়া	অনেক নারীর সন্তান হয় না বলেও অনেক সময় তাকে নানা ধরণের অবজ্ঞা ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়। যদিও সন্তান না হওয়া সবসময়ই নারীর নয় পুরুষের সমস্যার কারনেও হতে পারে কিন্তু বেশীরভাগক্ষেত্রে সমাজ বা পরিবারগুলো শুধু নারীকেই দোষ দেয় এবং অনেকক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিকসহ নানা ধরণের নির্যাতন করে থাকে।

সামাজিকীকরণ	সমাজে বড় হওয়ার সাথে সাথে আমরা আমাদের চারপাশে নানা ধরণের নারী নির্যাতন দেখে থাকি এবং সমাজকে বেশিরভাগ নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে (যেমন: গালিগালাজ, বৌ-পেটান ইত্যাদি ক্ষেত্রে) নির্বিকার থাকতে দেখি। এগুলো দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই এবং শিখে ফেলি নারী নির্যাতন বুঝি সমাজের একটি সাধারণ ঘটনা।
সংস্কৃতি ও চর্চা	আমাদের সমাজের সংস্কৃতি ও চর্চাগুলো এমন যেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বৌ-পেটানকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে ধরা হয়, নারীর সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলে তার চলাফেরার স্বাধীনতা খর্ব করা হয়, তার আয়ের টাকা নিয়ে নেয়া হয় এবং যৌতুকসহ বিভিন্ন ধরণের শর্ত তার উপর আরোপ করা হয় যা তার শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অপ্রতুলতা, ইত্যাদি।	নারী নির্যাতন প্রতিরোধে এবং নির্যাতিত নারীর সেবাদান করার জন্য সেবাদানকারী (আইনি সেবাসহ) প্রতিষ্ঠানসমূহের অপ্রতুলতা রয়েছে। যা-ও বা কিছু আছে তবে সেগুলোর প্রচার তেমন নেই বলে অনেকেই সেগুলো সম্পর্কে জানে না।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিকভাবে করণীয়:

- শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর প্রতি সংবেদনশীল মনোভাব গড়ে তোলা।
- নারী নির্যাতনকে সামাজিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা।
- নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠতে সহায়তা করা।
- নারী নির্যাতনকারীকে সামাজিকভাবে প্রতিহত করা।
- নারী নির্যাতনকারী যেই হোক না কেন তাকে আইনের হাতে সোপর্দ করা;
- আইন ও আইন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা যাতে নারী নির্যাতনকারী আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে।
- বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ করা।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারে নারীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা।
- নির্যাতনের শিকার নারীকে তার অধিকার, আইনগত সুযোগ এবং তার প্রতি ঘটে যাওয়া নির্যাতনের ইস্যুতে তাকে সহায়তা করতে পারে এমন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংস্থা সম্পর্কে সচেতন করা।
- পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে জনসচেতনা সৃষ্টি; ইত্যাদি।

সেশনঃ দশ (দুই)

শিরোনাম: নারী নির্যাতন ও জনস্বাস্থ্য সমস্যা

উদ্দেশ্য:

প্রশিক্ষণার্থীগণ

৪. নারী নির্যাতন কেন একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
৫. নির্যাতিত নারীর সেবায় ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে স্বাস্থ্যখাত কিভাবে কাজ করতে পারে তা নির্ণয় করতে পারবেন।

আলোচ্য বিষয়:

- নারী নির্যাতনের কুফল ও জনস্বাস্থ্য সমস্যা।
- নির্যাতিত নারীর সেবায় স্বাস্থ্যখাত।

সময়: ৬০ মিনিট

পদ্ধতি: খোলামেলা আলোচনা, ছোট দলে কাজ ও উপস্থাপনা।

উপকরণ: বোর্ড, মার্কার, পোষ্টার পেপার, আর্টলাইনার, স্লাইড ।

প্রক্রিয়া:

৫. নারীর জীবনে নির্যাতনের কুফল ও জনস্বাস্থ্য সমস্যা (সময় ২০ মিনিট):

- এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের বলুন, নারী নির্যাতন এমন একটি বিষয় যার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী এবং এটা নারীর বিপন্নতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। নারী নির্যাতিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, নির্যাতিত হওয়ার পরে তার প্রভাব শেষ হয়ে যাবে বরং তা দীর্ঘমেয়াদে তার শারীরিক, মানসিকসহ নানা ধরণের ক্ষতি করতে পারে। আর এই জন্যে নারী নির্যাতন বর্তমানে জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এবারে নারী নির্যাতনের কুফল সম্পর্কে জানবো।
- অংশগ্রহণকারীদের কাছে নারী নির্যাতনের শারীরিক প্রভাব সম্পর্কে জানতে চান এবং তাদের মতামতগুলো পোষ্টার পেপারে লিখুন।
- এবারে অংশগ্রহণকারীদের কাছে নারী নির্যাতনের মানসিক প্রভাব সম্পর্কে জানতে চান এবং তাদের মতামতগুলো পোষ্টার পেপারে লিখুন।
- এবারে অংশগ্রহণকারীদের কাছে নারী নির্যাতনের সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে জানতে চান এবং তাদের মতামতগুলো পোষ্টার পেপারে লিখুন।
- এ পর্যায়ে বলুন, আমরা এতক্ষন নারী নির্যাতনের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক প্রভাবগুলো দেখলাম। আমরা এটাও জানি যে মাতৃস্বাস্থ্য ও মাতৃমৃত্যু এবং শিশুস্বাস্থ্য ও শিশুমৃত্যুর উপর নারী নির্যাতনের একটা প্রভাব রয়েছে। উল্লেখ্য যে, নারী নির্যাতনের সামাজিক প্রভাবগুলোও কিন্তু নারীর মানষিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে যা পরবর্তীতে তার শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়। আর তাই বর্তমানে নারী নির্যাতন একটি

জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তা মোকাবেলার জন্য একটি দেশের অন্যান্য সেবাখাতের সাথে স্বাস্থ্যসেবাখাতেও প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং নির্যাতীত নারীর জন্য যুগোপযোগি জেন্ডার সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা ব্যতীত জনস্বাস্থ্যখাতে প্রত্যাশিত অগ্রগতি কোনভাবেই সম্ভব নয়।

৬. নির্যাতিত নারীর সেবায় স্বাস্থ্যখাত (সময় ৪০ মিনিট):

- এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের বলুন, যেহেতু নারী নির্যাতন একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা তাই নারী নির্যাতন প্রতিরোধে এবং নির্যাতিত নারীর স্বাস্থ্যসেবায় স্বাস্থ্যখাতের অনেক দায়িত্ব রয়েছে।
- এখন আমরা নারী নির্যাতন প্রতিরোধে এবং নির্যাতিত নারীর স্বাস্থ্যসেবায় স্বাস্থ্যখাত কি কি করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করবো।
- উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের চারটি ছোট দলে ভাগ করুন। দুটি দলকে **"নারী নির্যাতন প্রতিরোধে এবং নির্যাতিত নারীর স্বাস্থ্যসেবায় স্বাস্থ্যখাতের নীতি-নির্ধারকরা কি কি দায়িত্ব পালন করতে পারেন"** এবং অন্য দুটি দলকে **"হাসপাতালে একজন নির্যাতিত নারী আসলে তার স্বাস্থ্যসেবায় স্বাস্থকর্মকর্তা/কর্মী হিসেবে কি কি করতে পারি"** শীর্ষক বিষয়ে কাজ করতে বলুন। প্রয়োজনে বোর্ডে লিখে দিন।
- দলগুলোকে প্রয়োজনীয় পোষ্টার পেপার ও আর্টলাইনার সরবরাহ করুন। দলগত কাজের জন্য নির্ধারিত জায়গা দেখিয়ে দিন এবং ১৫ মিনিট সময় বরাদ্দ করুন।
- দলীয় কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে দেখুন যে দলগুলো সঠিকভাবে কাজটি করতে পারছে কি-না। প্রয়োজনে দলের গতিশীলতা আনয়নে এবং কাজটি সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে সহায়তা করুন। প্রয়োজনে তাদের বিবেচনার জন্য দু-একটি উদাহরণ দিন।
- দলীয় কাজ শেষ হলে যে দলদুটি **"নারী নির্যাতন প্রতিরোধে এবং নির্যাতিত নারীর স্বাস্থ্যসেবায় স্বাস্থ্যখাতের নীতি-নির্ধারকরা কি কি দায়িত্ব পালন করতে পারেন"** বিষয়ে কাজ করেছেন সেগুলো উপস্থাপন করান।
- তাদের উপস্থাপনার পরে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিন। সহায়কের নোটে দেয়া সকল বিষয় আলোচনায় এসেছে কি-না নিশ্চিত হোন। কোন বিষয় বাদ পড়লে নিজে সেগুলো আলোচনায় নিয়ে আসুন।
- এ পর্যায়ে বলুন এখন আমরা চা-বিরতীতে যাব এবং চা বিরতী থেকে ফিরে এসে **"হাসপাতালে নির্যাতনের শিকার একজন নারী আসলে তার স্বাস্থ্যসেবায় স্বাস্থকর্মকর্তা/কর্মী হিসেবে কি কি করতে পারি"** বিষয়ে উপস্থাপনা দেখবো।

সহায়কের নোট

নারীর নির্যাতনের কুফল ও জনস্বাস্থ্য সমস্যা:

নারী নির্যাতন এমন একটি বিষয় যার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী এবং এটা নারীর বিপন্নতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। নারী নির্যাতিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, নির্যাতিত হওয়ার পরে তার প্রভাব শেষ হয়ে যাবে বরং তা দীর্ঘমেয়াদে তার শারীরিক, মানসিকসহ নানা ধরণের ক্ষতি করতে পারে। আর এই জন্যে নারী নির্যাতন বর্তমানে জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। নিচের ছকে নারী নির্যাতনের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক প্রভাবগুলো দেখানো হলো:

শারীরিক প্রভাব:	**মানসিক প্রভাব:**
• অঙ্গহানি বা বিকৃতি; • কাটা-পোড়া দাগ বা চিহ্ন; • চেহারা বিকৃতি; • প্রজননতন্ত্রের ক্ষতি; • বিভিন্ন স্থানে ব্যথা, মাথা ব্যথা, জ্বর, ইত্যাদি।	• বিষন্নতা; • মস্তিস্ক বিকৃতি; • ভুলে যাওয়া, হতাশাগ্রস্ত হওয়া; • ভয় পওয়া, অহেতুক ভয় পাওয়া; • সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা; • নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা, রেগে যাওয়া বা কোন কিছু আমলে না নেয়া; • ঘন ঘন মত পরিবর্তন; ইত্যাদি।
সামাজিক প্রভাব:	**গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের এবং শিশু স্বাস্থ্যের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব:**
• অন্যরা অবহেলা করে; • সমাজের অনেকে কুকথা বলে এবং নারীকেই দোষ দেয়; • কেউ তাকে জীবন সঙ্গিনী করতে চায় না; • অনেক সময় দরিদ্রতার কারণে পরিবারটিও তাকে অবজ্ঞা করে; • নির্যাতিত নারীর পরিবারটির সাথে অনেকে মিশতে চায় না; • অনেকক্ষেত্রে বিচার/সালিশের ফলাফলগুলো নারীর বিপক্ষে যায় যা তাকে সমাজের কাছে আরো বিপন্ন করে দেয়; ইত্যাদি। সর্বপরি, অনেক সময় নানা ধরণের নির্যাতনের মাধ্যমে সমাজ নারীকে আত্মহত্যার পথেও ধাবিত করে।	• গর্ভকালীন জটিলতা; • গর্ভবতীর মৃত্যু; • প্রসবকালীন জটিলতা; • প্রসবকালীন মৃত্যু; • ক্ষুধা মন্দা ফলে পুষ্টিহীনতা; • গর্ভের সন্তানের বিকলঙ্গতা; • গর্ভের সন্তান মারা যাওয়া; • নারীর মানষিক রোগ; • শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিনষ্ট; ইত্যাদি।

আমরা উপরের টেবিলে নারী নির্যাতনের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক প্রভাবগুলো দেখলাম। আমরা এটাও জানি যে মাতৃস্বাস্থ্য ও মাতৃমৃত্যু এবং শিশুস্বাস্থ্য ও শিশুমৃত্যর উপর নারী নির্যাতনের একটা প্রভাব রয়েছে। উল্লেখ্য যে, নারী নির্যাতনের সামাজিক প্রভাবগুলোও কিন্তু নারীর মানষিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে যা পরবর্তীতে তার শারিরিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়। আর তাই বর্তমানে নারী নির্যাতন একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তা মোকাবেলার জন্য একটি দেশের অন্যান্য সেবাখাতের সাথে স্বাস্থ্যসেবাখাতেও প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং নির্যাতীত নারীর জন্য যুগোপযোগি জেন্ডার সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা ব্যতীত জনস্বাস্থ্যখাতে প্রত্যাশিত অগ্রগতি কোনভাবেই সম্ভব নয়।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে এবং নির্যাতনের শিকার নারীর জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল সেবায় স্বাস্থ্যখাত:

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে এবং নির্যাতনের শিকার নারীর জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল সেবায় স্বাস্থ্যখাতের নীতি নির্ধারকগণ যা করতে পারেন:

- নারী নির্যাতন একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রচারণা চালানো এবং প্রচারণা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা।
- নির্যাতনের শিকার নারীর স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে প্রয়োজনীয় এবং সময় উপযোগি নির্দেশিকা প্রস্তুত, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।
- স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা এবং নির্যাতনের শিকার নারীর স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা।
- নির্যাতনের শিকার নারীর জন্য আইনগত, পূণর্বাসন, কাউন্সেলিং ও সামাজিক সহায়তা প্রদানে কর্মরত সামাজিক, বেসরকারী ও রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পর্ক তৈরী এবং যোগসূত্র স্থাপন করা বিশেষ করে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি), ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার (ভিএসসি) এবং বিভিন্ন এনজিও যারা নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করে তাদের সাথে জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করার কৌশল নির্ধারণ করা।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে স্বাস্থ্যসেবাখাত কিভাবে কাজ করতে পারে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করা। বিশেষকরে স্বাস্থ্যকর্মীরা গ্রামে বাড়ি পরিদর্শনের সময় কিভাবে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারে তার উপর প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা। ইত্যাদি।

হাসপাতালে নির্যাতিত নারীর সেবায় করণীয়:

নির্যাতনের শিকার একজন নারী হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসলে আমাদের যা করতে হবে:

নির্যাতনের স্থান ও মাত্রা চিহ্নিতকরণ:

- নির্যাতনের চিহ্ন ও উপসর্গ খুঁজে বের করা।
- নির্যাতনের কারণে দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাব্য স্বাস্থ্য প্রভাব নির্ণয় করা।

চিকিৎসা সহায়তা প্রদানঃ

- সাথে সাথে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করা।
- শরীরের প্রতিটি নির্যাতন চিহ্নিত স্থানগুলো গুরুত্বসহকার পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান।
- দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাব্য স্বাস্থ্য প্রভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযোজ্যমত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ধর্ষণের শিকার নারীর জন্য বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রদান।

মানসিক সহায়তা প্রদানঃ

- মনোযোগ দিয়ে তার প্রতিটি কথা শোনা।
- নির্যাতনের শিকার নারীটির উপর বিশ্বস্ত থাকা।
- এ বিষয়ে তার কোন দোষ ছিলনা বলে তাকে আশ্বস্ত করা।
- নির্যাতন পরবর্তি ভীতি (ট্রমা) কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করা।
- তাকে নিশ্চিত করা যে তার পাশে আপনি আছেন, তিনি একা নন।
- প্রয়োজনে দক্ষ কাউন্সেলর দ্বারা কাউন্সেলিং করা।

ডকুমেন্টেশনঃ

- নির্যাতনের ধরণ, মাত্রা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট রেকর্ড রাখা।
- প্রয়োজনে ছবি তুলে রাখা, বডি ম্যাপিং করা (নির্যানের স্থান নির্দেশ করার জন্য); ইত্যাদি।
- নির্যাতনের শিকার নারীর আইনগত সহায়তা পাবার জন্য প্রযোজ্য বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরী ও প্রদান।

রেফারেলঃ

- তাকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।
- পুলিসের কাছে অভিযোগ করার ক্ষেত্রে তার সুযোগ ও অধিকার বিষয়ে তাকে অবহিত করা।
- প্রয়োজনীয় শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা সেবা, আইনগত, পূর্ণবাসন, কাউন্সেলিং ও সামাজিক সহায়তা পাবার জন্য সামাজিক, বেসরকারী ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে তাকে অবহিত করা।

অন্যান্যঃ

- পুলিশকে সংবাদ দেয়া।
- সংবেদনশীলতার সাথে দায়িত্বশীল ব্যবহার করা।
- তার সম্পর্কে কোন ধরণের নেতিবাচক মন্তব্য না করা।
- গোপনীয়তা রক্ষা করা।
- তার নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া।
- প্রয়োজনে পুলিশের মাধ্যমে তার নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

সেশনঃ এগারো

শিরোনাম: নির্যাতনের শিকার নারীর আদালতে সুবিচার প্রপ্তিতে স্বাস্থ্যকর্মকর্তার ভূমিকা।

উদ্দেশ্য:

প্রশিক্ষণার্থীগণ

৬. নির্যাতনের শিকার নারীর সেবায় স্বাস্থ্যকর্মকর্তা/কর্মীর দায়িত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
৭. নির্যাতনের শিকার নারীর আদালতে সুবিচার প্রাপ্তিতে স্বাস্থ্যকর্মকর্তার প্রতিবেদন/ সার্টিফিকেটের গুরুত্ব নির্ণয় করতে পারবেন।

আলোচ্য বিষয়:

- নির্যাতনের শিকার নারীর সেবায় স্বাস্থ্যকর্মকর্তা/কর্মীর দায়িত্ব।
- নির্যাতিত নারী আদালতে সুবিচার প্রাপ্তিতে স্বাস্থ্যকর্মকর্তার প্রতিবেদন/ সার্টিফিকেটের গুরুত্ব

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: ছোট দলে কাজ উপস্থাপনা, খোলামেলা আলোচনা ও উপস্থাপনা।

উপকরণ: বোর্ড, মার্কার, পোষ্টার পেপার, আর্টলাইনার, স্লাইড ।

প্রক্রিয়া:

৭. নির্যাতনের শিকার নারীর সেবায় স্বাস্থ্যকর্মকর্তা/কর্মীর দায়িত্ব (সময় ৩০ মিনিট):

- এ পর্যায়ে আগের অধিবেশনে **"হাসপাতালে একজন নির্যাতিত নারী আসলে তার স্বাস্থ্যসেবায় স্বাস্থকর্মকর্তা/কর্মী হিসেবে কি কি করতে পারি"** বিষয়ে দলীয় কাজ করে রাখা দল দুটিকে তাদের দলগত কাজ উপস্থাপন করান।
- তাদের উপস্থাপনার পরে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিন। সহায়কের নোটে দেয়া সকল বিষয় আলোচনায় এসেছে কি-না নিশ্চিত হোন। কোন বিষয় বাদ পড়লে নিজে সেগুলো আলোচনায় নিয়ে আসুন।
- শিক্ষণ নিশ্চিত হয়েছে বলে মনে হলে পরের আলোচনায় প্রবেশ করুন।

৮. নির্যাতিত নারী আদালতে সুবিচার প্রাপ্তিতে স্বাস্থ্যকর্মকর্তার প্রতিবেদন/ সার্টিফিকেটের গুরুত্ব (সময় ৬০ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে একজন নির্যাতিত নারীর আদালতে সুবিচার প্রাপ্তিতে স্বাস্থ্যকর্মকর্তা কর্তৃক আলামত সংগ্রহ এবং নথিপত্র ও দলিলাদি সংরক্ষণের গুরুত্ব জানতে চান। তাদের মতামতগুলো শুনুন। মাল্টি মিডিয়ায় অধিবেশন-১১, স্লাইড-১ প্রদর্শন করুন এবং বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষণ নিশ্চিত করুন।

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন বর্তমানে দেখা যায় যে, অনেক ডাক্তারী প্রতিবেদনই একজন নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির আইনী সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে আইনী প্রমাণ হিসেবে নিখুঁত ডকুমেন্ট হয়ে উঠে না। আলামত সঠিকভাবে সংরক্ষণ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের অভাবে অনেক নির্যাতিত নারী আদলতের নিকট সুবিচার প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হন।

- এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের কাছে নির্যাতিত নারীর তথ্য লিপিবদ্ধ করা বা প্রতিবেদন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সচারচার কি কি ধরণের দূর্বলতা দেখা যায় তা জানতে চান। তাদের মতামতগুলো শুনুন। মাল্টি মিডিয়ায় অধিবেশন-১১, স্লাইড-২ প্রদর্শন করুন এবং বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষণ নিশ্চিত করুন।

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে একজন নির্যাতিত নারী আদালতে সুবিচার প্রাপ্তিতে একটি ভাল প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে যা যা করা যেতে পারে সে বিষয়ে মতামত চান। তাদের মতামতগুলো শুনুন। মাল্টি মিডিয়ায় অধিবেশন-১১, স্লাইড-৩ প্রদর্শন করুন এবং বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষণ নিশ্চিত করুন।

আলামত সংগ্রহ এবং নথিপত্র ও দলিলাদি সংরক্ষণের গুরুত্ব

- আইনী প্রক্রিয়ার ব্যবহারের জন্য।
- নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদানে।
- কল্যাণমূলক সেবা, স্বাস্থ্যসেবা এমনকি জীবনবীমা, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক সুযোগ সৃষ্টিতে।
- পুলিশ প্রতিবেদনের তথ্যের সমর্থনে বা অথ্যের অসম্পূর্ণতা পূরণে বা ভুল সংশোধনে মেডিক্যাল প্রতিবেদন/সার্টিফিকেট অত্যন্ত জরুরী ও কার্যকর।

তথ্য লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে দূর্বলতাসমূহ:

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট আব জাস্টিস কর্তৃক "Documenting Domestic Violence: How Health Care Providers Can Help Victims (2001)" শীর্ষক গবেষণায় নির্যাতনের শিকার যারা ডাক্তারী সেবা নিতে এসেছিল এ রকম ১৮৪ জন ব্যক্তির উপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় যেখানে অনেকগুলো দূর্বলতা পরিস্কারভাবে উঠে এসেছে:

- ৯৩ টি আঘাতের ঘটনায় মাত্র একটি ফটোগ্রাফ দেখা গেছে। অন্যান্য ঘটনার আদতেও কোন ছবি তোলা হয়েছিল কি-না এবং কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল সে ব্যপারে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- ৯৩ টি ঘটনার মধ্যে শুধুমাত্র তিনজনের "বডি ম্যাপ" (শরীরের চিত্র অংকন) করা হয়েছে অন্যদিকে আঘাতের চিত্র অংকন করা হয়েছে ৯৩ টি ঘটনার মধ্যে মাত্র আটটির।
- নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির আঘাতের ঘটনার ওপর ডাক্তার এবং নার্স দ্বারা তৈরীকৃত এক-তৃতীয়াংশ প্রতিবেদনের মূল অংশের হাতের লেখা বোঝা যায়নি।
- অপরদিকে যদিও আঘাতের ছবি ও চিত্র অংকন খুব কম ক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে কিন্তু আঘাতের ঘটনাগুলো বিভিন্ন প্রতিবেদনে বা রেকর্ডে বর্ননা করা হয়েছে বিশদভাবে।

একটি ভাল প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে যা যা করা যেতে পারে

- সকল আঘাতের (নিশ্চিত বা সন্দেহজনক) ছবি নেওয়া, সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করা।
- প্রতিবেদন এমনভাবে লিখতে হবে যেখানে হাতের লেখা স্পষ্ট থাকে এবং সেটি কারো বুঝতে কোন সমস্যা না হয়।
- নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির বক্তব্যকে হুবুহু তুলে ধরুন। সেক্ষেত্রে তার বক্তব্যগুলো কোটেশান (“ ”) আকারে লিখা যেতে পারে।
- ব্যক্তি দাবী করেন বা ব্যক্তি মনে করেন ইত্যাদি যা আদালতে সত্যতার বিচারে কিছুটা সন্দেহ তৈরী করে এমন বাক্য বা শব্দ ব্যবহারে বিরত থাকা।
- ডাক্তারী শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করুন এবং আইনী শব্দ বা বাক্য পরিহার করা।
- নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ বা উপসংহারের মত করে লেখা থেকে বিরত থাকা।
- ডাক্তারী প্রতিবেদনের ডায়োগনসিস অংশে কখনো “ডমিস্টিক ভায়োলেন্স” অথবা এর সংক্ষিপ্ত রুপ “ডিভি” ইত্যাদি না লেখা। এই ধরনের শব্দ চয়নের মাধ্যমে সঠিক তথ্য প্রকাশ পায় না। এই শব্দগুলো ডাক্তারী শব্দ নয়। এঁা গৃহ নির্যাতন কিনা তা আদালত নির্ধারন করবে।
- প্রতিবেদনে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির আচরণ ও অভিব্যক্তি তুলে ধরা।
- নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিকে যখন ডাক্তারী পরীক্ষা করা হয়েছে তার দিন তারিখ সঠিকভাবে লিখা।

সহায়কের নোট

নির্যাতনের শিকার নারী আদালতে সুবিচার প্রাপ্তিতে স্বাস্থ্যসেবাখাত:

একজন চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যসেবাপ্রদানকারী ব্যক্তি হিসেবে আমরা জানি যে, নির্যাতনের শিকার একজন ব্যক্তির প্রথমেই যে বিষয়টির প্রয়োজন পড়ে সেটি হলো ডাক্তারী সহায়তা। আমরা এটাও জানি যে, নির্যাতনের শিকার কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে স্বাস্থ্যসেবার জন্য এলে আমরা অবশ্যই পুলিশকে অবহিত করি যখন আমরা সন্দেহ করি যে ব্যক্তিটি কোনভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তবে এটা সত্যি যে, নির্যাতনে শিকার কোন ব্যক্তির আদালতে সুবিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সময়মত একটি সঠিক মেডিক্যাল সার্টিফিকেট/রিপোর্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা সাবধানতার সাথে নির্যাতনের আলামতগুলো সংরক্ষণ ও রেকর্ড করার উপর নির্ভর করে যদিও সেটি আমরা অনেক সময় দক্ষতার সাথে করতে পারিনা।

গৃহ নির্যাতনের শিকার কোন ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণ কিভাবে কাজ করবে গত এক দশকে তার একটা অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। এক কথায় বলা যায় যে এই উদ্যোগ নির্যাতনের শিকার কোন ব্যক্তির ডাক্তারী আলামত ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন নির্দেশিকা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আলামত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিষয়টি বর্তমানে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে। ডাক্তারী আলামত সংগ্রহ একমাত্র সঠিক এবং সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যা নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির আইনগত সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

আলামত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ যত শক্তিশালী/ভাল হবার কথা ছিল অনেকগুলো কারণে সে রকম প্রত্যাশিত মানের হয় না। কাজেই ডাক্তারী আলমত আইনগত প্রক্রিয়ায় যেভাবে কাজে লাগার কথা ছিল তা হয় না। উপরন্ত এই আলামত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কখনো কখনো কঠিন হয়ে যায় এমনকি কখনো কখনো অসম্পূর্ণ অথবা ভুল হয়ে থাকে এমনকি দলিল বা প্রতিবেদনের লেখা পর্যন্ত অনেকে পড়তে পারেন না। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের ঘটনা/আলামত বা আঘাতের রেকর্ড ও প্রতিবেদন তেরী করার সময় গুরুত্বহীনতার ফলে সৃষ্ট সুক্ষ্ম পার্থক্য অনেক বড় প্রভাব বয়ে আনে। এই ধরনের বিচ্যুতিগুলোর মাধ্যমে ভালোর চেয়ে ক্ষতিই হয় বেশী।

আলামত সংগ্রহ এবং নথিপত্র ও দলিলাদি সংরক্ষণের গুরুত্ব:

- ডাক্তারী দলিলপত্রাদি বা নথিপত্রের মধ্যে অনেক ধরনের তথ্য থাকে যা আইনী প্রক্রিয়ার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। আলামত পরীক্ষার সময় তোলা ফটো, শরীরে চিত্র এঁকে আঘাতের চিহ্ন ও তার অবস্থার বিবরণ সম্বলিত সংরক্ষিত রের্কড, নির্যাতনের লিপিবদ্ধকৃত ঘটনা ইত্যাদি আইনী প্রক্রিয়ার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।
- নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা পাবার পক্ষে প্রমাণ স্বরুপ তার আইনজীবি অথবা ব্যক্তি নিজেই নিজের মেডিক্যাল প্রতিবেদন/সার্টিফিকেট আদালতে দাখিল করতে পারেন।

- শক্তিশালী ও সঠিক মেডিক্যাল প্রতিবেদন/সার্টিফিকেট নির্যাতনের শিকার কোন ব্যক্তিকে কল্যাণমূলক সেবা, স্বাস্থ্যসেবা এমনকি জীবনবীমা, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক সুযোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারে।
- আইনি প্রক্রিয়ার আদালতের সামনে মেডিক্যাল প্রতিবেদন/সার্টিফিকেট যথেষ্ট শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল। যদিও বিচারিক প্রক্রিয়ায় পুলিশ প্রতিবেদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু পুলিশ প্রতিবেদনের তথ্যের সমর্থনে বা অথ্যের অসম্পূর্ণতা পূরণে বা ভুল সংশোধনে মেডিক্যাল প্রতিবেদন/সার্টিফিকেট অত্যন্ত জরুরী ও কার্যকর।

তথ্য লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে দূর্বলতাসমূহ:

বর্তমানে দেখা যায় যে, অনেক ডাক্তারী প্রতিবেদনই একজন নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির আইনী সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে আইনী প্রমাণ হিসেবে নিখুঁত ডকুমেন্ট হয়ে উঠে না। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট আব জাস্টিস কর্তৃক "Documenting Domestic Violence: How Health Care Providers Can Help Victims (2001)" শীর্ষক গবেষণায় নির্যাতনের শিকার যারা ডাক্তারী সেবা নিতে এসেছিল এ রকম ১৮৪ জন ব্যক্তির উপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় যেখানে অনেকগুলো দূর্বলতা পরিস্কারভাবে উঠে এসেছে:

- ৯৩ টি আঘাতের ঘটনায় মাত্র এশটি ফটোগ্রাফ দেখা গেছে। অন্যান্য ঘটনার আদতেও কোন ছবি তোলা হয়েছিল কি-না এবং কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল সে ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- ৯৩ টি ঘটনার মধ্যে শুধুমাত্র তিনজনের "বডি ম্যাপ" (শরীরের চিত্র অংকন) করা হয়েছে অন্যদিকে আঘাতের চিত্র অংকন করা হয়েছে ৯৩ টি ঘটনার মধ্যে মাত্র আটটির।
- নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির আঘাতের ঘটনার ওপর ডাক্তার এবং নার্স দ্বারা তৈরীকৃত এক-তৃতীয়াংশ প্রতিবেদনের মূল অংশের হাতের লেখা বোঝা যায়নি।
- অপরদিকে যদিও আঘাতের ছবি ও চিত্র অংকন খুব কম ক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে কিন্তু আঘাতের ঘটনাগুলো বিভিন্ন প্রতিবেদনে বা রেকর্ডে বর্ণনা করা হয়েছে বিশদভাবে।

একটি ভাল প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে যা যা করা যেতে পারে:

- সকল আঘাতের (নিশ্চিত বা সন্দেহজনক) ছবি নেওয়া, সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে প্রতিবেদনের সাথে সেগুলো সংযুক্ত করা।
- প্রতিবেদন এমনভাবে লিখতে হবে যেখানে হাতের লেখা স্পষ্ট থাকে এবং সেটি কারো বুঝতে কোন সমস্যা না হয়। সেক্ষেত্রে কম্পিউটারের সহায়তা নিলে হাতের লেখা না বুঝতে পারার সমস্যা দূর করা সম্ভব।
- নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির বক্তব্যকে হুবুহু তুলে ধরতে হবে। সেক্ষেত্রে তার বক্তব্যগুলো কোটেশান (" ") আকাওে লিখা যেতে পারে। কোন তথ্য যেন বাদ না পড়ে সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। দরকার হলে ব্যক্তি যে ভাষায় কথা বলবেন সেটাকেই প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে। যদি কেউ এমন বলে থাকেন যে, তার তলপেটে লাথি মারা হয়েছিল তবে লিখুন, নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি বলেন যে, "আমার তলপেটে লাথি মারা হয়েছিল"।

- কিছু কিছু বাক্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। যেমন, ব্যক্তি দাবী করেন বা ব্যক্তি মনে করেন ইত্যাদি যা আদালতে সত্যতার বিচার কিছুটা সন্দেহ তৈরী করে থাকে। যদি কখনো ডাক্তারের পর্যবেক্ষণের সাথে ব্যক্তির দেয়া বক্তব্যের বৈসাদৃশ্য তৈরী হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ডাক্তারের উচিত তার কারণ ব্যাখ্যা করা।
- ডাক্তারী শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করুন এবং আইনী শব্দ বা বাক্য পরিহার করুন।
- নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির বক্তব্যেও সার-সংক্ষেপ উপসংহারের মত করে লেখা থেকে বিরত থাকুন। যেমন নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিকে প্রহার বা ধর্ষণ করা হয়েছে। এভাবে প্রতিবেদনে উল্লেখ না করে পর্যাপ্ত তথ্য ও ঘটনার বর্ণনা আবশ্যক।
- ডাক্তারী প্রতিবেদনের ডায়োগনসিস অংশে কখনো "ডমিস্টিক ভায়োলেন্স" অথবা এর সংক্ষিপ্ত রুপ "ডিভি" লিখবেন না। এই ধরনের শব্দ চয়নের মাধ্যমে সঠিক তথ্য প্রকাশ পায় না। এই শব্দগুলো ডাক্তারী শব্দ নয়। এটা গৃহ নির্যাতন কিনা তা আদালত নির্ধারন করবে।
- প্রতিবেদনে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির আচরণ ও অভিব্যক্তি উল্লেখ করুন। সেই সময় তিনি কি কাঁদছিলেন, কাঁপছিলেন অথবা খুবই রাগান্বিত মনে হচ্ছিল, বিমর্ষ না-কি শান্ত মনে হচ্ছিল না-কি তাকে দেখে আনন্দিত মনে হচ্ছিল। যদি ব্যক্তির ঐ মূহুর্তের অভিব্যক্তির সাথে নির্যাতনের অভিব্যক্তির বৈশাদৃশ্য মনে হয় সেক্ষেত্রে ডাক্তারের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিকে যখন ডাক্তারী পরীক্ষা করা হয়েছে তার দিন তারিখ সঠিকভাবে লিখতে হবে।

অধিবেশনঃ বার

শিরোনাম: সমাপনী।

উদ্দেশ্য:

- অংশগ্রহণকারীগণ আজকের দিনের আলোচিত বিষয়গুলোর পূণ:স্মরণ করবেন।
- আয়োজক অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষনা করবেন।

আলোচ্য বিষয়:

- আজকের দিনের আলোচিত বিষয়গুলোর পূণ:স্মরণ।
- প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ঘোষনা।

সময়: ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি: খোলামেলা আলোচনা, প্রশ্ন ও উত্তর এবং সমাপনি বক্তব্য।

উপকরণ: পোষ্টার পেপার, মার্কার ও বোর্ড।

প্রক্রিয়া:

১. আজকের দিনের আলোচিত বিষয়গুলোর পূণ:স্মরণ (সময় ২৫ মিনিট)

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে আজকের আলেচিত বিষয়গুলোর মধ্যে কোন কোন বিষয়ে পুণরায় আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে তা জানতে চান। তাদের দেয়া বিষযগুলো বোর্ডে নোট নিন।
- বোর্ডে লিখা প্রত্যেকটি বিষয় আলোচনায় নিয়ে আসুন এবং অংশগ্রহণমূলক আরোচনার মাধ্যমে শিক্ষণ নিশ্চিত করুন।

২. আজকের দিনের আলোচিত বিষয়গুলোর পূণ:স্মরণ (সময় ২০ মিনিট)

- এ পর্যায়ে সমাপনি বক্তব্য দেবার জন্য নির্বাচিত ব্যাক্তিকে তার মত করে এই প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনি ঘোঘনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে নিজে বিদায় নিন।